শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সমস্ত মধ্যলীলার ও শেষলীলার প্রথম ছয় বৎসরের লীলার সূত্র কথিত হইয়াছে। "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভু যে ভাব প্রকাশ করেন, তাহা শ্রীরূপ গোস্বামীর "সোহয়ং কৃষ্ণঃ" শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হওয়ায় মহাপ্রভু রূপের প্রতি বিশেষ কৃপা করেন। এই পরিচ্ছেদে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর বিরচিত গ্রন্থসকলের উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে রূপ-সনাতনকে দয়া করেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরকৃপায় অজ্ঞেরও অভিজ্ঞতা ঃ—

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥ ১ ॥

গৌর-নিতাইর প্রণাম ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

সম্বন্ধাধিদেবতার প্রণাম ঃ—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥

অভিধেয়াধিদেবতার প্রণাম ঃ—

দীব্যদ্ বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

প্রয়োজনাধিদেবতার প্রণাম ঃ—

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥ ৬ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে আদিলীলার সূত্রের সঙ্গেই মূলঘটনা বর্ণিত ঃ—

পূর্ব্বে কহিলুঁ আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ৮ ॥
অতএব তার আমি সূত্র-মাত্র কৈলুঁ।
যে কিছু বিশেষ, সূত্রমধ্যেই কহিলুঁ ॥ ৯ ॥

এক্ষণে শেষলীলার মুখ্যসূত্র-বর্ণনারম্ভ ঃ—

এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥ ১০ ॥

চৈতন্যভাগবতের বিস্তারিত ঘটনা সূত্রাকারে এবং সংক্ষিপ্ত মুখ্য মুখ্য ঘটনা সবিস্তার বর্ণনে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তার মধ্যে যেই ভাগ দাস-বৃন্দাবন।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিলা বর্ণন ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অজ্ঞজনও যাঁহার প্রসাদে সদ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্।

২। আদি ১ম পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩। আদি ১ম পঃ ১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪। আদি ১ম পঃ ১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫। আদি ১ম পঃ ১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১। যস্য (শ্রীচৈতন্যদেবস্য) প্রসাদাৎ (অনুকম্পয়া) অজ্ঞঃ (অনভিজ্ঞঃ) অপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ (সর্ব্বেষু বিষয়েষু পারঙ্গতো বিজ্ঞো ভবতি), স ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবঃ মে (ময়ি) সংপ্রসীদতু (সম্যক্ প্রসন্নো ভবতু)।

১১। চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা-কাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চৈতন্যভাগবতের 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম ছিল, জানা যায়।

সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব ।
তাহাঁ যে বিশেষ কিছু, ইহাঁ বিস্তারিব ॥ ১২ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনকে নিয়ত বন্দনা ঃ—

চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন ।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥ ১৩ ॥
ভক্তি করি' শিরে ধরি তাঁহার চরণ ।
শেষলীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন ॥ ১৪ ॥

শেষলীলার সূত্রবর্ণনারম্ভ ; প্রথম ২৪ বৎসর গৃহস্থাভিনয়ে 'আদিলীলা' ঃ—

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান ।
তাহাঁ যে করিলা লীলা—'আদি-লীলা' নাম ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয় ২৪ বৎসর সন্ন্যাসীর অভিনয়ে 'শেষলীলা' ঃ—

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস ।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ১৬ ॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান ।
তাহাঁ যেই লীলা, তার 'শেষলীলা' নাম ॥ ১৭ ॥

মধ্য ও অন্ত্য-ভেদে শেষলীলা ঃ—

শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য',—দুই নাম হয় ।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কয় ॥ ১৮ ॥

শেষ ২৪ বৎসরের প্রথম ৬ বৎসর সমগ্র ভারতে প্রচাররূপ মধ্যলীলা ঃ—

তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন ।
নীলাচল-গৌড়-সেতুবন্ধ-বৃন্দাবন ॥ ১৯ ॥

শেষ ১৮ বৎসর আস্বাদনরূপ অন্ত্যলীলা ঃ—

তাহাঁ যেই লীলা, তার 'মধ্যলীলা' নাম ।
তার পাছে লীলা—'অন্ত্যলীলা' অভিধান ॥ ২০ ॥
'আদিলীলা', 'মধ্যলীলা', 'অন্ত্যলীলা' আর ।
এবে 'মধ্যলীলা' কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ ২১ ॥

১৮ বৎসর মধ্যে প্রথম ছয়বর্ষ ভক্তসঙ্গে বাস ও পুরীতে আচার্য্যত্ব ঃ—

অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি ।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইলা ভক্তি ॥ ২২ ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে ।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইলা নৃত্যগীতরঙ্গে ॥ ২৩ ॥

প্রচারকবর্গ—(১) গৌড়মণ্ডলে স্বগণসহ নিত্যানন্দের প্রচার ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে ।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় গৌড়-প্লাবন ঃ—

সহজেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাহাঁ তাহাঁ প্রেমদান ॥ ২৫ ॥

নিত্যানন্দ-বন্দনা ও গুণ-বর্ণনা ঃ—

তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার ।
চৈতন্যের প্রিয় যেহোঁ লওয়াইল সংসার ॥ ২৬ ॥

গৌরাঙ্গের 'গৌরবের ভাই' ও স্বয়ং প্রভুতত্ত্ব হইলেও নিতাইর গৌর-দাসাভিমান ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞি যাঁরে বলে 'বড় ভাই' ।
তেঁহো কহে, মোর প্রভু—চৈতন্য-গোসাঞি ॥২৭॥
যদ্যপি আপনি হয়ে প্রভু বলরাম ।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান ॥ ২৮ ॥

অচিৎ-এর সেবা বা ভোগ ছাড়িয়া নিত্য চিদীশ্বরের সেবাতেই জীবের নিত্যানন্দ-প্রাপ্তি ঃ—

'চৈতন্য' সেব, 'চৈতন্য' গাও, লও 'চৈতন্য'-নাম ।
'চৈতন্যে' যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥ ২৯ ॥

আপামর সকলকেই বিভু চিৎএর সেবায় নিয়োগ ও উদ্ধার ঃ—

এই মত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল ।
দীন-হীন, নিন্দক, সবারে নিস্তারিল ॥ ৩০ ॥

(২) মাথুরমণ্ডলে শ্রীরূপসনাতনদ্বারা প্রচার ঃ—

তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন ।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥ ৩১ ॥

(ক) শুদ্ধভক্তি প্রচার, (খ) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (গ) মঠাদি-স্থাপনদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি প্রচার ঃ—

ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল ।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-নামে যে নিতান্ত আধুনিক ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরোধী গ্রন্থ উল্লিখিত হয়, উহা একটী জাল গ্রন্থ ; প্রাচীন কোন গ্রন্থেই উহার বা উহার রচয়িতা 'জয়ানন্দে'র নাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। এজন্য 'জয়ানন্দ' নামটী যে কৃত্রিম, তাহাও সহজে বোধগম্য হয়।

১৩। চৈতন্যলীলার ব্যাস—ভগবানের অবতারসমূহের এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলার লেখক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। শ্রীচৈতন্যলীলার লেখক শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর—শ্রীব্যাসস্বরূপ। শ্রীবৃন্দাবনদাসের অবর্ণিত অবশিষ্ট চৈতন্য-লীলাবর্ণনের কার্য্যে তাঁহার ভৃত্য, পাল্য ও অনুগতসূত্রেই শ্রীকৃষ্ণদাসের চৈতন্য-লীলা লিখন।

২৭-৩০। আদি, ৬ষ্ঠ পঃ ৫০-৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩২। অপ্রাকৃত সেবামুখেই ভক্তি প্রচারিত হয় এবং তদ্দ্বারাই

(ঘ) সাত্বতশাস্ত্র-প্রচার, (ঙ) অধমতারণ ঃ—

নানা শাস্ত্র আনি' কৈলা ভক্তিগ্রন্থ সার ।
মূঢ় অধমজনেরে তেঁহো করিলা নিস্তার ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বশাস্ত্র-মীমাংসা ও অপ্রাকৃত ব্রজের রাগভক্তি প্রচার ঃ—

প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার ।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৪ ॥

শ্রীসনাতনের গ্রন্থ-চতুষ্টয় ঃ—

হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত ।
দশম-টিপ্পনী, আর দশম চরিত ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪। নিগূঢ়ভক্তি(—পাঠান্তরে নিগূঢ় রস।

৩৫। ভাগবতামৃত—বৃহদ্ভাগবতামৃত।

দশমটিপ্পনী—দশমস্কন্ধের 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী' বলিয়া টীকা। দশমচরিত—দশমে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা-চরিত (শ্রীলীলাস্তব)।

অনুভাষ্য

তীর্থস্বরূপ প্রকাশিত হয়। কৃত্রিম বাউলিয়া চরিত্রহীনতার মুখে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে যে নিশ্চিন্ত বসবাসবুদ্ধি-চেষ্টা, তাহাতে বৈকুণ্ঠ তীর্থ প্রকাশিত হন না। উহা মায়ার ক্রীড়ামাত্র।

৩৪। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃত্রিম চক্ষের জলে সত্যস্বরূপ ভগবৎসেবা ভাসাইয়া দিয়া যে শাস্ত্রবিচার পরিহার করেন, তদ্দ্বারা প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়। শাস্ত্রমুখেই নিগূঢ় ব্রজসেবা প্রচারিত হয়, নতুবা ইন্দ্রিয়পর ভোগবিচার আসিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তকে বিপন্ন করে।

৩৫-৪৪। অন্ত্য ৪র্থ পঃ ২১৯-২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে—"শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ যৈছে আস্বাদিল। তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল।।" ** "হেন সনাতন-রূপ প্রভুর আজ্ঞাতে। বর্ণিল যতেক তাহা ব্যাপিল জগতে।। শ্রীরূপ শ্রীহংসদূত-আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন ভাগবতামৃতাদি বর্ণিলা।। শ্রীবৈষ্ণবতোষণী করিয়া সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন।। আজ্ঞা পাইয়া শ্রীজীব লঘুতোষণী করিলা। যৈছে করিলেন তাহা তথাই লিখিলা।। চৌদ্দশত সপ্তছয়ে (১৪৭৬) সম্পূর্ণ 'বৃহৎ'। পনরশত চারি (১৫০৪) শকে 'লঘু' সুসম্মত।। তথাহি লঘুতোষণ্যাম্—"তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্। শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা।। স্তবস্যোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী। প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।। বিদগ্ধ-ললিতাগ্র-মাধবং নাটকদ্বয়ম্। ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ।। মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা। সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।। তথা-

এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন ।
রূপগোসাঞি কৈল যত, কে করু গণন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরূপের বহুগ্রন্থ মধুরসেবা-বিষয়ক ঃ—

প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ।
লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহ ঃ—

রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব ।
উজ্জ্বলনীলমণি, আর ললিতমাধব ॥ ৩৮ ॥
দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী ।
অষ্টাদশ লীলাছন্দ, আর পদ্যাবলী ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। গ্রন্থ—অনুষ্টুপ্ (একশ্লোক পরিমাণে শব্দ-সংখ্যা)।

৩৯। বহুস্তবাবলী—'স্তবমালা' গ্রন্থ।

অনুভাষ্য

গ্রজকৃতেষগ্রং শ্রীল-ভাগবতামৃতম্। হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী।। লীলাস্তবটিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী। যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া।। শকে ষট্সপ্তমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা। সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে তথা।।" শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী। তিঁহ নিজগ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি'।। "তয়োর্জ্যেষ্ঠস্য কৃতিষু শ্রীসনাতননামিনঃ। সিদ্ধান্তগ্রন্থ-সন্দোহাল্লেখোল্লেখো বিধীয়তে।। প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতম্। হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী।। লীলাস্তব-টিপ্পনী চ নাম্না বৈষ্ণবতোষণী। তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংস-দূতকম্।। শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ। বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাং চ স্তবমালা মনোহরা। বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।। দানলীলা-কৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্।। উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তা-খ্যাতচন্দ্রিকা।। মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা। সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।। শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য কৃতিষূদ্যতে। শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা।। তৎসূত্র-মালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ। কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী।। রসামৃতস্য শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ। সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূভাবার্থসূচকঃ। টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।। রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার-স্তবস্য চ।। তথা চাগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি। শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ।। লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী। তস্যাঃ করপদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ।। পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী। সন্দর্ভাঃ সপ্তবিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ।। তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ। কৃষ্ণভক্তিপ্রীতি-

গোবিন্দ-বিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য, আর নাটক-বর্ণন ॥ ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। গোবিন্দবিরুদাবলী—স্তবমালার অন্তর্গত। নাটক-বর্ণন—নাটকচন্দ্রিকা।

অনুভাষ্য

সংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ।। সম্বন্ধশ্চাভিধেয়শ্চ প্রয়োজন-মিতি ত্রয়ম্। হস্তামলকবদ্ যেষু সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতম্।।"

৩৫। হরিভক্তিবিলাস—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর রচিত এবং শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর সমাহৃত বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ, বিংশ বিলাসে সমাপ্ত। ১ম বিলাসে—গুরু, শিষ্য ও মন্ত্র ; ২য় বিলাসে—দীক্ষা ; ৩য় বিলাসে—সদাচার, স্মরণ ও শুচি (স্নান ও সন্ধ্যা); ৪র্থ বিলাসে—সংস্কার, তিলক, মুদ্রা, মালা ও গুরুপূজা ; ৫ম বিলাসে—আসন, প্রাণায়াম, ন্যাস, শালগ্রামাদি শ্রীমূর্ত্তি ; ৬ষ্ঠ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির আবাহন, স্নপন ও আনুষঙ্গিক আবশ্যক-কৃত্য ; ৭ম বিলাসে—শ্রীবিষ্ণুপূজাযোগ্য পুষ্পবিবরণ; ৮ম বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিসম্মুখে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নীরাজন, স্তুতি, নমস্কার ও অপরাধ-ক্ষালন ; ৯ম বিলাসে—তুলসী, বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও নৈবেদ্য ; ১০ম বিলাসে—ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বা সাধু ; ১১শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন, শ্রীহরিনাম, শ্রীনামের জপ-কীর্ত্তন, নামাপরাধ ও তন্মোচন, ভক্তিমাহাত্ম্য ও শরণাগতি ; ১২শ বিলাসে—একাদশী-বিধি ; ১৩শ বিলাসে—উপবাস, মহাদ্বাদশী-ব্রত ; ১৪শ বিলাসে—নানামাসে নানাকৃত্য; ১৫শ বিলাসে—নির্জ্জলা একাদশী, তপ্তমুদ্রা-ধারণ, চাতুর্ম্মাস্য, জন্মাষ্টমী, পার্শ্বৈকাদশী, শ্রবণাদ্বাদশী, রামনবমী, বিজয়াদশমী ; ১৬শ বিলাসে—কার্ত্তিককৃত্য বা দামোদর (ঊর্জ্জা) ব্রত, দীপ-দানাদি, গোবর্দ্ধন-পূজা, রথযাত্রা ; ১৭শ বিলাসে—পুরশ্চরণ, জপ ও মালা ; ১৮শ বিলাসে—বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তির প্রকার ; ১৯শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাপন ও তৎস্নপনাদি ; ২০শ বিলাসে—শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণাদি ও ঐকান্তিক ভক্তকৃত্য বর্ণিত আছে।

মধ্য, ২৪শ পঃ ৩২৫-৩৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের কিয়দংশ যাহা শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু সংকলন করিয়াছেন, তাহার বিবরণই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মধ্য, ২৪শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্রীগোপাল-ভট্ট-সঙ্কলিত গ্রন্থে বৈষ্ণবস্মৃতির পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুসারে শ্রীসনাতন-গোস্বামীর বিপুল স্মৃতিসংগ্রহের তৎকালোচিত আংশিক বিষয়সমূহ গুম্ফিত হইয়াছে মাত্র। বৈষ্ণবস্মৃতি-কল্পদ্রুমের বা শ্রীসনাতনের শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস প্রকাশিত হইলেই বৈষ্ণবসমাজে সকল ব্যবহারিক

লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য

অভাব বিদূরিত হইবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'ভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া স্মার্ত্তকুলের প্রাবল্যে এই ভক্তিবিলাস-গ্রন্থদ্বারা সকল ব্যবহারিক কার্য্যের মীমাংসা পাওয়া যায় না। শ্রীসনাতন-গোস্বামি-লিখিত নিজসঙ্কলিত হরিভক্তিবিলাসের টীকা 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকার কিয়দংশ, যাহা বর্ত্তমানকালের ভক্তিবিলাস-গ্রন্থের টীকারূপে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা শ্রীগোপীনাথ পূজা-ধিকারীর সঙ্কলিত "দিগ্‌দর্শিনী" বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করেন। এই শ্রীগোপীনাথ বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-সেবারত শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য।

বৃহদ্ভাগবতামৃত—দুই খণ্ডে ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম খণ্ডের নাম—'ভগবৎকৃপাভরনির্দ্ধার' ; উহাতে ভৌম, দিব্য, ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ, ভক্ত, প্রিয়, প্রিয়তম ও পূর্ণ—এই সপ্ত অধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'গোলোক-মাহাত্ম্যনিরূপণ' ; উহাতে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, বৈকুণ্ঠ, প্রেম, অভীষ্টলাভ ও জগদানন্দ—এই সপ্ত অধ্যায়—মোট চৌদ্দ অধ্যায়ে গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

দশম-টিপ্পনী—শ্রীভাগবতের ১০ম স্কন্ধের টীকা, অপর নাম স্বনামপ্রসিদ্ধ "বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী"। ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—"চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে (১৪৭৬) সম্পূর্ণ 'বৃহৎ' (বৈষ্ণবতোষণী)। পনরশত চারি (১৫০৪) শকে 'লঘু' (তোষণী) সুসম্মত।।"

আদি ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যার অনুভাষ্য ও ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গে দ্রষ্টব্য—"সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ চতুষ্টয়।"

৩৭-৪১। ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে দ্রষ্টব্য—"শ্রীরূপ-গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।" আদি ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩৭। গ্রন্থ—অনুষ্টুপ্, এখানে পুস্তক নহে। এক শ্লোকে চারি গ্রন্থ বা চারিপাদ। গদ্যগ্রন্থও তাদৃশ।

৩৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—কৃষ্ণভক্তি ও ভক্তিরস-সম্বন্ধি সংগ্রহ-গ্রন্থ। ১৪৬৩ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিটী বিভাগ আছে। পূর্ব্ব-বিভাগের নাম—'স্থায়িভাবোৎপাদন' ; উহাতে সামান্যভক্তি, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—এই চারিটী লহরী বর্ত্তমান। দক্ষিণ বিভাগের নাম—'ভক্তিরস-সামান্য-নিরূপণ' ; উহাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারি ও স্থায়িভাব,—এই পাঁচটী লহরী বর্ত্তমান। পশ্চিম বিভাগের নাম—'মুখ্যভক্তি-রসনিরূপণ' ; উহাতে শান্ত, প্রীতিভক্তিরস বা দাস্য, প্রেয়োভক্তিরস বা সখ্য, বাৎসল্যভক্তিরস, মধুরভক্তিরস—এই

শ্রীজীব ঃ—

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম—শ্রীজীবগোসাঞি ।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই ॥ ৪২ ॥
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-নাম গ্রন্থ-বিস্তার ।
ভক্তিসিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার ॥ ৪৩ ॥
গোপালচম্পূ-নামে গ্রন্থ মহাশূর ।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস-পূর ॥ ৪৪ ॥

গ্রন্থ-রচন ও সগোষ্ঠী বৃন্দাবনে বাস ঃ—

এই মত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ ।
গোষ্ঠী সহিতে কৈলা বৃন্দাবনে বাস ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য

পাঁচটী লহরী বর্ত্তমান। উত্তর বিভাগের নাম—'গৌণভক্তি-রসাদি-নিরূপণ'; উহাতে হাস্য-ভক্তিরস, অদ্ভুত-ভক্তিরস, বীর-ভক্তিরস, করুণ-ভক্তিরস, রৌদ্র-ভক্তিরস, ভয়ানক-ভক্তিরস, বীভৎস-ভক্তিরস, মৈত্র-বৈর-স্থিতি ও রসাভাস—এই নয়টী লহরী বর্ত্তমান।

বিদগ্ধমাধব—কৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক নাটক গ্রন্থ। ১৪৫৪ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১ম অঙ্কের নাম—বেণুনাদবিলাস, ২য় অঙ্কের নাম—মন্মথলেখ, ৩য় অঙ্কের নাম—রাধাসঙ্গ, ৪র্থ অঙ্কের নাম—বেণুহরণ, ৫ম অঙ্কের নাম—রাধাপ্রসাদন; ৬ষ্ঠ অঙ্কের নাম—শরদ্বিহার, ৭ম অঙ্কের নাম—গৌরীবিহার,—এই সপ্তাঙ্ক নাটক।

উজ্জ্বলনীলমণি—অপ্রাকৃত মধুর-ব্রজরসবিষয়ক অলঙ্কার-গ্রন্থ। ২য় শ্লোকে—"মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোহতি-রহস্যত্বাৎ। পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ সবিস্তারেণোচ্যতেঽত্র মধুরঃ।।" অর্থাৎ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে শান্তাদি মুখ্যরসসমূহের মধ্যে অতিশয় রহস্যময় বলিয়া মধুর রস সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে পৃথগ্ভাগে ভক্তিরসরাজ মধুর-রসই কেবল কথিত হইতেছে। ইহাতে নায়কভেদ, সহায়ভেদ, কৃষ্ণ-বল্লভা, শ্রীরাধিকা, নায়িকা-ভেদ, যূথেশ্বরীভেদ, দূতীভেদ, সখী, হরিবল্লভা, উদ্দীপন, অনুভাব, উদ্ভাস্বর, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব, স্থায়ীভাব, শৃঙ্গারভেদান্তর্গত বিপ্রলম্ভ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস, সংযোগবিয়োগস্থিতি, সম্ভোগ (মুখ্য ও গৌণ) প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

ললিতমাধব—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলা-বিষয়ক নাটকগ্রন্থ। ১৪৫৯ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১ম অঙ্কের নাম—সায়ং উৎসব, ২য় অঙ্কের নাম—শঙ্খচূড় বধ, ৩য় অঙ্কের নাম—উন্মত্তা রাধিকা, ৪র্থ অঙ্কের নাম—রাধিকাভিসার, ৫ম অঙ্কের নাম—চন্দ্রাবলীলাভ, ৬ষ্ঠ অঙ্কের নাম—ললিতা-প্রাপ্তি, ৭ম অঙ্কের নাম—নব-বৃন্দাবন-সঙ্গম, ৮ম অঙ্কের নাম—নববৃন্দাবন-বিহার, ৯ম অঙ্কের নাম—চিত্রদর্শন, ১০ম অঙ্কের নাম—পূর্ণমনোরথ,—এই দশাঙ্ক নাটক।

৪১। লঘুভাগবতামৃত—কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত-ভেদে দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে—শব্দ-প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, পরে সর্ব্ব-প্রথমে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বিলাস স্বাংশ ও আবেশভেদে তদেকাত্মরূপ, ত্রিবিধ অবতার (তিনটী পুরুষাবতার), তিনটী গুণাবতারমধ্যে বিষ্ণুর ও বিষ্ণুভক্তির নির্গুণতা এবং ২৫টী লীলাবতার (চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ-ঋষি, সেশ্বর, কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীব, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, দাশরথি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বলরাম বা শেষ সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, বুদ্ধ ও কল্কি); ১৪টী মন্বন্তরাবতার (যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুদামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু); চতুর্ব্বিধ যুগাবতার (শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণ) বিভিন্ন কল্প ও তদবতারসমূহ এবং আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পর, এই অবস্থা-চতুষ্টয়ে অবস্থিত অবতার-বিচার। লীলাভেদে ভগবন্নাম-মহিমা-বৈচিত্র্য, শক্তি ও শক্তিমদ্-বিচার, ভগবত্তার পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণসমূহের অচিন্ত্য সমন্বয়; শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, পারতম্য, অবতারিত্ব, অংশিত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের শ্রীকৃষ্ণপ্রভাত্ব; শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ-নরলীলার মাধুর্য্য ও অসমোর্দ্ধত্ব; অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুর দেহদেহিভেদ-নিরাস; শ্রীকৃষ্ণের অজত্ব ও আবির্ভাবের অনাদিত্ব এবং পরস্পরের অবিরোধ; লীলার নিত্যতা, প্রকট ও অপ্রকটভেদে লীলার দ্বিবিধত্ব, প্রকটলীলার রসবৈচিত্র্য, ব্রজ, মাথুর ও দ্বারকা-লীলার নিত্যতা, বিভিন্ন ধামতত্ত্ব ও মাহাত্ম্য-বিচার, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন-ভেদে বয়োভেদের মাধুর্য্য-বৈচিত্র্য এবং অবশেষে চতুর্ব্বিধ মাধুরী (ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহ) প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়খণ্ডে—ভক্তপূজার প্রয়োজন, ভজন-তারতম্যক্রমে ভক্ততারতম্য; প্রহ্লাদ, পাণ্ডবগণ, যাদবগণ, উদ্ধব ও ব্রজদেবী-গণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীরাধাকুণ্ড-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছেন।

৪২-৪৪। আদি ১০ পঃ ৮৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৪৩। 'ভাগবতসন্দর্ভ'—যাহার নামান্তর 'ষট্সন্দর্ভ'। প্রথম 'তত্ত্বসন্দর্ভে'—সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব ও তত্ত্বনিরূপণ। দ্বিতীয় 'ভগবৎসন্দর্ভে'—ব্রহ্ম-পরমাত্মার বিচার, বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধসত্ত্ব-নিরূপণ, স্বরূপের স্বশক্তিকত্ব, বিরুদ্ধশক্ত্যা-শ্রয়ত্ব, শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও নানাত্ব স্থাপন; অন্তরঙ্গাদিভেদ, মায়া-

অনুভাষ্য

শক্তি, স্বরূপশক্তির গুণগণের স্বরূপভূতত্ব, শ্রীবিগ্রহের নিত্যতা, বিভুতা, সর্ব্বাশ্রয়তা, স্থূল-সূক্ষ্মাতিরিক্ততা, স্ব-প্রকাশত্ব, রূপ-গুণ-লীলাময়ত্ব, অপ্রাকৃতত্ব, পূর্ণস্বরূপত্ব ; পরিচ্ছদ-সমূহের স্বরূপাংশত্ব ; বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও ত্রিপাদবিভূতির অপ্রাকৃতত্ব, ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য, ভগবত্তায় পূর্ণত্ব, সর্ব্ববেদাভিধেয়ত্ব, স্বরূপশক্তি-বিবরণ, ভগবানের বেদ-ভক্ত্যেকগম্যত্ব। তৃতীয় 'পরমাত্মসন্দর্ভে'—পরমাত্মা, তদ্ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ, পরিণামবাদ-স্থাপন, বিবর্ত্ত-সমাধান, জগৎ ও পরমাত্মার অনন্যত্ব, জগতের সত্যতা ও শ্রীধরস্বামীর মত, নির্গুণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব-যোজনা, লীলাবতারসমূহের ভক্তের উদ্দেশে প্রবৃত্তি, ষড়্বিধ চিহ্নদ্বারা ভগবানেরই তাৎপর্য্যত্ব। চতুর্থ 'কৃষ্ণসন্দর্ভে'—কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা, কৃষ্ণ-লীলাগুণ, পুরুষাবতারের কর্ত্তৃত্ব, শ্রীধরস্বামীর সম্মতি, সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ-সমন্বয়, বলদেবাদির মহাসঙ্কর্ষণত্ব, কৃষ্ণে সর্ব্বাংশ প্রবেশ-বিচার ও তাঁহাতে নিত্যস্থিতি, দ্বিভুজত্ব, গোলোক-নিরূপণ, বৃন্দাবনাদির নিত্য কৃষ্ণধামত্ব, গোলোক ও বৃন্দাবনের একবস্তুত্ব, যাদব ও গোপগণের নিত্য কৃষ্ণপরিকরত্ব, প্রকটাপ্রকট-লীলা-ব্যবস্থা, প্রকটাপ্রকট-লীলার সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রকাশাতিশয়ত্ব, পট্টমহিষীগণের স্বরূপ-শক্তিত্ব, তদপেক্ষা গোপীগণের উৎকর্ষ, তাহাদিগের নাম ও রাধিকার সর্ব্বোৎকর্ষতা। পঞ্চম 'ভক্তি-সন্দর্ভে—ভগবদ্ভক্তির সাক্ষাৎ অভিধেয়ত্ব, অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে ভক্তিতত্ত্বনিরূপণ, সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রবণ, বর্ণাশ্রমাচার ও অন্তর্ভূত জ্ঞান-দ্বারা অন্বয়ভাবে কর্ম্মের অনাদর, হরিবিমুখ-বিপ্রনিন্দা, ভগবদর্পিত কর্ম্মের অনাদর, যোগের অনাদর, জ্ঞানের শ্রমত্ব-প্রদর্শনে ও অন্যাশ্রয় স্বাতন্ত্র্যের অনাদরদ্বারা তদীয়গণের আদর-বিধান, অভক্তমাত্রের অনাদর, জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত শিবাদি পর্য্যন্ত ভক্তের ভক্তির নিত্যতা ও অভিধেয়ত্ব, ভক্তির সর্ব্বফল-দাতৃত্ব, নির্গুণতা, স্বপ্রকাশতা ও পরমসুখরূপতা, ভগবৎ-প্রীতি-হেতু-বৈশিষ্ট্য, ভজনাভাসেরও ফললাভ, নিষ্কামভক্তির প্রশংসা, অধিকারি-ভেদে পুনরায় নিষ্কামভক্তিস্থাপন, সাধুসঙ্গের নিদানত্ব, মহাভাগবত-ভেদ ও বিশেষ, সর্ব্বাশ্রয়-বিবেক, ভক্তি-ভেদ-নিরূপণে জ্ঞানের লক্ষণ, অহংগ্রহোপাসনার লক্ষণ, ভক্তি-লক্ষণ, আরোপ-সিদ্ধাদির লক্ষণ, বৈধভক্তিতে শরণাপত্তি, গুরুসেবা, মহাভাগবত-প্রসঙ্গ, তৎপরিচর্য্যা, সাধারণ বৈষ্ণবসেবা ; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, অপরাধ ও তদুপশমন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ; রাগানুগা ভক্তিবিচার, কৃষ্ণ-ভজন-বৈশিষ্ট্য এবং সিদ্ধির ক্রম। ষষ্ঠ 'প্রীতিসন্দর্ভে'—প্রীতির পরম-পুরুষার্থ নিরূপণ, মুক্তিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্ত মুক্তিভেদ, সকল মুক্তি অপেক্ষা ভগবৎ-প্রীতির

অনুভাষ্য

আধিক্য, পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে পরম-পুরুষার্থ-লাভ, সদ্যক্রম-মুক্তি, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণারূপা জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্তমুক্তি। অন্তর্বহির্ভেদে ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণার দ্বিবিধত্ব, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব, বহিঃসাক্ষাৎ-কারলক্ষণা জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্ত-মুক্তি, সালোক্যাদি-ভেদ, সামীপ্যের আধিক্য, ভক্তির মুক্তিত্ব ও উপাদেয়ত্ব ; তদুপ-পত্তি, প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ, গুণাতীত প্রীতির তটস্থ-লক্ষণ ও আবির্ভাব-ভেদ, প্রীতি-রত্যাদি-ভেদ, ব্রজদেবীগণের কামের শুদ্ধপ্রেমত্ব-স্থাপন, জ্ঞানভক্ত্যাদিমিশ্রত্ব, পরিকরাভিমানিগণের প্রীত্যুৎকর্ষ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যানুভাবের তারতম্য, গোকুলবাসিগণের শ্রেষ্ঠতা, তদপেক্ষা সখাগণের, পিতৃগণের, গোপীগণের ও রাধিকার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব, অনুকরণ-কার্য্যে রসত্ব, লৌকিক রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা, আলম্বন-বিভাগ, উদ্দীপন-বিভাগ, গুণ, ধীরোদাত্তাদি ভেদ, মাধুর্য্যের উত্তমতা, অনুভাব, সঞ্চারী, রসের পঞ্চবিধত্ব, গৌণরসের সপ্তত্ব ; রসাভাস, শান্ত, দাস্য, প্রশ্রয়, বাৎসল্য ও উজ্জ্বলে বল্লভভেদ, স্থায়ী সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-ভেদ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস ও শ্রীরাধিকা-দেবীর মহিমা।

৪৪। শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের দুইটী বিভাগ—পূর্ব্ব ও উত্তর; পূর্ব্বচম্পূতে তেত্রিশটী পূরণ ও উত্তরে সপ্তত্রিংশ পূরণ। ১৫১০ শকাব্দে পূর্ব্বচম্পূ লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বচম্পূতে ১ম পূরণে বৃন্দাবন ও গোলোক, ২। প্রস্তাবনা, পূতনাবধলীলাবর্ণন, যশোদা-দেশে গোপীগণের গৃহে গমন, রামকৃষ্ণের স্নান, স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ, ৩। যশোদার স্বপ্ন, ৪। জন্মোৎসব, ৫। নন্দ-বসুদেবের মিলন, পূতনাবধ, ৬। ঔত্থানিক লীলা, শকটভঞ্জন, নামকরণ, ৭। তৃণাবর্ত্তবধ, মৃদ্ভক্ষণ, বালচাপল্য, চৌর্য্য, ৮। দধিমন্থন, স্তন্যপান, দধিভাণ্ড-ভঞ্জন, বন্ধন, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, যশোদাবিলাপ, ৯। বৃন্দাবন-প্রবেশ, ১০। বৎসাসুরবধ, বকাসুরবধ, ব্যোমাসুরবধ, ১১। অঘাসুরবধ, ব্রহ্মমোহন, ১২। গোষ্ঠগমন, ১৩। গোচারণ, কালীয়-দমন, ১৪। গদ্দর্ভাসুরবধ, কৃষ্ণলালন, ১৫। গোপীগণের পূর্ব্বানু-রাগ, ১৬। প্রলম্বাসুরবধ, দাবাগ্নি-পান, ১৭। গোপীগণের কৃষ্ণ-চেষ্টা, ১৮। গোবর্দ্ধনধারণ, ১৯। কৃষ্ণাভিষেক, ২০। বরুণালয় হইতে নন্দানয়ন, গোপগণের গোলোকদর্শন, ২১। কাত্যায়নী-ব্রতানুষ্ঠান, ২২। যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা, ২৩। গোপী-গণের মিলন, ২৪। গোপীবিহার, রাধাকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, গোপী-গণের অন্বেষণ, ২৫। কৃষ্ণাবির্ভাব, ২৬। গোপীগণের সঙ্কল্প, ২৭। জলবিহার, ২৮। সর্পগ্রস্তনন্দমোক্ষণ, ২৯। বিবিধ রহঃক্রীড়া, ৩০। শঙ্খচূড়বধ, হোরি, ৩১। অরিষ্টাসুরবধ, ৩২। কেশীবধ, ৩৩। নারদাগমন, গ্রন্থনির্ম্মাণের শক ও সম্বৎ।

উত্তরচম্পূর ১ম পূরণে ব্রজানুরাগ, ২। অক্রূরক্রূরতা, ৩।

প্রভুর সন্ন্যাসের পর প্রথম বৎসর অদ্বৈতাদি গৌড়ীয়গণের পুরী-গমন ঃ—

প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ।
প্রভুরে দেখিতে কৈলা নীলাদ্রি-গমন ॥ ৪৬ ॥

পুরীতে কীর্ত্তনাদিদ্বারা চাতুর্ম্মাস্য যাপন ঃ—

রথযাত্রা দেখি' তাহাঁ রহিলা চারিমাস ।
প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস ॥ ৪৭ ॥

প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচা-দর্শনজন্য প্রভুর তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ ঃ—

বিদায়-সময় প্রভু কহিলা সবারে ।
"প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥" ৪৮ ॥

প্রতিবর্ষে গৌড়ীয়-ভক্তগণের পুরীতে গুণ্ডিচা-দর্শন ঃ—

প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যা'ন প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৪৯ ॥

শেষ ২৪ বৎসরের ১২ বৎসর ব্যাপি ভক্তগণের সহিত প্রভুর মিলন ঃ—

দ্বাদশ বৎসর ঐছে কৈলা গতাগতি ।
অন্যোঽন্যে দুঁহার দুঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥ ৫০ ॥

শেষ ১২ বৎসর প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

তার শেষ যেই রহে দ্বাদশ বৎসর ।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর ॥ ৫১ ॥

অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহজনিত দিব্যোন্মাদ ঃ—

নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ উন্মাদে ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় পরম বিষাদে ॥ ৫২ ॥

দীর্ঘ-বিরহান্তে রাধিকার কৃষ্ণদর্শনোত্থ ভাবময় প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

যে-কালে করেন জগন্নাথ-দরশন ।
মনে ভাবেন, কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥ ৫৩ ॥

রথাগ্রে নৃত্যকালে প্রভুর গীতি ঃ—

রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন ।
তাহাঁ এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন ॥ ৫৪ ॥

যথা পদ ঃ—

"সেইত' পরাণ-নাথ পাইনু ।
যাহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি' গেনু ॥" ৫৫ ॥

জগন্নাথের গুণ্ডিচায় গমনকালে প্রভুর ভাব ঃ—

এই ধুয়া-গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর ।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এভাব অন্তর ॥ ৫৬ ॥

গুহ্য শ্লোক ঃ—

এইভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক ।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৮। গুণ্ডিচা—শ্রীজগন্নাথদেব রথযাত্রায় 'সুন্দরাচল'-নামক স্থানে 'গুণ্ডিচা'-নামক মন্দিরে গমন করিয়া নবরাত্র লীলা করেন, সেই জন্য রথযাত্রাকে উড়িষ্যাবাসিগণ 'গুণ্ডিচা-যাত্রা' বলে।

৫০। প্রভু ও প্রভুভক্তগণ পরস্পর মিলন-ব্যতীত সুখী হইতেন না।

৫১। গোপীদিগের কৃষ্ণবিরহ-লীলা প্রভুর অন্তরে অর্থাৎ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরিত।

৫৩। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়া ব্রজবাসিদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে গোপীগণ তথায় গিয়া কৃষ্ণদর্শন-সুখ লাভ করেন। প্রভুর অন্তঃকরণে কৃষ্ণবিরহভাব উদ্দীপিত ছিল। কেবল যে যে সময়ে জগন্নাথ দর্শন করিতেন, সেইসব সময়ে কুরুক্ষেত্র-মিলন-ভাব তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত।

৫৬। কুরুক্ষেত্রের মিলনে সন্তোষ না পাইয়া কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া গিয়া তাহার সহিত মিলন করি, এই ভাবটী তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা উঠিত।

অনুভাষ্য

মথুরাপুরস্থানে প্রস্থান, ৪। মথুরান্ত প্রদেশ-নির্দ্দেশ, ৫। কংসবধ, ৬। ব্রজপতি-বিসর্জ্জনকষ্ট, ৭। নন্দের ব্রজপ্রবেশ, ৮। অধ্যয়নাদি, ৯। গুরুপুত্রানয়ন, ১০। উদ্ধবের ব্রজাগমন, ১১। ভ্রমর-দূতভ্রম, ১২। উদ্ধবের প্রত্যাগমন, ১৩। জরাসন্ধবন্ধন, ১৪। যবন জরাসন্ধ, ১৫। বলভদ্র-বিবাহ, ১৬। রুক্মিণীবিবাহ, ১৭। সপ্তবিবাহ, ১৮। নরকবধ, পারিজাতহরণ, ষোড়শ-সহস্র মহিষী-বিবাহ, ১৯। বাণবিজয়, ২০। রামব্রজাগমনকামনা, ২১। পৌণ্ড্রক-যুদ্ধ, ২২। দ্বিবিদ-বধ, হস্তিনাপুর বিমর্ষণ, ২৩। কুরুক্ষেত্রে যাত্রা, ২৪। ব্রজবাসিগণের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা, ২৫। উদ্ধব-মন্ত্রণা, ২৬। রাজ-মোচন, ২৭। রাজসূয়, ২৮। শাল্ববিনাশন, ২৯। ব্রজাগমনবিষয়ক বিচার, ৩০। কৃষ্ণের ব্রজাগমন, ৩১। রাধাদির বাধা-সমাধান, ৩২। সর্ব্বসমাধান, ৩৩। রাধামাধব-অধিবাস, ৩৪। রাধাকৃষ্ণের অলঙ্করণ, ৩৫। রাধামাধব-বিবাহনির্ব্বাহ, ৩৬। রাধামাধবের মিলন, ৩৭। গোলোক-প্রবেশ।

৫৩-৫৬। শ্রীমহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া সুদীর্ঘ মাথুরবিরহভাব গ্রহণপূর্ব্বক নিরন্তর সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভ-রসের মূর্ত্তিমান্ প্রাকট্যই জীবের একমাত্র সাধন জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৮২ অধ্যায়-বর্ণিত কৃষ্ণ-দর্শনোৎসুকা গোকুলবাসিনী ব্রজগোপীসকল কুরুক্ষেত্রে স্যমন্ত-

পূর্ব্বোক্ত ভাবদ্যোতক শ্লোক ঃ—

কাব্যপ্রকাশে (১।৪) ; সাহিত্য-দর্পণে (১।১০) ; পদ্যাবলী (৩৮২)—

যঃ কৌমারহরঃ সঃ এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥ ৫৮ ॥

একমাত্র দামোদরস্বরূপই প্রভুর ভাব-জ্ঞাতা ঃ—

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ ।
দৈবে সে বৎসর তাহাঁ গিয়াছেন রূপ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরূপকর্ত্তৃক তদনুরূপ স্বকৃত শ্লোক ঃ—

প্রভুমুখে শ্লোক শুনি' শ্রীরূপগোসাঞি ।
সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিলা তথাই ॥ ৬০ ॥

মহাপ্রভু ও শ্রীরূপের শ্লোক-কাহিনী ঃ—

শ্লোক করি' এক তালপত্রেতে লিখিয়া ।
আপন বাসার চালে রাখিলা গুঞ্জিয়া ॥ ৬১ ॥
শ্লোক রাখি' গেলা সমুদ্রস্নান করিতে ।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥ ৬২ ॥

অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াও দৈন্যবশতঃ মর্য্যাদার অনুরোধে তিনজনের জগন্নাথ-মন্দিরে গমনে অনিচ্ছা ঃ—

হরিদাস ঠাকুর, শ্রীরূপ-সনাতন ।
জগন্নাথ-মন্দিরে না যা'ন তিন জন ॥ ৬৩ ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপল-ভোগ দেখিয়া ।
নিজগৃহে যা'ন এই তিনেরে মিলিয়া ॥ ৬৪ ॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন ।
তাঁরে আসি' আপনে মিলে,—প্রভুর নিয়ম ॥ ৬৫ ॥
দৈবে আসি' প্রভু যবে উৰ্দ্ধেতে চাহিল ।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল ॥ ৬৬ ॥
শ্লোক পড়ি' আছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া ।
রূপগোসাঞি আসি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ৬৭ ॥

রূপের প্রতি প্রভুর অকৃত্রিম স্নেহ-কৃপা ঃ—

উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া ।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। যিনি কৌমার-কালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন ; সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত ; উন্মীলিত-মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে ; কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে ; সুরত-ব্যাপারলীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত ; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

৫৯। একেলা স্বরূপ—উক্ত শ্লোকটী নিতান্ত হেয় নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধে বিরচিত। মহাপ্রভু ইহা যে এত আদরে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য স্বরূপদামোদর ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না।

৬৩। হরিদাস ঠাকুর কাজিপুত্র ; মন্দিরের মর্য্যাদাভঙ্গ-আশঙ্কায় শ্রীমন্দিরে যাইতেন না। রূপ-সনাতন আপনাদিগকে "তৃণাদপি সুনীচ" জ্ঞান করত নীচজাতির সহিত অধিকার-সামান্য-বুদ্ধিক্রমে শ্রীমন্দিরে যাইতেন না।

৬৪। উপল-ভোগ—ছত্র-ভোগ। জগন্নাথদেবের অন্যসমস্ত ভোগ মণিকোঠার মধ্যে হইয়া থাকে। দিবা দুই প্রহরের পর যে বৃহৎ ভোগ হয়, তাহা, গরুড়ের পশ্চাতে যে একটী বৃহৎ প্রস্তরময় স্থান আছে, তাহার উপর হইয়া থাকে। উপল-শব্দে প্রস্তর ; সেই প্রস্তরময় ভূমির উপর ঐ ভোগটী হয় বলিয়া তাহার নাম 'উপল-ভোগ'।

৬৮। উঠি—কোন পাঠে, 'উঠাই'।

অনুভাষ্য

পঞ্চকে গ্রহণোপলক্ষে গমন করিয়া যেরূপ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলপতি-দর্শনে তদ্ভাবেরই দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠান। গোপললনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য-আস্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে বৃন্দাবনরূপ গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখী রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন।

৫৩-৬০। মধ্য, ১৩শ পঃ ১১১-১৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৮। হে সখি, যঃ কান্তঃ কৌমারহরঃ (কৌমারং হরতি অপনয়তি যঃ সঃ) স এব হি বরঃ, তাঃ এব চৈত্রক্ষপাঃ (মধু-চৈত্রমাসস্য জ্যোৎস্নাবত্যঃ রজন্যঃ), তথা তে চ উন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ (উন্মীলিতানিঃ বিকশিতানিঃ যানি মালতী পুষ্পানি তৈঃ সুরভয়ঃ সুগন্ধাঃ), প্রৌঢ়াঃ (ঘনসুখপ্রদাঃ) কদম্বা-নিলাঃ (কদম্ব-সুরভিপূর্ণাঃ সমীরণাঃ) [বহন্তি], সা চ অহমেবাস্মি, তথাপি তত্র রেবারোধসি (রেবানদীতটে) বেতসীতরুতলে (বেতসীকণ্টক-বেষ্টিতে নির্জ্জন-সুশীতলপ্রদেশে) সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ (নায়কসঙ্গাকাঙ্ক্ষায়াং যত্র পূর্ব্বসঙ্গমো জাতস্তত্রৈব) চেতঃ (মনঃ) সমুৎকণ্ঠতে (বিহর্ত্তুং উৎসহতে)।

"মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে ।
মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে ??" ৬৯ ॥
এত বলি' তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া ।
স্বরূপ-গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লঞা ॥ ৭০ ॥

স্বরূপকে শ্রীরূপকৃত-শ্লোক প্রদর্শন ও জিজ্ঞাসা ঃ—

স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে ।
"মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ??" ৭১ ॥
স্বরূপ কহে,—"যাতে জানিল তোমার মন ।
তাতে জানি,—হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥" ৭২ ॥
প্রভু কহে,—"তারে আমি সন্তুষ্ট হঞা ।
আলিঙ্গন কৈলুঁ সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৭৩ ॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে ।
তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে ॥" ৭৪ ॥
এসব কহিব আগে বিস্তার করিঞা ।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ॥ ৭৫ ॥

পদ্যাবলীতে শ্রীরূপকৃত শ্লোক (৩৮৭)—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা ; আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও তাই বটে ; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দী-পুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

অনুভাষ্য

৭৫-৮৪। মধ্য, ১৩ পঃ ১২১-১৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৬। হে সহচরি (সখি,) সঃ (মম কান্তঃ) অয়ং প্রিয়ঃ (প্রাণারামঃ) কৃষ্ণঃ কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ (কুরুক্ষেত্রে প্রাপ্তঃ) তথা সা রাধা অহং উভয়োঃ তৎ ইদং সঙ্গমসুখং (মিথো মিলনেন যদ্যপি সুখং জাতং) ; তথাপি অন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে (অন্তঃ হৃদয়াভ্যন্তরে বৃন্দাবিপিনমধ্যে বা খেলন্ ক্রীড়ন্ মধুরো যঃ বংশ্যাঃ পঞ্চমো রাগঃ তং জুষতে সেবতে তস্মৈ) কালিন্দী-পুলিনবিপিনায় (কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ পুলিনং তটস্থলং তস্মিন্ যৎ বিপিনং তরু-সমাকীর্ণং নির্জ্জনং কাননং তস্মৈ বংশীনিনাদ-পূর্ণযামুনতটান্তস্থ-বৃন্দাবনায়) মে (মম) মনঃ স্পৃহয়তি (গমনায় সমুৎকণ্ঠিতো ভবতি)।

শ্লোকে জগন্নাথ-দর্শনে প্রভুর ভাব ব্যক্ত ঃ—

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন, ভক্তগণ ।
জগন্নাথ দেখি' যৈছে প্রভুর ভাবন ॥ ৭৭ ॥

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে রাধিকার ভাব ঃ—

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন ।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন ॥ ৭৮ ॥

বিধিধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করাইয়া ব্রজে দীনা গোপীগণ-মধ্যে কৃষ্ণকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা ঃ—

রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য গহন ।
কাহাঁ গোপবেশ, কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥ ৭৯ ॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ,সেই বৃন্দাবন ।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণকে স্বগৃহে পাইতে আকাঙ্ক্ষা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৮১ ॥

দীর্ঘ বিরহান্তে মিলনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে ।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। গোপীগণ বলিলেন,—হে কমলনাভ, সংসার-কূপে পতিত-জনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক্। কোন কোন পাঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কঃ, ৮৩ অঃ, ২য় শ্লোক)

"ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ।
প্রত্যুচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ।।"

অনুভাষ্য

৮১। স্যমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণপ্রমুখ বৃষ্ণিগণের সহিত গোপগোপীগণের মিলনের পর কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের উক্তি,—

গোপ্যঃ আহুঃ—হে নলিননাভ (পদ্মনাভ), অগাধবোধৈঃ (বুদ্ধৈঃ পারঙ্গতৈঃ) যোগেশ্বরৈঃ (বিষয়নিবৃত্তৈঃ) হৃদি (মনসি) বিচিন্ত্যং (সর্ব্বতোভাবেন চিন্তনীয়ং) সংসারকূপপতিতোত্তরণা-বলম্বং (সংসার এব কূপঃ তস্মিন্ পতিতাঃ যে তেষাং উত্তরণায় উদ্ধারায় অবলম্বম্ আশ্রয়রূপং বিষয়রতানাং মুক্ত্যুপায়রূপং)

ভাগবতের শ্লোকার্থ বিচার করিঞা ।
রূপ-গোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইঞা ॥ ৮৩ ॥

বিরহহেতু চিরমধুর-স্মৃতিময় মিলনের আকাঙ্ক্ষা ঃ—

ললিতমাধব (১০।৩৮)—

যা তে লীলারসপরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণুর্বিহারম্ ॥ ৮৪ ॥

বিরহহেতু জগন্নাথকে ব্রজে লইতে আগ্রহ ঃ—

এইরূপ মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথে ।
সুভদ্রা-সহিত দেখে, বংশী নাহি হাতে ॥ ৮৫ ॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কাহাঁ পাব, এই বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥ ৮৬ ॥

উদ্ধবদর্শনে রাধিকার ভাবময় প্রভু ঃ—

রাধিকা-উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে ।
উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে ॥ ৮৭ ॥

শেষ ১২ বৎসর প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল ।
এই মত শেষলীলার বিধান করিল ॥ ৮৮ ॥

প্রভুর অসীম লীলা ঃ—

সন্ন্যাস করি' চব্বিশ বৎসর কৈলা যে যে কর্ম্ম ।
অনন্ত, অপার—তার কে জানিবে মর্ম্ম ॥ ৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। হে কৃষ্ণ, তোমার যে লীলা-রস-গন্ধ-বিস্তারী বনসমূহ-দ্বারা ব্যাপ্ত, মাথুরমণ্ডলীয় মাধুরীদ্বারা পরিবৃত এবং ভাবদ্বারা মুগ্ধমন গোপীগণ যে আমরা, আমাদের কর্তৃক পরিসেবিত ধন্য বৃন্দাবনভূমি বিলাস করিতেছেন। বংশীবদন, (তথায়) তুমি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই লীলা-বিহার কর।

৮৭। উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ—নানাপ্রকার বিবশ চেষ্টা হইতে যে প্রলাপাদির উদয় হয়।

অনুভাষ্য

তে (তব) পদারবিন্দং (চরণকমলং) গেহং (গোপভবনং বৃন্দাবনং) জুষাং (সেবমানানাং সহজগৃহধর্ম্মনিরতানাং গোপীনাং) অপি নঃ (অস্মাকং) মনসি সদা উদিয়াৎ। [সাংসারিকবিষয়-রসাবিষ্টানাং উদ্ধরণসমর্থং বিষয়রহিতানাং যোগীনাং চ ধ্যান-বিষয়াত্মকং তব পদকমলং, কিন্তু অস্মাকং সহজগৃহধর্ম্মপরাণাং তব বিরহসিন্ধুনিমগ্নানাং নোদ্ধর্ত্তুং শক্নুয়াৎ, যতঃ বয়ং ন ধ্যান-পরা যোগিনঃ, ন চ পতিপুত্রাদিকথারতাঃ কৃপণাঃ সংসারিণঃ]।

৮২। গোপীগণ বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবাপরা। তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বা অন্য তাদৃশ মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া সেবাপরা নহেন ; সুতরাং কুরুক্ষেত্রের হাতী, ঘোড়া ও রাজবেশে তাঁহাদের কখনই রুচি নাই। যেরূপ গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ গোপীদিগের নির্ম্মল প্রেম-ভাবেই আবদ্ধ, গোপীগণও তাদৃশ গোপীজনবল্লভেরই নিত্যা সেবিকা। দুর্ব্বোধবৈভব-পতিকে বিষয়নিবৃত্ত তদেকচিত্ত যোগিগণ যেরূপ ধ্যানের দ্বারা অনুশীলন করেন, অথবা বিষয়প্রবৃত্তগণ বিষয়সমৃদ্ধির জন্য নিজদেহপুত্রকলত্রাদির ঐহিক মঙ্গল বা নিজের ভবসংসার হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশে হরিপদাশ্রয় করেন, গোপীগণের তাদৃশ ধ্যানপরা চেষ্টা বা সৎকর্ম্মনিপুণতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শুদ্ধসেবায় নিরতা। নীরস-শুষ্কতর্কবিচার বা প্রাকৃত রসের রাহিত্য বা সাহিত্য উভয় ত্যাগ করিয়া গোপীগণ, তাঁহাদের নিজস্ব বল্লভ অন্যের কার্য্যে ব্যস্ত বা মর্য্যাদাবান্ হইয়া স্থানান্তরে অবস্থিত হউন, এরূপ চা'ন না। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপনপূর্ব্বক গোপীগণ কায়মনোবাক্যে কেবল কৃষ্ণসেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধনেই সুখলাভ করেন।

৮৪। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে অভীষ্টবর প্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীমতীর উক্তি,—

লীলারসপরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরীতা (লীলারস-সুরভি-নিঃসারিণী যা বন্যা বনসমূহতয়া পরীতা ব্যাপ্তা), মাথুরী (মথুরা-সম্বন্ধিনী) মাধুরীভিঃ (সৌন্দর্য্যৈঃ) বৃতা (আবৃতা) ধন্যা (প্রশংসনীয়া), যা তে (তব) ক্ষৌণী (ব্রজভূমিঃ) বিলসতি, তত্র (ব্রজপূর্য্যাং) চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ (চটুলাঃ চঞ্চলাঃ পশুপীভাবেন গোপীভাবেন মুগ্ধান্তঃকরণং যাসাং তাভিঃ) অস্মাভিঃ (গোপীভিঃ) সংবীতঃ (সম্মিলিতঃ) বদনোল্লাসিবেণুঃ (বদনাৎ উল্লসিতুং শীলমস্য ইতি উল্লাসী বংশী যস্য তথাভূতঃ সন্, স্মিতবদনোত্থ-গোপ্যুন্মাদিমুরলীনিনাদকারী) ত্বং বিহারং কলয় (কুরু)।

৮৭। উন্মাদ—উদঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদিযুক্ত দিব্যোন্মাদ। উজ্জ্বলনীলমণৌ,—"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।। উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র-জল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ।" অধিরূঢ়-মহাভাবে মোদন এবং মাদন,—দুইপ্রকার ভেদ। মোদনভাব প্রবিশ্লেষ-দশায় 'মোহন' নামে প্রসিদ্ধ। মোহনে বিচ্ছেদ-জন্য বিবশতা-ক্রমে সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সুষ্ঠুরূপে প্রদীপ্ত হয়। "কামপি নির্ব্বক্তুমশক্যাং গতিং বৃত্তিমুপেয়ুষঃ প্রাপ্তস্য কাপ্যদ্ভুতা বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ।" কোন

গ্রন্থকারের দিগ্‌দর্শন ঃ—

উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌-দরশন।
মুখ্য-মুখ্য-লীলার করি সূত্র গণন ॥ ৯০ ॥

আদৌ প্রভুর সন্ন্যাস, পরে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাসকরণ।
সন্ন্যাস করি' চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৯১ ॥

তিনদিন রাঢ়ে ভ্রমণ ঃ—

প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৯২ ॥

নিত্যানন্দের চাতুর্য্যে প্রভুর নবদ্বীপে আগমন ঃ—

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা গেলা 'যমুনা' বলিয়া ॥ ৯৩ ॥

শান্তিপুরের অদ্বৈতগৃহে ভিক্ষা ও কীর্ত্তন ঃ—

শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহাঁ, রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৪ ॥

শচী ও ভক্তগণসহ মিলন, পুরীতে গমন ঃ—

মাতা ভক্তগণের তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধান করি' কৈল নীলাদ্রিগমন ॥ ৯৫ ॥

পুরীপথে রেমুণায় মাধবেন্দ্রপুরীর বৃত্তান্ত ও গোপীনাথ-দর্শন ঃ—

পথে নানা লীলা, সব দেব-দরশন।
মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন ॥ ৯৬ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত ও প্রভুর দণ্ডভঙ্গ ঃ—

ক্ষীর-চুরি-কথা, সাক্ষিগোপাল-বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন ॥ ৯৭ ॥

একাকী জগন্নাথ-দর্শন-মূর্চ্ছা ঃ—

ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥ ৯৮ ॥

সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুকে আনয়ন ও মূর্চ্ছাভঙ্গ ঃ—

সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু হইল চেতন ॥ ৯৯ ॥

পরে নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণসহ মিলন ঃ—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।
পাছে আসি' মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥ ১০০ ॥

সার্ব্বভৌমকে কৃপা ও ষড়্‌ভুজ-প্রদর্শন ঃ—

তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন-ঈশ্বরমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। প্রথমভিক্ষা—সন্ন্যাসের কয়েকদিন ভ্রমণ করিয়া অদ্বৈত-প্রভুর ঘরে প্রথম অন্নভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

অনুভাষ্য

অনির্ব্বচনীয়া বৃত্তিলব্ধ মোহনের ভ্রমতুল্য বিচিত্রতাপূর্ণ অবস্থাকে 'দিব্যোন্মাদ' বলে। উহার উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি নানা ভেদ আছে।

উদ্‌ঘূর্ণা—নানা বৈবশ্যচেষ্টাযুক্ত বিলক্ষণ-ভাব। "স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতম্‌। যথা,—শয্যাং কুঞ্জগৃহে ক্বচিদ্বিতনুতে সা বাসসজ্জায়িতা নীলাভ্রং ধৃতখণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী ক্বচিত্তর্জতি। আঘূর্ণত্যভিসারসম্ভ্রমবতী ধ্বান্তে ক্বচিদ্দারুণে রাধা তে বিরহোদ্ভ্রমপ্রমথিতা ধত্তে ন কাং বা দশাম্‌।।" উদ্ধব কৃষ্ণকে কহিলেন,—রাধা তোমার বিরহোদ্ভ্রমে প্রমথিত হইয়া কখন কুঞ্জগৃহে বাসকসজ্জা রচনা করিতেছেন, কখনও বা খণ্ডিতা হইয়া নীলমেঘকে তর্জ্জন করেন, কখনও বা অভিসারিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন, কোন্‌ দশাই বা প্রাপ্ত না হইতেছেন?

৯১। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস কর্ম্মিগণের বা জ্ঞানিগণের ন্যায় নহে। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনলীলা প্রদর্শন করেন। প্রাকৃত ভোগবিচার-রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনই অবৈষ্ণবতা হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ। "অনাসক্তস্য

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিষয়ান্‌ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।" জ্ঞানি-সন্ন্যাসী হরিসেবাবিমুখ হইয়া—অপ্রাকৃত তত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া হরিসম্বন্ধিবস্তুকে প্রাপঞ্চিক মনে করেন।

৯১-৯৫। মধ্য, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯৬। শ্রীমাধবপুরী-শব্দে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। শ্রীবল্লবভট্ট শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিশাখায় শ্রীমঙ্গলভাষ্যলেখক শ্রীমাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডগ্রহণ করেন। শ্রীমাধবাচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

৯৬-৯৭। মধ্য, ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯৭। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ—শ্রীপাট রেমুণায় (বি, এন, আর, লাইনে বালেশ্বর-ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে) বিরাজিত। বর্ত্তমান মন্দিরের সেবায়েত শ্যামসুন্দর অধিকারী—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর অধস্তন শ্রীল রসিকানন্দ মুরারির শ্রীপাট মেদিনীপুর জেলার প্রান্তদেশস্থিত গোপীবল্লভপুরের শিষ্য।

সাক্ষিগোপাল—বি, এন, আর, লাইনে পুরীপথে ঐ নামে ষ্টেশন হইতে অল্পদূরেই 'সত্যবাদী'-নামক গ্রামে শ্রীমন্দির অবস্থিত। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে কটক-সহরে সাক্ষিগোপালের মন্দির ছিল (মধ্য, ৫ম পঃ ৮ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১০১। মধ্য ষষ্ঠ পঃ ২০১-২০৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর দাক্ষিণাত্যে গমন ও কূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগী বিপ্রের উদ্ধার ঃ—

তবে ত' করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন ।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১০২ ॥

জিয়ড়-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন ।
পথে-পথে গ্রামে-গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন ॥ ১০৩ ॥

বিদ্যানগরে গোদাবরীতটে রায়-রামানন্দসহ মিলন ঃ—

গোদাবরীতীর-বনে বৃন্দাবন-ভ্রম ।
রামানন্দ রায় সহ তাহাঞি মিলন ॥ ১০৪ ॥

তিরুমলয় তিরুপতি-দর্শন ঃ—

ত্রিমল্ল-ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন ।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥ ১০৫ ॥

পাষণ্ডী বৌদ্ধ-উদ্ধার ও অহোবল-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

তবে ত' পাষণ্ডিগণে করিল দলন ।
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥ ১০৬ ॥

শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন ঃ—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর ।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥ ১০৭ ॥

তিরুমলয় ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস ।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস ॥ ১০৮ ॥

তিরুমলয় ভট্ট—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ঃ—

'শ্রীবৈষ্ণব' ত্রিমল্লভট্ট—পরম পণ্ডিত ।
গোসাঞির পাণ্ডিত্য-প্রেমে হইলা বিস্মিত ॥১০৯॥
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে ।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১১০ ॥

শ্রীরঙ্গের দক্ষিণে পরমানন্দপুরীসহ মিলন ঃ—

চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ গমন ।
পরমানন্দপুরী সহ তাহাঞি মিলন ॥ ১১১ ॥

সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে নিস্তার, রামসেবককে কৃষ্ণনামে প্রবর্ত্তন ঃ—

তবে ভট্টথারি হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য

১০২। মধ্য ৭ম পঃ ১১৩ সংখ্যার অনুভাষ্যে কূর্ম্মস্থান ও শ্রীনরহরি (নৃহরি) তীর্থের সময়ে ১২০৩ শকাব্দার প্রস্তর-ফলক-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

১০৩। মধ্য ৮ম পঃ ৩য় সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১০৪। মধ্য ৮ম পঃ ১১ ও ১৪-২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৫। ত্রিমল্ল (তিরুমলয়)—তাঞ্জোর জিলায় অবস্থিত (মধ্য ৯ম পঃ ৭১ সংখ্যা)। ত্রিপদী (তিরুপতি, পদি বা তিরু-পাট্টুর)—(উত্তর আর্কটে) ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত, তথায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। ঐ ব্যেঙ্কটাচলের উপরে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবালা-জীর মন্দির (মধ্য, ৯ম পঃ ৬৪ সংখ্যা)।

১০৬। পাষণ্ডিদলন—মধ্য, ৯ম পঃ ৪২-৬২ সংখ্যা।

অহোবল—নামান্তর, 'অহোবিলম্'-মন্দির—দাক্ষিণাত্যে কর্ণুল-জেলায় সার্ব্বেল-তালুকের অন্তর্গত। সমগ্র জিলায় এই নৃসিংহদেবের মন্দিরটীই বিখ্যাত। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নয়টী বিষ্ণুবিগ্রহযুক্ত মন্দির মিলিয়া 'নবনৃসিংহমন্দির'-নামে কথিত। প্রধান মন্দিরটী ৬৪টী স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত ; ঐ স্তম্ভসমূহের প্রত্যেকটী আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভে খোদিত। মন্দিরের সম্মুখে তিন ফিট ব্যাসবিশিষ্ট ও প্রচুর স্থাপত্য-কারুকার্য্যের নিদর্শনরূপে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভযুক্ত একটী অসম্পূর্ণ কিন্তু অতি বিচিত্র মণ্ডপ বিদ্যমান (কর্ণুল ম্যানুয়েল)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। চাতুর্ম্মাস্য—আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বাদশী হইতে কার্ত্তিক-মাসের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত।

১১২। রামজপী—যে বিপ্র রাম-নাম জপ করিতেছিল।

অনুভাষ্য

১০৭। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—মধ্য ৯ম পঃ ৭৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১০৮-১০৯। ত্রিমল্লভট্ট—তামিলপ্রদেশের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গম্ ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণের 'তিরুমলয়' বা 'ব্যেঙ্কট' নাম রাখিবার রীতি নাই ; বিশেষতঃ তিরুমলয় বা ব্যেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতি বড়্গলই অর্থাৎ উত্তর-প্রদেশবাসী আন্ধ্রদেশীয় বৈষ্ণব এবং শ্রীরঙ্গম্‌বাসিগণ তেঙ্গলই বা দক্ষিণ-প্রদেশবাসী বৈষ্ণব। মধ্য, ৯ম পঃ ৮২ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১১০। শ্রীবৈষ্ণবগৃহে প্রভুর চাতুর্ম্মাস্য-যাপন—মধ্য, ৯ম পঃ ৮৪-১৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১১। তাহাঞি—ঋষভ পর্ব্বতে (মধ্য, ৯ম পঃ ১৬৭-১৭৩ সংখ্যা ও ১৬৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১১২। ভট্টথারি—ইহাই প্রকৃত শব্দ। মালাবার-প্রদেশে শুচি-অভিমানী প্রচুর নম্বুদ্রি-ব্রাহ্মণগণের বাস। এই ভট্টথারিগণ তাহাদের পৌরোহিত্য করেন। ইঁহাদের মারণ-উচাটন-বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক যাগ-যজ্ঞের পারদর্শিতা বিখ্যাত। প্রভুর সঙ্গী চঞ্চলচিত্ত তরলমতি কৃষ্ণদাস-বিপ্র ইহাদেরই কবলে পড়িয়া

শ্রীরঙ্গপুরীসহ মিলন, রাবণের মায়াসীতা-হরণ-তথ্য-
বর্ণনাদ্বারা রামদাস বিপ্রকে সান্ত্বনা ঃ—

শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাহাঞি মিলন ।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখবিমোচন ॥ ১১৩ ॥

তত্ত্ববাদী মাধ্বমঠাধীশ-সহ বিচার ঃ—

তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার ।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তাঁ-সবার ॥ ১১৪ ॥

বিষ্ণুবিগ্রহ-দর্শন ঃ—

অনন্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দ্দন ।
পদ্মনাভ, বাসুদেব কৈল দরশন ॥ ১১৫ ॥

সপ্ততাল-মোচন, রামেশ্বরে সেতুবন্ধতীর্থে স্নান ঃ—

তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল-বিমোচন ।
সেতুবন্ধে স্নান, রামেশ্বর-দরশন ॥ ১১৬ ॥

রামেশ্বরতীর্থ হইতে কূর্ম্মপুরাণ লইয়া রামদাস-
বিপ্রের দুঃখমোচন ঃ—

তাহাঞি করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ ।
মায়াসীতা নিলেক রাবণ, তাহাতে লিখন ॥ ১১৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন ।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ১১৮ ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি' নিল ।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥ ১১৯ ॥

'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কর্ণামৃত' গ্রন্থদ্বয় আনয়ন ঃ—

ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত, দুই পুঁথি পাঞা ।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা ॥ ১২০ ॥

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও স্নানযাত্রা-দর্শন ঃ—

পুনরপি নীলাচলে গমন করিল ।
ভক্তগণে মেলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥ ১২১ ॥

অনবসরে আলালনাথে গমন ও অবস্থান ঃ—

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন ।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন ॥ ১২২ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন-শ্রবণ ঃ—

ভক্তসনে দিন কত তাহাঞি রহিল ।
গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল ॥ ১২৩ ॥

প্রভুকে পুরীতে আনয়ন ঃ—

নিত্যানন্দ-সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিঞা ।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইঞা ॥ ১২৪ ॥

প্রভুর অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহ ঃ—

বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রি-দিনে ।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥ ১২৫ ॥
সবে মিলি' যুক্তি করি' কীর্ত্তন আরম্ভিল ।
কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল ॥ ১২৬ ॥

অনুভাষ্য

জীবের একমাত্র ধর্ম্ম মহাপ্রভুর সর্ব্বোত্তমোত্তম দাস্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। দীনতারণ প্রভু কেশে ধরিয়া তাহাকে মায়ার দাস্য হইতে উদ্ধার করিয়া 'অহৈতুকী-কৃপাসিন্ধু' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। ভট্টথারি-শব্দই লিপিকার-প্রমাদে বঙ্গীয় পাঠসমূহে "ভট্টমারি" হইয়া গিয়াছে।

ভট্টথারি হইতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার—মধ্য ৯ম পঃ ২২৬-২৩৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। রামসেবক বিপ্রকে কৃপা—মধ্য, ৯ম পঃ ১৮০-১৯৭, ২০১-২১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। তত্ত্ববাদীর গর্ব্বনাশ—মধ্য, ৯ম পঃ ২৪৫-২৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এই তত্ত্ববাদাচার্য্যের নাম উত্তররাঢ়ী-মঠাধীশ শ্রীরঘুবর্য্য-তীর্থ-মধ্বাচার্য্য।

১১৫। 'অনন্ত-পদ্মনাভ'—ত্রিবান্দ্রম-জেলার স্বনাম-প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-মন্দির।

'শ্রীজনার্দ্দন'—ত্রিবান্দ্রম-জেলার ২৬ মাইল উত্তরে বর্কালা-ষ্টেশনের নিকট বিষ্ণুমন্দির।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২২। অনবসর—স্নানযাত্রার পর 'নবযৌবন'-দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কয়েকদিবস জগন্নাথের দর্শন হয় না। সেই সময়কে 'অনবসর' বলে।

অনুভাষ্য

১১৬। সপ্ততাল-বিমোচন—মধ্য, ৯ম পঃ ৩১১-৩১৫ সংখ্যার এবং সেতুবন্ধ ও রামেশ্বর—মধ্য, ৯ম পঃ ২০০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১১৭-১১৯। রামদাস বিপ্রকে কূর্ম্মপুরাণ-পুরাণপত্রার্পণ—মধ্য, ৯ম পঃ ২০১-২১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২০। ব্রহ্মসংহিতা—মধ্য, ৯ম পঃ ২৩৭-২৪১ সংখ্যা ও অনুভাষ্য এবং কর্ণামৃত—মধ্য, ৯ম পঃ ৩০৫-৩০৯, ৩২৩-৩২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২২। আলালনাথ—অপর নাম 'ব্রহ্মগিরি'—পুরী হইতে বালুকাময় পথে প্রায় ১৪ মাইল অতিক্রম করিলে শ্রীমন্দির। অধুনা এখানে একটী থানা ও ডাকঘর বর্ত্তমান (মধ্য, ৭ম পঃ ৫৯ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১২১-১৩০। মধ্য দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রায়ের পুরীতে আসিয়া প্রভুসহ কৃষ্ণকথালোচনা ঃ—

পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা ।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১২৭ ॥
রাজ-আজ্ঞা লঞা তেঁহো আইলা কত দিনে ।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে ॥ ১২৮ ॥

কাশী ও প্রদ্যুম্ন মিশ্র এবং পরমানন্দ পুরী, গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের সহ মিলন ঃ—

কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি-মিলন ।
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন ॥ ১২৯ ॥

শ্রীস্বরূপদামোদর ও শিখি-মাহিতিসহ মিলন ঃ—

দামোদর স্বরূপ-মিলনে পরম আনন্দ ।
শিখিমাহিতি-মিলন, রায় ভবানন্দ ॥ ১৩০ ॥

গৌড় হইতে আগত কুলীনগ্রামবাসীর সহ মিলন ঃ—

গৌড় হইতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন ।
কুলীনগ্রামবাসি-সঙ্গে প্রথম মিলন ॥ ১৩১ ॥

খণ্ডবাসী ও শিবানন্দসহ মিলন ঃ—

নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী ।
শিবানন্দ-সঙ্গে মিলিলা সবে আসি' ॥ ১৩২ ॥

ভক্তগণ-সহ স্নানযাত্রা-দর্শন ও গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

স্নানযাত্রা দেখি' প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ ।
সব লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ॥ ১৩৩ ॥

রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন ঃ—

সবা-সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন ।
রথ-অগ্রে নৃত্য করি' উদ্যানে গমন ॥ ১৩৪ ॥

প্রতাপরুদ্রকে কৃপা ও প্রতিবর্ষে গৌড়ীয়-ভক্তগণকে আমন্ত্রণ ঃ—

প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে ।
গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥ ১৩৫ ॥
'প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা-দরশনে ।'
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥ ১৩৬ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুকে ভিক্ষা-দান ; জামাতা অমোঘের অপরাধ ও উদ্ধার ঃ—

সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা-পরিপাটী ।
ষাঠীর মাতা কহে, যাতে রাণ্ডী হউক্ ষাঠী ॥১৩৭॥

পরবর্ষে অদ্বৈতাদি ভক্তের গৌড় হইতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন ।
প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সকলের ব্যবস্থা-সম্পাদন ঃ—

আনন্দে সবারে নিয়া দেন বাসস্থান ।
শিবানন্দসেন করে সবার পালন ॥ ১৩৯ ॥

শিবানন্দের কুকুরের প্রভুপদ-দর্শনান্তে অন্তর্দ্ধান ঃ—

শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্ ।
প্রভুর চরণ দেখি' কৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ১৪০ ॥

পুরীপথে সার্ব্বভৌমের কাশীগমন-পথে মিলন ঃ—

পথে সার্ব্বভৌম-সহ সবার মিলন ।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥ ১৪১ ॥

ভক্তগণসহ জলক্রীড়া ঃ—

প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া ।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ॥ ১৪২ ॥

রথাগ্রে নৃত্য ও গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-গৃহ-সংমার্জ্জন ।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ১৪৩ ॥

বিপ্রলম্ভ-ভাবময় প্রভুর বিলাস ঃ—

উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস ।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৪ ॥

নৃত্যান্তে জলকেলি ও হেরাপঞ্চমী ঃ—

গুণ্ডিচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি ।
হেরা-পঞ্চমী দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥ ১৪৫ ॥

জন্মাষ্টমীতে গোপলীলা ঃ—

কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল ।
দধিভার বহি' তবে লগুড় ফিরাইল ॥ ১৪৬ ॥

গৌড়ীয়গণকে বিদায়দান ঃ—

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায় ॥ ১৪৭ ॥

বৃন্দাবন-উদ্দেশে গৌড়ে গমনকালে প্রতাপরুদ্রের প্রভুসেবা ঃ—

বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন ।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥ ১৪৮ ॥

অনুভাষ্য

১৩১-১৩২। মধ্য একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩৩। মধ্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩৪-১৩৫। মধ্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রথাগ্রে নর্ত্তন, চতুর্দ্দশে উদ্যান-গমন ও প্রতাপরুদ্রে কৃপা বর্ণিত আছে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৪। উপবন—যে পথ দিয়া রথ গুণ্ডিচাবাড়ী যায়, তাহার নাম বড়দাঁড় ; তাহার দুইপার্শ্বে যে-সকল উদ্যান, তাহাকে 'উপবন' বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

১৩৭। মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে রায়ের ভদ্রক পর্য্যন্ত আগমন ঃ—

পুরীগোসাঞি-সঙ্গে বস্ত্রপ্রদান-প্রসঙ্গ ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত ॥ ১৪৯ ॥

গৌড়ে বিদ্যানগরে আগমন ঃ—

আসি' বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা ।
প্রভুরে দেখিতে লোকসংঘট্ট হইলা ॥ ১৫০ ॥

কুলিয়ায় আগমন ঃ—

পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম ।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া-গ্রাম ॥ ১৫১ ॥

প্রভুদর্শনে লোক-সংঘট্ট ঃ—

কুলিয়া-গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন ।
কোটি কোটি লোক আসি' কৈল দরশন ॥ ১৫২ ॥

কুলিয়ায় দেবানন্দ ও চাপাল-গোপালের অপরাধ-ভঞ্জন ঃ—

কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ ।
গোপাল-বিপ্রেরে ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ ॥ ১৫৩ ॥
পাষণ্ডী নিন্দক আসি' পড়িলা চরণে ।
অপরাধ ক্ষমি' তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর ব্রজযাত্রা-শ্রবণে নৃসিংহানন্দ-কর্ত্তৃক ধ্যানে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত পথ-সজ্জা ও রত্নদ্বারা বন্ধন ঃ—

বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি' নৃসিংহানন্দ ।
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ ॥ ১৫৫ ॥
কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল ।
নিবৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল ॥ ১৫৬ ॥
পথে দুইদিকে পুষ্পবকুলের শ্রেণী ।
মধ্যে মধ্যে দুইপাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥ ১৫৭ ॥
রত্নবন্ধ-ঘাট, তাহে প্রফুল্ল কমল ।
নানা পক্ষি-কোলাহল, সুধা-সম জল ॥ ১৫৮ ॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা ।
'কানাইর নাটশালা' পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিঞা ॥ ১৫৯ ॥
আগে মন নাহি চলে, না পারে বান্ধিতে ।
পথবান্ধা না যায়, নৃসিংহ হৈলা বিস্মিতে ॥ ১৬০ ॥

নৃসিংহানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

নিশ্চয় করিয়া কহে,—"শুন, ভক্তগণ ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১৬১ ॥
'কানাঞির নাটশালা' হৈতে আসিব ফিরিঞা ।
জানিবে পশ্চাৎ, কহিলু নিশ্চয় করিঞা ॥" ১৬২ ॥

প্রভুর কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন ।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥ ১৬৩ ॥

প্রভুদর্শনার্থে অসংখ্য লোক-সংঘট্ট ঃ—

যাঁহা যায় প্রভু, তাঁহা কোটিসংখ্য লোক ।
দেখিতে আইসে, দেখি' খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। বৃন্দাবন যাইবার সময় গৌড়মণ্ডলে আসিয়া বিশারদের পুত্র অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অর্থাৎ বিদ্যানগরে প্রভু রহিলেন।

১৫১। বিদ্যানগরে পাঁচদিন থাকিয়া অনেক লোক-সমারোহ দৃষ্টিপূর্ব্বক প্রভু রাত্রিযোগে কুলিয়া-গ্রামে আসিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে, তৃতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে,—

"গঙ্গা প্রতি মহা-অনুরাগ বাড়াইয়া। অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া।। সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা 'বিদ্যা-বাচস্পতি' নাম। ** আচম্বিতে আসি' উত্তরিলা তার ঘর।। নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি। বাচস্পতি ঘরে আইলেন ন্যাসিমণি।। কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। ** সবে গঙ্গা-মধ্যে নদীয়ায়-কুলিয়ায়। শুনি মাত্র সর্ব্বলোক মহানন্দে ধায়।।"

চৈতন্যভাগবতের এই অধ্যায়টী লোচনদাসের বর্ণনের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বর্ত্তমান 'নবদ্বীপ' বলিয়া যেস্থানটী পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপরপারস্থ তৎকালের কুলিয়া-গ্রাম। সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল-চাপাল এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল। তখন বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া আসিতে গঙ্গার একধারা পার হইতে হইত এবং কুলিয়া হইতে নবদ্বীপ যাইতে মূল ভাগীরথী পার হইতে হইত। অদ্যাপি ঐ সকল স্থান দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, তখনকার কুলিয়া-গ্রামে 'চিনাডাঙ্গা' প্রভৃতি পল্লী এবং 'কুলিয়ার গঞ্জ' যাহাকে এখন 'কোলের গঞ্জ' বলে, সেই সমস্ত ভূমি তখনকার কুলিয়ার অবশেষাংশরূপে আছে।

১৬০-১৬২। যে-সময়ে মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন যাইবেন—এরূপ কথা হইল, তৎকালে তদীয় পরমভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ ধ্যানে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী 'কানাই-নাটশালা' পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইলে, তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া ধ্যানভঙ্গ হইল, তাহাতে নৃসিংহানন্দ কহিলেন,—এবার মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন মাত্র, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না।

অনুভাষ্য

১৫৩। চাপাল-গোপালের উদ্ধার—আদি ১৭শ পঃ ৫৫-৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬২। কানাইর নাটশালা—কলিকাতা হইতে ২০২ মাইল

যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে ।
সে মৃত্তিকা লয় লোক, গর্ত্ত হয় পথে ॥ ১৬৫ ॥

রামকেলিতে আগমন ঃ—

ঐছে চলি' আইলা প্রভু 'রামকেলি' গ্রাম ।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥ ১৬৬ ॥
যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥ ১৬৭ ॥

বাদশাহের কর্ম্মচারীকে প্রভুর যথেচ্ছগমনে বাধা-দানে নিষেধাজ্ঞা-দান ঃ—

গৌড়াধ্যক্ষ যবন-রাজা প্রভাব শুনিঞা ।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হঞা ॥ ১৬৮ ॥
"বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয় ।
সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৬৯ ॥
কাজী, যবন ইহার না করিহ হিংসন ।
আপন-ইচ্ছায় বুলুন, যাহাঁ উঁহার মন ॥" ১৭০ ॥

ক্ষত্রিয় কেশবের প্রভুর শুভবাঞ্ছা ও তদনুসারে বাদশাহকে প্রবোধন ঃ—

কেশব-ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল ।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥ ১৭১ ॥
"ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন ।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ॥ ১৭২ ॥
যবনে তোমার ঠাঞি করয়ে লাগানি ।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আর হানি ॥" ১৭৩ ॥

গুপ্তচরদ্বারা প্রভুকে স্থানান্তরগমনে আদেশ ঃ—

রাজারে প্রবোধি' কেশব, ব্রাহ্মণ পাঠাঞা ।
চলিবার তরে প্রভুকে কহিল যাঞা ॥ ১৭৪ ॥

শ্রীরূপকে প্রভুর বিষয়ে বাদসাহের জিজ্ঞাসা ঃ—

দবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে ।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিল কহিতে ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীরূপের প্রভু-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

"যে তোমারে রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাঞা ।
তোমার দেশে, তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা ॥১৭৬॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্যসিদ্ধ হয় ।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেই জয় ॥ ১৭৭ ॥

বাদসাহকে প্রশংসা ঃ—

মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন-মন ।
তুমি নরাধিপ হও, বিষ্ণু-অংশ সম ॥ ১৭৮ ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান ।
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত' প্রমাণ ॥" ১৭৯ ॥

প্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া বাদসাহের জ্ঞান ঃ—

রাজা কহে,—"শুন, মোর মনে যেই লয় ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহ, নাহিক সংশয় ॥" ১৮০ ॥
এত কহি' রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে ।
তরে দবির খাস আইলা আপনার ঘরে ॥ ১৮১ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনের পরামর্শ ঃ—

ঘরে আসি' দুই ভাই যুকতি করিঞা ।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাঞা ॥ ১৮২ ॥

উভয়ের প্রভুদর্শনে গমন ও নিতাই-হরিদাস-সহ সর্ব্বাগ্রে মিলন ঃ—

অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে ।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস-সনে ॥ ১৮৩ ॥
তাঁরা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে ।
রূপ, সাকরমল্লিক আইলা তোমা' দেখিবারে ॥ ১৮৪ ॥

উভয়ের দৈন্যজ্ঞাপন ঃ—

দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিঞা ।
গলে বস্ত্র বান্ধি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৮৫ ॥
দৈন্য রোদন করে, আনন্দে বিহ্বল ।
প্রভু কহে,—উঠ, উঠ, হইল মঙ্গল ॥ ১৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। রামকেলিগ্রাম—গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলিগ্রাম, তথায় শ্রীরূপ-সনাতনের তৎকালীন বাসস্থান ছিল।

১৬৮। গৌড়াধ্যক্ষ যবনরাজা—হুসেনসাহা বাদসাহ।

১৭১। ক্ষত্রিয় কেশব মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত ছিল, পাছে বাদসাহ অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার সহ শত্রুতা আরম্ভ করে,—এই আশঙ্কায় বাদসাহের কথা বাড়িতে দিল না।

১৭৪। রাজাকে সেইরূপ প্রবোধ দিয়া সৈনিক কর্ম্মচারী কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া প্রভুকে স্থান ছাড়িবার জন্য অনুরোধ করিল।

১৭৫। দবিরখাস—শ্রীরূপের তাৎকালীন যবনরাজ-প্রদত্ত নাম।

১৮৪। সাকরমল্লিক—শ্রীরূপের নাম 'দবিরখাস' যেরূপ

অনুভাষ্য

ই, আই, আর, লুপ্ লাইনে 'তিনপাহাড়' ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে শাখা-লাইনে রাজমহল-ষ্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে (বর্ত্তমানে 'তালঝাড়ি' ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে)।

১৭৮। "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"—মনুসংহিতা।

শ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্য ও স্তব ঃ—

উঠি' দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি' ।
দৈন্য করি' স্তুতি করে করযোড় করি' ॥ ১৮৭ ॥

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।
পতিতপাবন জয়, জয় মহাশয় ॥ ১৮৮ ॥

নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কায ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥ ১৮৯ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১৫৪)—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন ।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥ ১৯০ ॥

পতিতপাবন-হেতু তোমার অবতার ।
আমা-বই জগতে, পতিত নাহি আর ॥ ১৯১ ॥

জগাই-মাধাইকে অপেক্ষাকৃত লঘুপাপি-জ্ঞান ঃ—

জগাই-মাধাই দুই করিলে উদ্ধার ।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥ ১৯২ ॥

ব্রাহ্মণ-জাতি তারা, নবদ্বীপে ঘর ।
নীচ-সেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর ॥ ১৯৩ ॥

নামাভাসেই তাহাদের পাপনাশ ও উদ্ধার ঃ—

সবে এক দোষ তার, হয় পাপাচার ।
পাপারাশি দহে নামাভাসেই তোমার ॥ ১৯৪ ॥

তোমার নাম লঞা তোমার করিল নিন্দন ।
সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ ॥ ১৯৫ ॥

জগাই-মাধাই হইতেও আপনাদিগকে অধম বলিয়া উক্তি ঃ—

জগাই-মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণ ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন ॥ ১৯৬ ॥

ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম ।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ ১৯৭ ॥

অতি কাতরস্বরে উভয়ের দৈন্য-বিলাপ ঃ—

মোর কর্ম্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিয়া ।
কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥ ১৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়াছিল, শ্রীসনাতনেরও তৎকালে রাজপ্রদত্ত নাম 'সাকর-মল্লিক' প্রসিদ্ধ ছিল।

১৮৯। যে-সকল নীচলোক নীচজাতিতে জন্মিয়াছে, তাহাদের সঙ্গী এবং তাহাদের সেবারূপ নীচ কাজ করিয়া থাকি।

১৯০। আমার ন্যায় পাপী নাই, আমার ন্যায় অপরাধীও নাই। হে পুরুষোত্তম, মৎকৃত পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া তৎপরিহারে চেষ্টা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে।

১৯২-১৯৫। জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিতে আপনার অধিক শ্রম হয় নাই। আমরা ততোধিক অধম, আমাদিগকে উদ্ধার করাই বিশেষ কার্য্য। জগাই-মাধাই অপতিত ব্রাহ্মণ-জাতি ছিল এবং মহাতীর্থ নবদ্বীপে তাহাদের বাসস্থান। আমাদের ন্যায় তাহারা কখনও নীচসেবা করে নাই, তাহারা নীচলোকের কূর্পর ছিল না অর্থাৎ নীচলোকের দ্বারা পালিত হয় নাই ; তাহারা কেবল পাপাচারী ছিল মাত্র। পাপ-সকল তোমার নামাভাসেই দগ্ধ হয় ; তাহারা তোমার নাম লইয়া তোমাকে নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া সেই নামই তাহাদের পাপমুক্তির কারণ হইল।

১৯৭। ম্লেচ্ছ দুইপ্রকার অর্থাৎ জন্মদ্বারা ম্লেচ্ছ ও সঙ্গদ্বারা ম্লেচ্ছ। জন্ম হইতে যে ম্লেচ্ছ হয়, আমরা সেইরূপ ম্লেচ্ছসঙ্গী। পতিত হইয়া অনেক ম্লেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি, বিশেষতঃ গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী যে-সকল ম্লেচ্ছ, তাহাদের সহিত আমাদের সঙ্গ।

অনুভাষ্য

১৮৯। নীচজাতি—পবিত্র কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে জাত, দৈন্য-ক্রমে তাদৃশ উক্তি। জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ। বৃত্ত বা স্বভাব নীচ-সংসর্গে নীচ হয়। "ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম। গো-ব্রাহ্মণদ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম।।" ভাগবত সপ্তমস্কন্ধোক্ত আদেশ-মত—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।। " যবনের ভৃত্য-বৃত্তিহেতু নীচজাতিত্ব-উক্তি। ব্রহ্মবৃত্তিরহিত নীচ-জাতীয়ের নীচ শূদ্রবৃত্তির গ্রহণহেতু, তজ্জাতীয়তা। ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গে—"নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু নীচ-জাত্যাদিক উক্তি তাঁর।।"

১৯০। হে পুরুষোত্তম (পুরুষশ্রেষ্ঠ) মত্তুল্যঃ কশ্চিৎ পাপাত্মা (পাপী) নাস্তি, কশ্চন অপরাধী ন (নাস্তি) ; পরিহারে (অপরাধ-ক্ষমাপণবিষয়ে) অপি মে (মম) লজ্জা (ব্রীড়াত্মকঃ সঙ্কোচঃ), [অতঃ অহং] কিং ব্রুবে (কথয়ামি) [—মম প্রার্থনাবসরোঽপি নাস্তি ইত্যর্থঃ]।

১৯৩। জগাই-মাধাই যদিও পাপাচারী, তথাপি নীচের ভৃত্য হইয়া আত্মবিক্রয় করিয়া প্রভুর জন্য তাহাদের নিন্দ্যকর্ম্ম করিতে হয় নাই। আমরা তাহাদিগের অপেক্ষাও ঘৃণ্য, যেহেতু আমরা নীচের কূর্পর অর্থাৎ জানু বা কনুই। আমাদের অবলম্বনেই মনিব মহাশয় নানাপ্রকার নীচকার্য্য সমাধান করেন।

১৯৫। সাধুনিন্দায় অপরাধ হয়। বিষ্ণুনিন্দাজনিত অপরাধ নামগ্রহণে বিনষ্ট হয়।

১৯৮। কুবিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত—ইন্দ্রিয়-চেষ্টাসমূহদ্বারা ভোগ-পরবশ হইয়া সংসারে যাহা গৃহীত হয়, উহাই 'বিষয়'। যাহাতে

আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে ।
পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা বিনে ॥ ১৯৯ ॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ-বল ।
'পতিতপাবন' নাম তবে সে সফল ॥ ২০০ ॥
সত্য এক বাত কহোঁ, শুন, দয়াময় ।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয় ॥ ২০১ ॥
মোরে দয়া করি' কর স্বদয়া সফল ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥ ২০২ ॥

শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ-কৃত স্তোত্ররত্ন-শ্লোক (৫০)—

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ ॥ ২০৩ ॥

আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥ ২০৪ ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে ।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥" ২০৫ ॥

শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ-কৃত স্তোত্ররত্ন-শ্লোক (৪৬)—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥২০৬॥

শ্রীরূপকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর উভয়কে কৃপোক্তি ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কহে,—"শুন, দবির-খাস ।
তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস ॥ ২০৭ ॥
আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ' 'সনাতন' ।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ ২০৮ ॥
দৈন্যপত্রী লিখি' মোরে পাঠালে বার বার ।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥ ২০৯ ॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্র-দ্বারে ।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহিলুঁ বারে বারে ॥ ২১০ ॥

রাগমার্গীয় ভক্তের লোকব্যবহার ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্লোক—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু ।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। আমাদের ন্যায় অত্যন্ত পতিত জনকে দয়া করিয়া তোমার স্বদয়া অর্থাৎ নিজ দয়ালু নাম সফল কর।

২০৩। আপনার নিকট আমি একটী বিজ্ঞাপন করিতেছি, তাহা কিছুমাত্র মিথ্যা নয়,—পরমার্থপরিপূর্ণ ; তাহা এই যে, যদি আমা প্রতি দয়া না করেন, তাহা হইলে হে নাথ, আপনার উপযুক্ত দয়ার পাত্র আর কোথায় পাইবেন?

২০৬। আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হইয়া প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্য-কিঙ্কর বলিয়া দাসজীবনের সহিত আনন্দে প্রফুল্ল হইব।

২১১। পরপুরুষানুরক্তা রমণী গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তঃকরণে নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

অনুভাষ্য

পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, উহা 'সুবিষয়' ; পাপার্জ্জিত হইলে 'কুবিষয়'। জড়ভোগসকল ত্যাজ্য বিষ্ঠা-জাতীয়। কৃষ্ণসেবাই জীবের পরম উপাদেয় গ্রহণীয় বস্তু। ইন্দ্রিয়সেবা ঘৃণিত ও বিসর্জ্জনীয়, সুতরাং বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাজ্য। ত্যক্ত-বিষ্ঠায় যেরূপ কৃমিকীটের অধিকার, তদ্রূপ জীবের আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃমিকীটের ন্যায় বিষয়-বিষ্ঠায় অবস্থিতিকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করা কৃমিকীটের রুচির অনুবর্ত্তিতা মাত্র। গর্ত্তে পতিত প্রাণী যেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে উঠিতে পারে না, বিষয়ী জীব তাদৃশ কৃষ্ণোন্মুখতা-লাভে চেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজবলে বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তরূপ জড়ভোগরাজ্য অতিক্রম করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না।

২০৩। হে নাথ (প্রভো,) [তব] অগ্রতঃ (পুরতঃ) মে (মম) একং পরমার্থং (বাস্তবং) এব বিজ্ঞাপনং (নিবেদনং) শৃণু,—ন [তৎ] মৃষা (মিথ্যা) ; যদি মে (মম সম্বন্ধে ময়ি) ন দয়িষ্যসে (দয়াং করিষ্যসি), তদা তব দয়নীয়ঃ (দয়ার্হঃ) দুর্ল্লভঃ। [সর্ব্বাধমত্বাৎ দয়াযোগ্যপাত্রত্বাৎ মম অপকৃষ্টত্বস্য আধিক্যম্]।

২০৬। হে নাথ, (প্রভো,) প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ (প্রশান্তং নিশ্চলং নিঃশেষং সম্পূর্ণং মনোরথানাং বাসনানাং অন্তরং যস্য সঃ) ঐকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ (দৃঢ়নিত্যদাসঃ সন্) সঃ অহং ভবন্তং (মম সেব্যং ত্বম্) এব নিরন্তরঃ (সান্দ্রঃ) অনুচরন্ (পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্ ঘনমনুগচ্ছন্) কদা (কস্মিন্‌কালে) জীবিতং (প্রাণান্) প্রহর্ষয়িষ্যামি (সর্ব্বতোভাবেন সুখয়িষ্যামি)।

২০৮। শ্রীমহাপ্রভু প্রসাদদানে দবিরখাসের নাম 'রূপ', এবং সাকরমল্লিকের নাম 'সনাতন' রাখিয়াছিলেন। বৈধ কনিষ্ঠাধি-কারে নামকরণ—একটী সংস্কার। যাহারা নাম-প্রসাদ অবজ্ঞা করে, তাহাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই ; জড়প্রতিষ্ঠায় তাহারা মত্ত থাকে। "শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্। তন্নামকরণ-ঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে।।" প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে বিষ্ণু-দাস্যপর নামকরণের অভাব থাকায় বর্ত্তমানকালে তাহারা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' শব্দবাচ্য নহে। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগুরু-প্রদত্ত নামের অপ্রাপ্তিতে দেহাত্মবুদ্ধিক্রমে আপনাদের হরিসম্বন্ধ না জানিয়া প্রাপ্তবর্ণোচিত নামাদিসংরক্ষণে প্রমত্ত থাকে।

২১১। পরব্যসনিনী (নিজপতিভিন্নাপরপুরুষসঙ্গামোদিনী)

রূপ-সনাতন-দর্শনার্থে প্রভুর রামকেলি-আগমন ঃ—

গৌড়-নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন ।
তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন ॥ ২১২ ॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে ।
সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে ॥ ২১৩ ॥

উৎকণ্ঠিত ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রভুর আশ্বাস-দান ঃ—

ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে ।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ ২১৪ ॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥" ২১৫ ॥

উভয়ের প্রভুপদ শিরে ধারণ ঃ—

এত বলি' দুঁহার শিরে ধরিল দুই হাতে ।
দুই ভাই ধরি' প্রভুর পদ নিল মাথে ॥ ২১৬ ॥

কৃপার্দ্র প্রভুর উভয়ের জন্য ভক্তগণ-সমীপে আবেদন ঃ—

দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে ।
"সবে কৃপা করি' উদ্ধার' এই দুই জনে ॥" ২১৭ ॥

ভক্তগণের বিস্ময় ও আনন্দ ঃ—

দুইজনে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণে ।
'হরি' 'হরি' বলে সবে আনন্দিত-মনে ॥ ২১৮ ॥

সকল ভক্ত-চরণে কৃপা-যাচ্ঞা ও ধন্যবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর ।
মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর ॥ ২১৯ ॥
সবার চরণে ধরি' পড়ে দুই ভাই ।
সবে বলে,—ধন্য তুমি, পাইলে গোসাঞি ॥ ২২০ ॥

বিদায়কালে প্রভুকে সনাতনের সৎপরামর্শ-দান ঃ—

সবা-পাশ আজ্ঞা মাগি' চলন-সময় ।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥ ২২১ ॥
"ইঁহা হৈতে চল, প্রভু, ইঁহা নাহি কায ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ ২২২ ॥
তথাপি যবন জাতি, না করিহ প্রতীতি ।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট, ভাল নহে রীতি ॥ ২২৩ ॥

নিজ ভজন-ক্ষেত্রে বহু বহিরঙ্গ লোকের অপ্রয়োজন ঃ—

যাহাঁ সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি ।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী ॥" ২২৪ ॥

স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও আচার্য্যরূপে কনিষ্ঠাধিকারীকে শিক্ষা-সুযোগ-দান ঃ—

যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয় ।
তথাপি লৌকিকলীলা, লোক-চেষ্টাময় ॥ ২২৫ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদায় গ্রহণ ঃ—

এত বলি' চরণ বন্দি' গেলা দুইজন ।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥ ২২৬ ॥

রামকেলি হইতে 'কানাইর নাটশালা' ঃ—

প্রাতে চলি' আইলা 'কানাইর নাটশালা' ।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্র-লীলা ॥ ২২৭ ॥

সনাতনের পরামর্শমতে প্রভুর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা ত্যাগ ঃ—

সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন ।
'সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে, বলে সনাতন ॥ ২২৮ ॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে ।
কিছু সুখ না হইবে, হবে রসভঙ্গে ॥ ২২৯ ॥
একাকী যাইব, কিম্বা সঙ্গে এক জন ।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনেরে গমন ॥' ২৩০ ॥

নীলাচল-পথে শান্তিপুরে আগমন ও সাতদিন অবস্থান ঃ—

এত চিন্তি' প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি' ।
'নীলাচলে যাব' বলি' চলিলা গৌরহরি ॥ ২৩১ ॥
এইমত চলি' চলি' আইলা শান্তিপুরে ।
দিন পাঁচ-সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥ ২৩২ ॥

আচার্য্য-গৃহে শচীমাতার প্রভুসেবা ঃ—

শচীদেবী আসি' তাঁরে কৈল নমস্কার ।
সাতদিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার ॥ ২৩৩ ॥

অনুভাষ্য

নারী (কুলরমণী) গৃহকর্ম্মসু ব্যগ্রা (পতিপুত্রসেবাদিষু সৈবৈক-পরতাপ্রদর্শনপরা) অপি অন্তঃ (হৃদয়াভ্যন্তরে) তং নবসঙ্গ-রসায়নং (নবনবকান্তসঙ্গসুখরসস্থানম্) এব আস্বাদয়তি। [যথা পত্যন্তর-ভজনপরা নারী স্ব-গৃহধর্ম্মপরাং ভূত্বা সংসারে স্থিত্বাপি জারসঙ্গসুখেন দিনানি যাপয়তি, তথা বৈধবর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনেন মূঢ়ান্ বঞ্চয়িত্বা, চতুরাণাং বৈষ্ণবানাং হরিদাস্যমেব ভজন-চাতুর্য্যম্]।

২২১-২২৫। মধ্য, ১৬শ পঃ ২৬৫-২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৭। কৃষ্ণচরিত্র-লীলা—তৎকালে গৌড়ের অনেক অনেক স্থানে কানাই-নাটশালা বলিয়া একটী স্থানের ব্যবস্থা ছিল। গৌড়ের সন্নিকটে যে কানাই-নাটশালা, তথায় কৃষ্ণলীলার নানাবিধ চিত্রবর্ণন দেখিলেন।

অনুভাষ্য

২২৮-২৩০। মধ্য, ১৬শ পঃ ২৬৫-২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩২-২৩৩। মধ্য, ১৬শ পঃ ২১২-২১৬, ২২৩, ২৩৪, ২৪৫-২৫০ সংখ্যা ও চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।

সকল ভক্তকে বিদায়-দান ও রথযাত্রায় পুরীতে মিলিতে আদেশ ঃ—

তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমনে ।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥ ২৩৪ ॥

"জনা দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে ।
আমারে মিলিবা আসি' রথযাত্রা-কালে ॥" ২৩৫ ॥

বলভদ্র ও দামোদর পণ্ডিতকে লইয়া পুরীতে আগমন ঃ—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, আর পণ্ডিত দামোদর ।
দুইজন-সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ২৩৬ ॥

দিনকতক পুরীতে অবস্থানান্তে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

দিন কত রহি' তাঁহা চলিলা বৃন্দাবন ।
লুকাঞা চলিলা রাত্রে, না জানে কোন জন ॥ ২৩৭ ॥

প্রভুর সঙ্গী একমাত্র বলভদ্র ভট্ট ঃ—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে ।
ঝারিখণ্ড-পথে কাশী আইলা নানারঙ্গে ॥ ২৩৮ ॥

কাশীতে আগমন ও ৪ দিন অবস্থানান্তে মথুরা-গমন ঃ—

দিন চারি কাশীতে রহি' গেলা বৃন্দাবন ।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥ ২৩৯ ॥

বৃন্দাবনে প্রেমোন্মাদ, পরে মথুরা হইয়া প্রয়াগ ঃ—

লীলাস্থল দেখি' প্রেমে হইলা অস্থির ।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির ॥ ২৪০ ॥

প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপসহ মিলন ঃ—

গঙ্গাতীর-পথে লঞা প্রয়াগে আইলা ।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি' তথাই মিলিলা ॥ ২৪১ ॥

দণ্ডবৎ করি' রূপ ভূমিতে পড়িলা ।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥ ২৪২ ॥

রূপকে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন প্রেরণ ও স্বয়ং কাশী গমন ঃ—

শ্রীরূপে শিক্ষা করাই' পাঠা'ন বৃন্দাবন ।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥ ২৪৩ ॥

কাশীতে শ্রীসনাতনসহ মিলন ও তাঁহাকে শিক্ষাদান ঃ—

কাশীতে প্রভুকে আসি' মিলিলা সনাতন ।
দুই মাস রহি' তাঁরে করাইলা শিক্ষণ ॥ ২৪৪ ॥

সনাতনকে মাথুরমণ্ডলে প্রেরণ ও প্রকাশানন্দের উদ্ধার ঃ—

মথুরা পাঠাইলা তাঁরে দিয়া ভক্তিবল ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি' গেলা নীলাচল ॥ ২৪৫ ॥

ছয় বৎসর ইতস্ততঃ গমনাগমনরূপ 'মধ্যলীলা' ঃ—

ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিলা বিলাস ।
কভু ইতি-উতি-গতি, কভু ক্ষেত্রবাস ॥ ২৪৬ ॥

পুরীতে ভক্তসঙ্গে নিত্য কীর্ত্তন ও জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

আনন্দে ভক্তসঙ্গে সদা কীর্ত্তন-বিলাস ।
জগন্নাথ-দরশন, প্রেমের বিলাস ॥ ২৪৭ ॥

অন্ত্যলীলার সূত্রারম্ভ ঃ—

মধ্যলীলার কৈলুঁ এই সূত্র-বিবরণ ।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন, ভক্তগণ ॥ ২৪৮ ॥

ছয় বর্ষ বাদে বাকী ১৮ বৎসর শুধু পুরীতে বাস ঃ—

বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা ।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা ॥ ২৪৯ ॥

চাতুর্ম্মাস্যে গৌড়ীয়গণের প্রভুসঙ্গে পুরীতে অবস্থান ঃ—

প্রতিবর্ষ আইসেন তাঁহা গৌড়ের ভক্তগণ ।
চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥ ২৫০ ॥

নিত্যকাল কৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রেমভক্তি-দান ঃ—

নিরন্তর নৃত্য-গীত-কীর্ত্তন-বিলাস ।
আ-চণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥ ২৫১ ॥

শ্রীগদাধরের ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ও পুরীপ্রবাসী ভক্তগণ ঃ—

পণ্ডিত-গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস ।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ॥ ২৫২ ॥

জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ।
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর ॥ ২৫৩ ॥

ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি ।
প্রভুসঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি ॥ ২৫৪ ॥

প্রতিবর্ষে গৌড়ীয়গণের প্রভুসঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস ।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি,—যত দাস ॥ ২৫৫ ॥

অনুভাষ্য

২৩৬-২৩৮। বলভদ্র—আদি ১০ম পঃ ১৪৬ সংখ্যা ও ঝারিখণ্ডপথে প্রভুর কাশীগমন—মধ্য, ১৭শ পঃ ৩-৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩৬। দামোদর—আদি ১০ম পঃ ৩১ সংখ্যা এবং অন্ত্য ৩য় পঃ দ্রষ্টব্য।

২৩৯। দ্বাদশকানন—কাম্যবন, তালবন, তমালবন, মধুবন, কুসুমবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, ভদ্রবন, খদিরবন, লোহবন, কুমুদবন ও গোকুল-মহাবন।

২৪১-২৪৩। শ্রীরূপ-মিলন ও শিক্ষা—মধ্য, ১৯শ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৪৪-২৪৫। শ্রীসনাতন-মিলন ও শিক্ষা—মধ্য, ২০শ পঃ দ্রষ্টব্য।

প্রতিবর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারিমাস ।
তাঁ-সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥ ২৫৬ ॥

ঠাকুর হরিদাসের পুরীতে নির্য্যাণ ঃ—

হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি,—অদ্ভুত সে সব ।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ॥ ২৫৭ ॥

শ্রীরূপের পুরীতে আগমন ঃ—

তবে রূপ-গোসাঞির পুনরাগমন ।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি-সঞ্চারণ ॥ ২৫৮ ॥

ছোট হরিদাসের দণ্ড ও দামোদর-পণ্ডিতের বাক্যদণ্ড ঃ—

তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড ।
দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥ ২৫৯ ॥

শ্রীসনাতনের পুরীতে আগমন ঃ—

তবে সনাতন-গোসাঞির পুনরাগমন ।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২৬০ ॥

সনাতনকে বৃন্দাবন-প্রেরণ ও অদ্বৈত-গৃহে ভিক্ষা ঃ—

তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে পাঠাইলা বৃন্দাবন ।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥ ২৬১ ॥

গৌড়দেশে নিত্যানন্দকে নাম-প্রেম-প্রচারার্থে প্রেরণ ঃ—

নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে ।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥ ২৬২ ॥

বল্লভভট্টের গর্ব্বনাশ ও কৃষ্ণনাম-মহিমা-শ্রবণ ঃ—

তবে ত' বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা ।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥ ২৬৩ ॥

অশৌক্র-বিপ্র বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরায় রামানন্দকে শৌক্র-বিপ্র প্রদ্যুম্ন মিশ্রের গুরুত্বে বরণ ঃ—

প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে ।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি' তাঁর গুণে ॥ ২৬৪ ॥

রাজকোপে পতিত গোপীনাথের উদ্ধার ঃ—

গোপীনাথ পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভ্রাতা ।
রাজা মারিতেছিল, প্রভু হৈল ত্রাতা ॥ ২৬৫ ॥

বিদ্বেষী রামচন্দ্রপুরীর প্রভুকে শাসন ও ভক্তগণের দুঃখ ঃ—

রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল ।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি' অর্দ্ধেক রাখিল ॥ ২৬৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডবাসী অসংখ্যজীবের প্রভুদর্শনে উদ্ধার ঃ—

ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন ।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥ ২৬৭ ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি' যাত্রিকের ছলে ।
প্রভুর দর্শন করে আসি' নীলাচলে ॥ ২৬৮ ॥

শ্রীবাসাদি ভক্তের গৌরকীর্ত্তনে প্রভুর অনুযোগ ও রোযাভাস এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে আজ্ঞা ঃ—

একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥ ২৬৯ ॥
শুনি' ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন ।
"কৃষ্ণ-নাম-গুণ ছাড়ি, কি কর কীর্ত্তন ॥ ২৭০ ॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন ।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশা'লে ভুবন ॥" ২৭১ ॥

অসংখ্যজীবের কণ্ঠ হইতে গৌর-জয়ধ্বনি ও আর্ত্তি-জ্ঞাপন ঃ—

দশদিকে কোটী কোটী লোক হেন কালে ।
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করে কোলাহলে ॥ ২৭২ ॥
"জয় জয় মহাপ্রভু—ব্রজেন্দ্রকুমার ।
জগৎ তারিতে প্রভু, তোমার অবতার ॥ ২৭৩ ॥
বহুদূর হৈতে আইনু হঞা বড় আর্ত্ত ।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥" ২৭৪ ॥

অনুভাষ্য

২৫৭। ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ—অন্ত্য, ১১শ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৫৮। চিচ্ছক্তি বা অপ্রাকৃত-বলসঞ্চার ; তদ্রাহিত্যে বা মায়াশক্তি-সঞ্চারে ভোগপ্রবণতা-বৃদ্ধি। অন্ত্য ১ম পঃ দ্রষ্টব্য।

২৫৯। ছোট হরিদাস—অন্ত্য, ২য় পঃ দ্রষ্টব্য। দামোদরের 'বাক্যদণ্ড'—অন্ত্য, ৩য় পঃ দ্রষ্টব্য।

প্রভুকে অজ্ঞগণ না বুঝিয়া কটাক্ষ করিবে, এইরূপ বিজ্ঞাপনই প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড। দামোদর-পণ্ডিতের তাদৃশ বাক্য-প্রয়োগ ভক্তের বিচারে দণ্ডাত্মক বাক্যমাত্র। নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ-জনকে অপরের সাবধান করিতে যাওয়া অনধিকার-চর্চ্চামাত্র।

২৬০। সনাতন—অন্ত্য, ৪র্থ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৬১। অদ্বৈতগৃহে প্রভুর একাকী ভোজন—চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য, ৮ম অঃ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

২৬২। শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়ে নাম-প্রেম প্রচার করিতে আজ্ঞাদান—মধ্য ১৫শ পঃ ৪২ এবং ১৬শ পঃ ৫৯-৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৩। বল্লভভট্ট—অন্ত্য সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের বিষয়—মধ্য, ১৯পঃ এবং অন্ত্য ৭ম পঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়জন শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর নিকট বল্লভভট্ট নামমন্ত্র গ্রহণ করায় নিজসম্প্রদায়ভুক্তজ্ঞানে মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাকে নামার্থ বুঝাইয়াছিলেন। "বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ"—এই পঞ্চরাত্র-বাক্যানুসারে ভট্ট নামার্থ-শ্রবণে অধিকার পাইয়াছিলেন।

২৬৪। অন্ত্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৬৫। অন্ত্য, নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রভুর করুণা—

শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয় ।
বাহিরে আসি' দরশন দিলা দয়াময় ॥ ২৭৫ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাদেশ পাইয়া অসংখ্য লোকের কণ্ঠ হইতে গৌরহরি ধ্বনি ঃ—

বাহু তুলি' বলে প্রভু—বল' 'হরি' 'হরি' ।
উঠিল—শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি' ॥ ২৭৬ ॥

প্রভুকে স্তুতি ঃ—

প্রভু দেখি' প্রেমে লোক আনন্দিত মন ।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি' করয়ে স্তবন ॥ ২৭৭ ॥

কোটিকণ্ঠে প্রভুর জয়ধ্বনি-শ্রবণে সুযোগ বুঝিয়া প্রভুর প্রতি শ্রীবাসের অনুযোগ ঃ—

স্তব শুনি' প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস ।
"ঘরে গুপ্ত হঞা কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥ ২৭৮ ॥
কে শিখাল এই লোকে, কহে কোন্ বাত ।
ইহা-সবারে মুখ ঢাকা দিয়া রাখ' হাত ॥ ২৭৯ ॥
সূর্য্য যেন উদয় করি' চাহে লুকাইতে ।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে ॥" ২৮০ ॥

প্রভুর লজ্জা ও শ্রীবাসকে কৃত্রিম অনুযোগ ঃ—

প্রভু কহেন,—"শ্রীনিবাস, ছাড় বিড়ম্বনা ।
সবে মেলি' কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥" ২৮১ ॥

প্রভুর কৃপাদৃষ্টি-বর্ষণে লোকের উদ্ধার ঃ—

এত বলি' লোকে করি' শুভদৃষ্টিদান ।
অভ্যন্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥২৮২॥

পাণিহাটীতে শ্রীরঘুনাথের নিত্যানন্দ ও তদ্গণের সেবা ঃ—

রঘুনাথ-দাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা ।
চিড়া-দধি-মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥ ২৮৩ ॥

পরে নিত্যানন্দ-কৃপায় রঘুনাথের গৃহত্যাগ ও পুরীতে প্রভুপদে আগমন ও দামোদরস্বরূপের নিকট আত্মসমর্পণ ঃ—

তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে ।
প্রভু তাঁরে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে ॥ ২৮৪ ॥

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর চর্ম্মাম্বর-ত্যাগ ঃ—

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর ।
এই মত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥ ২৮৫ ॥

১৮ বৎসরের ৬ বৎসর বাদে, শেষ ১২ বৎসরের লীলা-সূত্র পরে বর্ণনীয় ঃ—

এই ত' কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ ॥ ২৮৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম প্রথম-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮১। কোন কোন পাঠে এই পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে এইটী দেখা যায়,—"সেই সব কর যাতে আমার যাতনা।।"

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২৬৬। অন্ত্য, অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৬৭-২৮২। অন্ত্য, ৯ম পঃ ৭-১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৩-২৮৪। "যো মাং দুস্তরগেহনির্জ্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী-কৃপারজ্জুভিঃ। উদ্ধৃত্যাত্ম-সরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং শ্রীদামোদরসাচ্ছকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে।।"—(বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ)। অন্ত্য, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৮৫। মধ্য, দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

২৮৬। আদি, সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৩১২ সংখ্যায় কথিত ব্যাসের আচারের অনুগমনে, লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ, আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন লীলার শেষভাগে লিখিয়াছেন। আদিলীলার পঞ্চ-বয়োভেদে সূত্রমাত্র লিখিয়া কতিপয় লীলা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনদাসের বিস্তারিত বর্ণনের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষলীলা অর্থাৎ মধ্য ও অন্ত্যলীলার সূত্র এই অধ্যায়ে লিখিয়া শেষ দ্বাদশবর্ষের সূত্র-বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিলেন। ক্রমশঃ মধ্য ও অন্ত্যলীলা বিস্তারিত বর্ণন করিলেন। উদ্দেশ্য—(অন্ত্য প্রথম পরিচ্ছেদে ১০ম সংখ্যা)—"মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ। পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন।। আমি জরাগ্রস্ত, নিকট জানিয়া মরণ। অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন।।"

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বর্ষের ভাবাস্বাদন-লীলার সূত্র বর্ণন করিয়াছেন ; মধ্যে শ্লোক উদ্ধার করিবার হেতু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাবগাম্ভীর্য্যের তত্ত্ব সহজে লোকে বুঝিতে পারে না। এই গ্রন্থ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্য-লীলা-বর্ণন শুনিতে শুনিতে সহজ ভাব-তত্ত্ব জীবের হৃদয়ে উদিত হইবে। কবিরাজ-গোস্বামী বৃদ্ধাবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, অতএব অন্ত্যলীলার সূত্র পর্য্যন্ত ভক্তগণের উপকারার্থ এই পরিচ্ছেদে সংগ্রহ করিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন,—শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর মতই ভজন-সম্বন্ধে প্রধান মত। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার কৃপায় তৎকৃত কড়চা কণ্ঠস্থ করিয়া স্বরূপের অন্তর্দ্ধানের পর ব্রজে আগমন করেন। তথায় কবিরাজ-গোস্বামী উপস্থিত হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের কৃপায় সেই কণ্ঠস্থ কড়চার তাৎপর্য্য জানিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি বর্ণন ঃ—

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শেষ দ্বাদশবৎসর প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥ ৩ ॥

উদ্ধব-দর্শনে শ্রীরাধিকাভাবময় প্রভু ঃ—

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব-দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে ॥ ৪ ॥

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা, প্রলাপময় বাদ ॥ ৫ ॥

প্রভুর বিপ্রলম্ভ-মহাভাব ঃ—

লোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ ৬ ॥

গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্তে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥ ৭ ॥

তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে ॥

প্রভুর চিন্ময় ব্রজলীলার উদ্দীপন ঃ—

চটক-পর্ব্বত দেখি' 'গোবর্দ্ধন'-ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥ ৯ ॥

উপবনোদ্যান দেখি' বৃন্দাবন-জ্ঞান।
তাঁহা যাই' নাচে, গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যা'ন ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণবিরহ-জনিত অপূর্ব্ব মহাভাব-বিকার ঃ—

কাঁহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ ১১ ॥

হস্তপাদের সন্ধি সব বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি' ভিন্ন হয়ে, চর্ম্ম রহে স্থানে ॥ ১২ ॥

হস্ত, পাদ, শির সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। প্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্র-অনুবর্ণনে এই পরিচ্ছেদে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-প্রলাপাদি বর্ণন করিতেছি।

৩। বিয়োগ—বিচ্ছেদ।

৫। বাদ—বাক্য।

৬। হালে—নড়ে।

৭। গম্ভীরা—আলিন্দার পর দালান, তা'র ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' বলে।

৯। চটকপর্ব্বত—সমুদ্রতীরে যে-সকল বালুর পাহাড় আছে, তাহাকে 'চটকপর্ব্বত' বলে। গুণ্ডিচা-মন্দির ও সমুদ্রের মধ্যে একটী বড় চটকপর্ব্বত আছে, সেই স্থানে অনেকসময় 'গোবর্দ্ধন'-ভ্রমে মহাপ্রভু চলিয়া যাইতেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অস্মিন্ বিচ্ছেদে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে) প্রভোঃ (শ্রীচৈতন্যদেবস্য) অন্ত্যলীলাসূত্রানু-বর্ণনে (সন্ন্যাসচরিত্রসূত্র-প্রতিসংক্রমণে বিষয়ে) গৌরস্য (গোপী-ভাবাশ্রিতস্য ভগবতো মহাপ্রভোঃ) কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদিঃ (নিজ-কান্তবিরহজন্যোন্মত্তবাক্যাদিঃ) অনুবর্ণ্যতে (ময়া লিখ্যতে)।

৫। ভ্রমময় চেষ্টা—উদ্‌ঘূর্ণা। প্রলাপময় বাদ—চিত্রজল্পাদি দশপ্রকার প্রলাপময় বাক্য।

৯। ভ্রমে—ভ্রম করেন।

১১। প্রচার—প্রকাশিত।

১২। সন্ধিস্থলসমূহে অন্তঃস্থ সংলগ্ন অস্থি বিভিন্ন হইয়া কেবলমাত্র চর্ম্মের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। সন্ধিস্থল তখন বিতস্তি-প্রমাণ দীর্ঘতা লাভ করে।

এই মত অদ্ভুত-ভাব শরীরে প্রকাশ ।
মনেতে শূন্যতা, বাক্যে হাহা-হুতাশ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর করুণ বিলাপ ঃ—

"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫ ॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥" ১৬ ॥
এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর ।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ১৭ ॥

জগন্নাথবল্লভনাটক (৩।৯)—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধেঃ কা গতিঃ ॥১৮॥

অত্যন্ত বিরহহেতু কৃষ্ণের প্রতি দোষোদ্গার ঃ—

"উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ-পূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান ।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কায,
পরনারী বধে সাবধান ॥ ১৯ ॥

নিজাদৃষ্ট-ধিক্কার ঃ—

সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান ।
সুখ লাগি' কৈলুঁ প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায়, না রহে পরাণ ॥ ২০ ॥ ধ্রু ॥

প্রেমের প্রতি দোষারোপ ঃ—

কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে ।
ক্রূর শঠের গুণডোরে, হাতে-গলে বান্ধি' মোরে,
রাখিয়াছে, নারি' উকাশিতে ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণকামনার প্রতি দোষোদ্গার ঃ—

যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি' কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয়ে জীবন ॥ ২২ ॥

পরমপ্রেষ্ঠ-সখীগণের প্রতিও দোষারোপ ঃ—

অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার ।
অন্য জন কাঁহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবার ॥ ২৩ ॥

আয়ুর অল্পতাহেতু বিলম্ব বা প্রতীক্ষায় হতাশভাব ঃ—

'কৃষ্ণ—কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার',
সখি, তোর এ ব্যর্থ বচন ।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ॥ ২৪ ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি' ।
নারীর যৌবন-ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন—দিন দুই চারি ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮। আমাদের কৃষ্ণ প্রেমদত্ত-আঘাতজনিত রোগ অনুভব করিতেছেন না। প্রেমের কথাই বা কি বলিব, তাহা স্থানাস্থান না জানিয়া আঘাত করে! মদনের ত' কথাই নাই, কেননা আমরা যে অতিশয় দুর্ব্বলা, তাহা সে বুঝিল না! কাহাকেই বা কি বলিব, কেহই অন্যের অখিল দুঃখ বুঝে না! আমাদের জীবন আমাদের বশে নয় ; যৌবনও দুই তিন দিনের ন্যায় অল্পক্ষণ-স্থায়ি! হায়! এরূপ অবস্থায় হে বিধাতঃ, আমাদের কি গতি হইবে? পাঠান্তরে—'বিধে'!

অনুভাষ্য

১৮। অয়ং হরিঃ (কৃষ্ণঃ) অস্মান্ প্রেমচ্ছেদরুজঃ (প্রেম-চ্ছেদেন তস্য প্রেমভঙ্গেন যা রুজঃ তাঃ বিচ্ছেদরোগার্ত্তাঃ গোপী) ন অবগচ্ছতি (জানাতি) ; প্রেম বা স্থানাস্থানং (সদসৎ-পাত্রা-পাত্রং) ন অবৈতি (জানাতি) ; মদনঃ অপি নঃ (অস্মান্) দুর্ব্বলাঃ (পরবশ্যাঃ অবলাঃ) ন জানাতি। অন্যঃ জনঃ অন্যদুঃখং (অপরজনক্লেশং) ন বেদ (জানাতি)। নঃ (অস্মাকং) জীবনম্ আশ্রবং (ক্লেশমাত্রং পরবশ্যং বা)। ইদং যৌবনং দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি! হা হা বিধেঃ (বিধাতুঃ) কা গতিঃ (কীদৃশী মতিঃ অস্মাভির্দুর্ব্বোধ্যেতি ভাবঃ)।

২১। অগেয়ান—অজ্ঞান, অবুঝ। উকাশিতে—মোচন করিতে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯-২৬। শ্রীমতী কহিতেছেন,—আহা, দুঃখের কথা কি বলিব! কৃষ্ণসম্মিলনে আমার প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল ; আবার কৃষ্ণবিচ্ছেদে সেই প্রেমাঙ্কুরে আঘাত লাগিয়া এখন দুঃখের প্রবাহ বহিতেছে। এ রোগের কৃষ্ণই একমাত্র চিকিৎসক, কিন্তু কৃষ্ণ সেই প্রেমাঙ্কুর রক্ষা করিবার কোন যত্ন করিতেছেন না! কৃষ্ণের ব্যবহার কি বলিব!—তিনি বাহ্যে নাগররাজ, অন্তরে শাঠ্য-পরিপূর্ণ,—পরনারী-বধ-বিষয়েই তাঁহার চেষ্টা। কৃষ্ণের সহিত

বহ্নি ও পতঙ্গের সহিত কৃষ্ণ ও নিজের তুলনা ঃ—

অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে ।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ-গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥" ২৬ ॥
এতেক বিলাপ করি', বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট ।
ভাবের তরঙ্গ-বলে, নানারূপ মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ২৭ ॥

গভীর কৃষ্ণপ্রীতি-সূচক নির্ব্বেদময় গান ঃ—

গোস্বামি-পাদোক্ত-শ্লোক—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্ ।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ২৮ ॥

(১) ভোগরত চক্ষুর ব্যর্থতা ঃ—

"বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন ।
সে নয়নে কিবা কায, পড়ুক্ তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ ২৯ ॥
সখি হে, শুন, মোর হত বিধিবল ।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥ ৩০ ॥ ধ্রু ॥

(২) ভোগরত কর্ণের ব্যর্থতা ঃ—

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে ।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রীতি করার এইরূপ ফল! সখি হে, এই বিধির বিধান বুঝিতে না পারিয়া সুখের জন্য প্রীতি করিয়াছিলাম, কিন্তু এ দুঃখিনীর পক্ষে তদ্বিপরীত মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে! এমন কি, এখন তখন প্রাণ যায়, এরূপ অবস্থা! আমাদের কৃষ্ণ ত' এইরূপ, আবার 'প্রেম' বলিয়া যে একটী তত্ত্ব আছেন, তাঁহার কথাই বা কি বলিব! প্রেম স্বভাবতঃ কুটিল ও অগেয়ান (অজ্ঞান, অন্ধ)—স্থানাস্থান না বুঝিয়া এবং মন্দ ফলাফল বিচার না করিয়া সেই কৃষ্ণরূপ ক্রূর শঠের গুণরজ্জুতে আমাকে হাতে-গলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ছাড়াইতে পারিতেছি না! কৃষ্ণ ও প্রেম, ইঁহাদের এইরূপ কার্য্য! এই প্রীতিকার্য্যে 'মদন' বলিয়া আর একটী তত্ত্ব আছেন। তাঁহার গুণ এই,—তিনি স্বয়ং তনুহীন, অথচ পরদ্রোহে বড়ই প্রবীণ,—পঞ্চবাণ সন্ধান করিয়া অবলা-জনের শরীর বিঁধিয়া জর-জর করেন! একেবারে যদি জীবন লইতেন ত' ভালই হইত, তাহা না করিয়া কেবল দুঃখই দিয়া থাকেন। শাস্ত্রে বলেন যে, একের দুঃখ অন্যে জানিতে পারে না। এ সম্বন্ধে অপরের কথা কি বলিব, আমার ললিতাদি প্রাণসখীসকলও আমার দুঃখ বুঝিতে না পারিয়া, 'হে সখি, ধৈর্য্য ধর', এই কথা বারম্বার বলিতে থাকেন। হে সখি, তুমি যে বলিতেছে,—'কৃষ্ণ—কৃপাসমুদ্র, কখনও না কখনও তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন',—তোমার এ কথা কিন্তু কাযে লাগিবে না ; কেননা, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় জীবের জীবন চঞ্চল,—কৃষ্ণকৃপা যতদিনে হইবে, ততদিন কে বাঁচিয়া থাকিবে? মানব শতবর্ষের অধিক বাঁচে না। আবার বিচার করিয়া দেখ, কৃষ্ণচিত্তহরি-রমণীর যৌবনধন অতি স্বল্পদিন স্থায়ী। যদি বল, কৃষ্ণ—গুণসমুদ্র, অবশ্যই কৃপা করিবেন, তবে বলি, অগ্নি যেমন নিজের আলোক দেখাইয়া পতঙ্গীসকলকে আকর্ষণ করিয়া মারিয়া ফেলে, কৃষ্ণগুণও তদ্রূপ। গুণের চাকচিক্য দেখাইয়া নারীগণের মন আকর্ষণ করত আবার বিচ্ছেদরূপ দুঃখ-সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়।

২৮। হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা সেবন না করিয়া আমার (দিনগুলি ও) অখিল ইন্দ্রিয়সকল ব্যর্থ হইতেছে, এখন সেইসকল পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠভারসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ধারণ করিতে সক্ষম হইব?

২৯। বংশীগানের অমৃতধামস্বরূপ, লাবণ্যরূপ অমৃতের জন্মস্থানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন।

অনুভাষ্য

২২। তনুহীন—অনঙ্গ।

২৭। উঘাড়িয়া—উদ্ঘাটন করিয়া।

২৮। শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং (শ্রীকৃষ্ণরূপগুণলীলানাং নিষেবণং শুশ্রূষাদিকং) বিনা মে (মম) অহানি (দিনানি জীবিতকালানি) অখিলেন্দ্রিয়াণি (সর্ব্বহৃষীকাণি ভোগ্যাঙ্গবিগ্রহাণি চ) অলং ব্যর্থানি (বিফলপ্রদানি ভবন্তি)। অহো, পাষাণশুষ্কেন্ধন-ভারকাণি (পাষাণ-শুষ্ককাষ্ঠতুল্যো ভারো যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি) কথং বা বিভর্ম্মি (ধারয়ামি)? অহং হতত্রপঃ (নির্লজ্জঃ), [অতঃ কৃষ্ণভোগরহিতে জীবিতবিগ্রহে মম স্পৃহা বর্ত্ততে]।

২৯। শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন বংশীগানরূপ সুধার আশ্রয় এবং লাবণ্যসুধার আকর। যে গোপীচক্ষু এতাদৃশ পরমরমণীয় কৃষ্ণ-

(৩) ভোগরত জিহ্বার ব্যর্থতা ঃ—

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥ ৩২ ॥

(৪) ভোগরত নাসিকার ব্যর্থতা ঃ—

মৃগমদ-নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ ৩৩ ॥

(৫) ভোগরত চর্ম্মের ব্যর্থতা ঃ—

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লোহা সম জানি ॥" ৩৪ ॥

করি' এত বিলাপন, প্রভু শ্রীশচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্ব্বেদ-বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥ ৩৫ ॥

শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক (৩।১১)—

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

বিরহহেতু কৃষ্ণের দর্শন বা মিলন-ক্ষণকে বহুমানন ঃ—

"যে-কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেইকালে আইলা দুই বৈরি।
'আনন্দ' আর 'মদন', হরি' নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইলুঁ নেত্র ভরি' ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

রূপদর্শনে বঞ্চিত, সেই নয়নের আশ্রয় গোপিকার মস্তকে বজ্রাঘাত হওয়াই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ, গোপী কৃষ্ণেতর বস্তু দেখিয়া বিরাগ প্রদর্শন করেন বা উদাসীন হন, প্রীত হন না। তাঁহার নয়নাভিরাম সেব্য কৃষ্ণমুখচন্দ্রই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আরাধ্য বস্তু, তাহার অভাবে নেত্রের ধারক বা আধাররূপ শিরে বজ্রাঘাতই বাঞ্ছনীয়। আর কৃষ্ণদর্শনরহিত হইয়া বস্তন্তর দেখিবার জন্য চক্ষু থাকিবার কোন কারণ তাঁহার নিকট উপলব্ধি হয় না।

২৯-৩৪। (ভাঃ ২।৩।১৭-২৪)—"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ। তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া।। তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত। ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে।। শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ।। বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ।। ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্। শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা।। বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে। পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ। জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্।। তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।"

৩৫। দৈন্য—ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জিত্যন্তু 'দীনতা'। চাটুকৃন্মান্দ্যমালিন্যচিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ।।" দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি-দ্বারা আপনাকে অতি নিকৃষ্ট মনে হইলে 'দীনতা' হয়। দৈন্য হইলে দৈন্যময়ী যাচ্ঞা, হৃদয়ের অপটুতা, অস্বচ্ছন্দতা, নানা ভাবনা ও অঙ্গের জড়তা হয়।

নির্ব্বেদ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষাসদ্বিবেকাদিকল্পিতম্। স্বাবমাননমেবাত্র 'নির্ব্বেদ' ইতি কথ্যতে। অত্র চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্য-দৈন্যনিশ্বসিতাদয়ঃ।।" অত্যন্ত দুঃখ, বিচ্ছেদ, ঈর্ষা, অকর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানের জন্য ও কর্ত্তব্যের অনাচরণহেতু শোকযুক্ত নিজাপমানকেই 'নির্ব্বেদ' বলে। নির্ব্বেদ হইলে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য ও নিশ্বাসাদি হইয়া থাকে।

বিষাদ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"ইষ্টানবাপ্তিপ্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা।। অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্। বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ।।" ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, সঙ্কল্পিত প্রারব্ধকার্য্যে অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণ-রূপ আমার নয়নগোচর হইলে আমার চিত্ত দর্শনসৌভাগ্যমদ-কর্ত্তৃক হত হওয়ায়, 'আনন্দ'-নামক কোন তত্ত্ব তাহা অপহরণ করিয়াছিল, আমাকে প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ-সৌন্দর্য্য দেখিতে দেয় নাই। আবার, যখন পুনরায় সেই কৃষ্ণস্বরূপ দেখিতে পাইব, তখন সেই সময়কে বহুরত্ন দিয়া অলঙ্কৃত করিব।

পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী-ক্ষণ-পল ।
দিয়া মাল্যচন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥" ৩৮ ॥

প্রভুর 'চিত্রজল্প'-মহাভাব ; বাহ্যদশায় প্রভুর স্বরূপ-রামানন্দের নিকট বিলাপ ঃ—

ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন,
তাঁরে পুছে,—"আমি না চৈতন্য ?
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ?? ৩৯ ॥

কৃষ্ণবিরহে আপনাকে দীনাভিমান ঃ—

শুন, মোর প্রাণের বান্ধব ।
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥" ৪০ ॥ ধ্রু ॥
পুনঃ কহে,—"হায় হায়, শুন, স্বরূপ-রামরায়,
এই মোর হৃদয়-নিশ্চয় ।
শুনি' করহ বিচার, হয়, নয়—কহ সার",
এত বলি' শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১) তোষণীধৃত-শ্লোক—

কইঅবরহিঅং পেম্মং ণ হি হোই মাণুসে লোএ ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয় ।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥" ৪৩ ॥
এত কহি' শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দুঁহে এক মন হঞা ।
"আপন-হৃদয়-কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা ॥" ৪৪ ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপাদোক্ত-শ্লোক—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। আগে দেখে দুই জন—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ। তাঁহাদিগকে দেখিয়া একটু বাহ্য চেষ্টা (দশা) হইলে, (প্রভু) রাধাভিমান ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি না সেই চৈতন্য ?

৪২। এই প্রাকৃতের সংস্কৃতে পরিণতি—"কৈতব-রহিতং প্রেম ন হি ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে সত্যপি কো জীবতি।।" অর্থাৎ প্রেম কৈতবরহিত এবং মনুষ্যলোকে কখনই উদিত হয় না। যদি উদিত হয়, তবে বিরহ হয় না। যদি বিরহ হয়, তবে জীবন থাকে না।

অনুভাষ্য

হয়, উহাই 'বিষাদ'। বিষাদ হইলে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হয়।

দৈন্য, নির্ব্বেদ ও বিষাদাদি তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব স্থায়ি-ভাবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া বিচরণ করে। বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ, সাত্ত্বিকানুভাব সূচীদ্বারা ব্যভিচারি-ভাব জানিতে হয়। ভাবের গতিকে সঞ্চার করে বলিয়া ব্যভিচারি-ভাবকে 'সঞ্চারী' বলিয়া কথিত হয়।

৩৬। যদা (যস্মিন্ কালে স্বপ্নে বা) অসৌ মধুরিপুঃ (মধু-সূদনঃ) দৈবাৎ (মম ভাগ্যেন) লোচনপথং (দৃগ্‌গোচরং) যাতঃ (প্রাপ্তঃ), তদা মদনহতকেন (মদয়তি হর্ষয়তি ইতি মদনঃ এব হতকঃ শত্রুর্যস্য তেন বৈরিণা মদনেন) অস্মাকং চেতঃ (মনঃ)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। হে সখি, কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি, তাহা বৃথা।

অনুভাষ্য

আহৃতং (চোরিতম্) অভূৎ। পুনঃ যস্মিন্ (ক্ষণে) এষঃ (কৃষ্ণঃ) দৃশোঃ (নেত্রয়োঃ) পদবীং (মার্গং) এতি (যাতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) [তস্মিন্ কালে] অখিলঘটিকাঃ (মুহূর্ত্তঘটীপলবিপলাদিকাঃ) রত্নখচিতাঃ বিধাস্যামঃ (মাল্য-চন্দনমণিমুক্তাদিনা সমলঙ্কুর্ম্মঃ)।

৪২। কইঅবরহিঅং (কৈতবরহিতং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি-ছলধর্ম্মশূন্যং) পেম্মং (প্রেম) মাণুসে লোএ (মানুষে লোকে) ণ হি হোই (ভবতি)। জই (যদি) কস্স (কস্য) বিরহঃ (প্রেম্ণঃ বিচ্ছেদঃ ভবতি), (তদা) বিরহে (বিচ্ছেদে) হোন্তম্মি (ভবত্যপি) কো জীঅই (জীবতি ?—ন কোঽপীত্যর্থঃ)।

৪৪। লাজবীজ খাঞা—লজ্জার মাথা খাইয়া ।

৪৫। মে (মম) হরৌ (ভগবতি কৃষ্ণে) দরাপি (ঈষদপি) প্রেমগন্ধঃ (প্রেমাভাস) ন অস্তি, [তথাপি] সৌভাগ্যভরং (মম প্রেমাস্তি ইতি সৌভাগ্যাতিশয়ং) প্রকাশিতুং ক্রন্দামি (আনন্দ-নীরং ক্ষিপামি)। বংশীবিলাস্যাননলোকনং (মুরলীনিনাদ-পর-

শ্লোকার্থ ঃ—

"দূরে শুদ্ধপ্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণে নাহি পায় ।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৬ ॥
যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি' সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি নাহিক 'আলম্বন' ।
নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটের করিয়ে ধারণ ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ ঃ—

কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধগঙ্গাজল,
সেই প্রেমা—অমৃতের সিন্ধু ।
নির্ম্মল সে-অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥ ৪৮ ॥
শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় ।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥" ৪৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের পরস্পর বিরুদ্ধলক্ষণ ঃ—

এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নিজ-ভাব করেন বিদিত ।
বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥ ৫০ ॥
এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন ।
সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৫১ ॥

বিদগ্ধমাধব (২।১৮)—

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণদর্শনে প্রভুর মহাভাব-চেষ্টা ঃ—

যে কালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানি—আইলাম কুরুক্ষেত্র ।
সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥ ৫৩ ॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি' করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব ব'লে ।
গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে।

৫২। হে সুন্দরি, নন্দনন্দন-সম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্র-মধুরভাব-বিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে অর্থাৎ যাহার পর নাই এরূপ দুঃখ উদয় করায় ; আবার, আনন্দের দ্বারা অমৃত-মাধুর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করেন।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণমুখশোভানিরীক্ষণং) বিনা যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ (যানি ক্ষুদ্র-পতঙ্গতুল্যপ্রাণান্) বিভর্ম্মি (ধারয়ামি), [তানি] বৃথা এব।

৪৭। সেব্য—বিষয় ও সেবক—আশ্রয়, এই উভয়তত্ত্বের সম্মেলনকে 'আলম্বন' বলে। আশ্রয়ের—শ্রবণ, বিষয়ের—বংশীধ্বনি ; বিষয়ের চন্দ্রমুখ-দর্শনে আগ্রহাভাব—আশ্রয়ের আলম্বনরাহিত্যের জ্ঞাপক। স্বীয় বহিরনুভূতিবশে কামচরিতার্থ-তায় বৃথা প্রাণধারণ।

ভঃ রঃ সিঃ—"হন্ত দেহহতকৈঃ কিমমীভিঃ পালিতৈর্বিফল-পুণ্যফলৈর্নঃ।" হায়, আমাদের পুণ্যরহিত হতদেহকে পালন করিয়া আর কি হইবে?

৪৮। নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগ শুক্লবস্ত্রসদৃশ, অনুরাগের অভাব কালির দাগের মত ; তাহা কিছু অনুরাগ নহে। তাহা 'অনুরাগ'-নামক শুভ্রতাভূমিকায় কালির দাগের মত স্পষ্ট।

৫২। পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন,—

হে সুন্দরি, পীড়াভিঃ (যাতনাভিঃ) নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য (নবকালকূটস্য সুতীব্রবিষস্য যঃ কটুতাগর্ব্বঃ অন্যাবজ্ঞারূপো-গ্রতাময়ভাবঃ তস্য) নির্ব্বাসনঃ (দূরীকরণশীলঃ), মুদাং নিস্যন্দেন (ক্ষরণেন) সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ (সুধায়া অমৃতস্য যঃ মধুরিমা মাধুর্য্যং তেন যঃ অহঙ্কারঃ গর্ব্বঃ তং সঙ্কোচয়তি খর্ব্বীকরোতি যঃ) নন্দনন্দনপরঃ (কৃষ্ণোদ্দেশকঃ) প্রেমা যস্য অন্তরে (হৃদয়ে) জাগর্ত্তি, অস্য (প্রেম্ণঃ) বক্রমধুরাঃ (কুটিল-মাধুর্য্যসমন্বিতাঃ) বিক্রান্তয়ঃ (প্রভাবাঃ) তেন (জনেন) এব স্ফুটং (স্পষ্টং) জ্ঞায়ন্তে (অনুভূয়ন্তে)।

৫৪। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সম্মুখে জগমোহনের শেষ প্রান্তে

পুনঃ কৃষ্ণবিরহোদ্দীপন ঃ—

তাঁহা হৈতে ঘরে আসি', মাটীর উপরে বসি',
নখে করে পৃথিবী লিখন ।
"হা-হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন ॥ ৫৫ ॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন ।
কাঁহা সে রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্যগীত-হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥" ৫৬ ॥
উঠিল নানা ভাবোদ্বেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে ।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১)—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরেস্ত্বদালোকনমন্তরেণ ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥৫৮॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর বিলাপ ঃ—

"তোমার দর্শন-বিনে, অধন্য এ রাত্রি-দিনে,
এই কাল না যায় কাটন ।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি' দেহ দরশন ॥" ৫৯ ॥

কৃষ্ণদর্শনার্থে পাগল ঃ—

উঠিল ভাব-চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায় ।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ-ঠাঞি পুছেন উপায় ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্ ।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই, তুমি আমি জানি ।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত' আপনি ॥" ৬২ ॥

মহাভাবে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

নানা-ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি-শাবল্য,
ভাবে-ভাবে হৈল মহারণ ।
ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ—সবার কারণ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। হে হরি! হে অনাথবন্ধু! হে করুণার একমাত্র সমুদ্র! তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রিসকল আমি কিরূপে যাপন করিব?

অনুভাষ্য

'গরুড়স্তম্ভ'। তৎপশ্চাদ্ভাগে তলভূমিতে যে নিম্ন খাল ছিল, তাহা ভগবানের প্রেমাশ্রুজলে পূর্ণ হইত।

৫৮। হে অনাথবন্ধো (অনাথানাং বিরহবিধুরাণাং গোপীনাং বন্ধুর্যঃ এবম্বিধ) করুণৈকসিন্ধো (দয়ৈকসমুদ্র) [কৃষ্ণাদৃতে মাধুর্য্যপ্রেমসম্পত্ত্যভাবাৎ কোঽপন্যঃ গোপীঃ অনুকম্পয়িতুং ন সমর্থ ইতি ভাবঃ) হে হরে (গোপীজনকায়মনোবাক্যহারিন্) ত্বদালোকনং (ভবদ্দর্শনম্) অন্তরেণ (বিনা) হা হন্ত! হা হন্ত! অধন্যানি (অশুভানি) অমূনি দিনানি * কথং (কেন প্রকারেণ) [তব সেবাং বিনা] নয়ামি (অতিবাহয়ামি)।

৬১। হে মুরলীবিলাসি (গোপীচিত্তহারিবংশীবাদক,) ত্বৎ (তব) শৈশবং মৎ (মম) চাপলং চ ত্রিভুবনাদ্ভুতং (ত্রিলোকমধ্যে বিচিত্রং)—তব বা মম বা (আবয়োরেব ইত্যর্থঃ) অধিগম্যং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬০। চাপল—চাপল্য, চপলতা।

৬১। হে বংশীবিলাসি কৃষ্ণ, তোমার শৈশব-মাধুর্য্য ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত। আমার চাপল্য তুমিই জান ও আমিই জানি, আর কেহ জানে না। এই চক্ষু দুইটী দ্বারা বিরলে তোমার মুখাম্বুজ দর্শন করিবার জন্য এখন কি করিব?

অনুভাষ্য

(অন্যঃ কোঽপি ন জানাতি) বিরলং (দুর্ল্লভদর্শনং নির্জ্জনে বা) মুগ্ধং (গোপীমনোহরং) মুখাম্বুজং (বদনকমলং) ঈক্ষণাভ্যাং (নেত্রাভ্যাং) যথেষ্টম্ উদীক্ষিতুম্ (অবলোকয়িতুং) কিং করোমি, [তদুপায়ং কথয়]।

৬৩। সন্ধি—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বি ৪র্থ লঃ—"সরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ।" 'সরূপসন্ধি'—"সন্ধিঃ সরূপয়োস্তত্র ভিন্নহেতূত্থয়োর্মতঃ।" 'ভিন্নরূপ সন্ধি'—"ভিন্নয়োর্হেতুনৈকেন ভিন্নেনাপ্যুপজাতয়োঃ।" সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপ-ভাবদ্বয়ের যুতি বা মিলনকে 'সন্ধি' বলে। ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতে সমানরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনে 'সরূপসন্ধি'। একহেতু বা ভিন্নহেতু

* *দিনান্তরাণি—"দিনস্য অহোরাত্রস্য অন্তরাণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানি ইতি" (সারঙ্গ-রঙ্গদা)।*

মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ—ইক্ষুবন,
গজ-যুদ্ধে বনের দলন ৷
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনুমনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ৬৪ ॥

দয়িত কৃষ্ণের দর্শনে আকাঙ্ক্ষা ঃ—
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪০) বিল্বমঙ্গল-শ্লোক—

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো ৷
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-বর্ণন ঃ—

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়-মান ৷
সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি, মদ, গর্ব্ব, ব্যাজ-স্তুতি,
কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত 'হে দেব' শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—

"তুমি দেব—ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন ৷
তুমি মোর দয়িত, তাতে বৈস মোর চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৪। দিব্যোন্মাদ—মোহনভাবে ভ্রমের ন্যায় কোন প্রেম-বৈচিত্র্য-দশার নাম 'দিব্যোন্মাদ'।

৬৫। হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নরঞ্জন! আহা! তুমি কবে আবার আমাকে দর্শন দিবে?

অনুভাষ্য

ভিন্নরূপ-ভাবদ্বয়ের মিলনকে 'ভিন্নরূপ সন্ধি' বলে। এককারণ বা ভিন্নকারণ-জনিত ভাবদ্বয়ের সন্ধি ; হর্ষ ও শঙ্কা—উভয়ের সন্ধি, হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি।

শাবল্য—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্।" ভাবসকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম 'শাবল্য'। গর্ব্ব, বিষাদ, দৈন্য, মতি, স্মৃতি, শঙ্কা, অমর্ষ, ত্রাস, নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য ও ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাবগণের সম্মর্দ্দ হইলে 'শাবল্য' হয়।

ঔৎসুক্য,—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তি-স্পৃহাদিভিঃ। মুখশোষ-ত্বরা-চিন্তা-নিশ্বাস-স্থিরতাদিকৃৎ।।" অভীষ্টবস্তু-দর্শনেচ্ছা ও অভীষ্টপ্রাপ্তি-বাসনাজন্য কালবিলম্ব-সহনের অক্ষমতাকে 'ঔৎসুক্য' বলে। ঔৎসুক্যে মুখশোষ, ব্যস্ততা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস ও স্থৈর্য্য লক্ষিত হয়।

চাপল,—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ। তত্রাবিচারপারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ।।" আসক্তি ও বিরক্তিদ্বারা চিত্তের লঘুতাকে 'চাপল' বলে। ইহাতে অবিচার, কর্কশবাক্য ও স্বচ্ছন্দ আচরণাদি হয়।

রোষ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"অপরাধ-দুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা। বধবন্ধশিরঃকম্পভর্ৎসনাতাড়নাদিকৃৎ।।" অপরাধ ও দূষণীয় বাক্যজনিত ক্রোধকে 'উগ্রতা' বা 'রোষ' কহে। ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসন ও তাড়নাদি হয়।

অমর্ষ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।। তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্। উপায়ান্বেষণাক্রোশ-বৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ।। অধিক্ষেপ বা তিরস্কার এবং অপমানাদির জন্য অসহিষ্ণুতাকে 'অমর্ষ' বলে। ইহাতে ঘর্ম্ম, শিরঃকম্প, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়নাদি হয়।

৬৫। হে দেব, হে দয়িত (প্রিয়), হে ভুবনৈকবন্ধো (ব্রজভূম্যেকপালক), হে চপল (স্বেচ্ছারাম), হে করুণৈকসিন্ধো, হে রমণ (গোপীজনরমণ), হে নয়নাভিরাম (নয়নানন্দ), হে কৃষ্ণ (গোপবধ্বাকর্ষক), হা হা মে (মম) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (গোচরং) কদা (কস্মিন্‌কালে) নু (কিং) ভবিতাসি?

৬৬। উন্মাদ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ। অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্।। প্রলাপ-ধাবনক্রোশ-বিপরীত-ক্রিয়াদয়ঃ।।" অত্যন্ত আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদি হইতে উদ্ভূত হৃদ্‌ভ্রমকে 'উন্মাদ' বলে। উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চিৎকার ও বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান হয়।

প্রণয়—ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ৩য় লঃ—"প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটম্। তদ্‌গন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে।।" সম্ভ্রমাদির স্পষ্টরূপে প্রাপ্তি-যোগ্যতা থাকিলেও যথায় সম্ভ্রমগন্ধ স্পর্শ করে না, তাদৃশী রতি 'প্রণয়' বলিয়া কথিত হয়।

মান—উজ্জ্বলনীলমণৌ—"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা-ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে।।" যে চিত্তদ্রব উৎকর্ষপ্রাপ্তিদ্বারা নব নব মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজের ভাব-গোপনের জন্য বাহিরে কৌটিল্য-ধারণ করে, তাহাই 'মান'।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৬। সোল্লুণ্ঠ—স্তুতিবাক্যে নিন্দা।

ভুবনের নারীগণ, সবা' কর আকর্ষণ,
তাঁহা কর সব সমাধান ।
তুমি কৃষ্ণ—চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান ॥ ৬৮ ॥
তোমার চপল মতি, একত্র না হয় স্থিতি,
তা'তে তোমার নাহি কিছু দোষ ।
তুমি ত' করুণাসিন্ধু, আমার পরাণ বন্ধু,
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা বা প্রসন্নভাব ঃ—

তুমি নাথ—ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস ॥ ৭০ ॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি', কৃষ্ণ ছাড়ি' গেলা জানি,
শুন, মোর এ স্তুতি-বচন ।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ,
হাহা পুনঃ দেহ দরশন ॥" ৭১ ॥

প্রভুর মহাভাব-লক্ষণ ঃ—

স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, উঠি' ইতি-উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৭২ ॥

প্রভুর কৃষ্ণদর্শন-ভ্রম ঃ—

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি' করে হুহুঙ্কার,
কহে—এই আইলা মহাশয় ।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি' করয়ে নিশ্চয় ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৬৮) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং নু ।

অনুভাষ্য

৭০। বৈদগ্ধ্য—পটুতা, পাণ্ডিত্য, রসিকতা, চতুরতা, শোভা বা ভঙ্গী।

৭২। স্তম্ভ—অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অন্যতম ; ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ—"চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্। তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী।। স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোতি। স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ। তত্র বাগাদি-রাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ।।" চিত্ত সাত্ত্বিক ভাব লাভ করিলে চঞ্চল মনকে প্রাণে বিন্যাস করে, প্রাণ বিকারবিশিষ্ট হইয়া দেহকে ক্ষুব্ধ করে। তৎকালে ভজনশীলের দেহে এই স্তম্ভাদিভাব প্রকাশ পায়। প্রাণ পঞ্চভূতের ভূমিস্থিত হইলে 'স্তম্ভ' হয়। হর্ষ, ভয়, বিস্ময়, বিষাদ ও ক্রোধ হইতে স্তম্ভ জাত হয়। স্তম্ভ হইলে বাক্-পাণি-পাদাদির চেষ্টারাহিত্য, নিশ্চলতা এবং শূন্যতা প্রভৃতি হয়। স্তম্ভ—মনের অবস্থাবিশেষ। বাক্যাদিরাহিত্য দেহজ বিকার বাহিরে ও অন্তরে ব্যাপিয়া অবস্থিত। পূর্ব্বে সূক্ষ্মাবস্থ, পরে স্থূলাবস্থ। বাক্যাদি-হীনতা—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, ও শূন্যতা—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারাহিত্য-জ্ঞাপক।

কম্প—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈ-র্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ।" বিশেষ ভয়, ক্রোধ ও হর্ষাদি-দ্বারা যাহাতে গাত্রের চাঞ্চল্য হয়, তাহার নাম 'বেপথু' বা 'কম্প'।

স্বেদ—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "স্বেদো হর্ষভয়-ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ" অর্থাৎ হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত যাহা দেহের ক্লেদ জন্মায়, তাহাকে 'স্বেদ' বলে।

বৈবর্ণ্য—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "বিষাদরোষভীত্যা-দের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া। ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরি-কীর্ত্তিতাঃ।।" অর্থাৎ বিষাদ, ক্রোধ ও ভয় প্রভৃতি হইতে দেহের বর্ণবিকারকে 'বৈবর্ণ্য' বলে। বৈবর্ণ্য হইলে মলিনতা ও কৃশতা প্রভৃতি বলা হয়।

অশ্রু—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈ-রশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ। হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদি-সম্ভবে। সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভ-রাগসংমার্জ্জনাদয়ঃ।।" অর্থাৎ হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিদ্বারা বিনা-প্রযত্নে চক্ষুতে যে জলোদ্গম হয়, তাহার নাম 'অশ্রু'। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলতা এবং ক্রোধাদিজনিত অশ্রুতে উষ্ণতা লক্ষিত হইলেও সকল অশ্রুতেই চক্ষুর চঞ্চলতা, রক্তবর্ণ ও মার্জ্জনাদি দেখা যায়।

গদ্গদ—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "বিষাদবিস্ময়ামর্ষ-হর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্। বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদি-কৃৎ।।" বিষাদ, আশ্চর্য্য, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে 'বৈস্বর্য্য' বা 'স্বরভেদ' হয়, এই স্বরভেদই গদ্গদবাক্য করায়।

পুলক—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ। রোম্নামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শ-নাদয়ঃ।।" অর্থাৎ বিস্ময়, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদিজনিত লোমসকলের পুলক বা রোমাঞ্চ হয়, তাহাতে গাত্রস্পর্শাদি হইয়া থাকে।

বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত ।
কিবা মনো-নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥" ৭৫ ॥

ভাববশ প্রভু ঃ—

গুরু—নানা ভাবগণ, শিষ্য—প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায় ।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য্য, মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ ৭৬ ॥

স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে প্রভুর দৈনন্দিন কার্য্যাবলী ঃ—

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর বিভিন্নরসাশ্রিত ভক্তগণ ঃ—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস ।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥ ৭৮ ॥

প্রভুর পক্ষে মধুররসে মহাভাব আশ্চর্য্যজনক নহে ঃ—

লীলাশুক-মর্ত্ত্যজন, তাঁর হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে—কি ইহা বিস্ময় ।
তাতে মুখ্য-রসাশ্রয়, হইয়াছে মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয় ॥ ৭৯ ॥

আশ্রয়ের প্রণয়ভাবময় বিষয়বিগ্রহ গৌরসুন্দর ঃ—

পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
সেই যত্নে আস্বাদন নহিল ।
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি' অঙ্গীকার,
সেই তিনবস্তু আস্বাদিল ॥ ৮০ ॥

মহাবদান্য প্রভুর সেই আশ্রয়ের সেবা-ভাব-বিতরণ ঃ—

আপনে করি' আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী ।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু—দাতা-শিরোমণি ॥ ৮১ ॥

পরম দয়াল অবতার ঃ—

এই গুপ্ত ভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। হে সখি, সাক্ষাৎ-কন্দর্পস্বরূপ, দ্যুতিকদম্বমাধুর্য্যস্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্যস্বরূপ, মনোনয়নের অমৃতস্বরূপ, গোপীজনের (বেণী-উন্মোচনকারী) আনন্দপ্রদস্বরূপ, আমার প্রাণবল্লভস্বরূপ, সাক্ষাৎ নন্দনন্দন ইনিই যে আমার দর্শনপথে অভ্যুদিত হইলেন।

৭৮। পুরীর—শ্রীপরমানন্দপুরীর। মুখ্যরস—মধুর রস।

৭৯। লীলাশুক—শ্রীবিল্বমঙ্গল গোস্বামী। ইনি শিহ্লণমিশ্র নামক দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে জীবন-যাপন করিতে করিতে চিন্তামণি-বেশ্যার উপদেশক্রমে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক 'শান্তিশতক' রচনা করেন। পরে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-কৃপায় ভক্তিলাভ করত 'বিল্বমঙ্গল গোস্বামী' নাম প্রাপ্ত হইয়া 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'লীলাশুক' বলিতেন।

৮১। প্রভু চৈতন্যদেবের প্রেম-চিন্তামণিই ধন, সেই ধনে

অনুভাষ্য

৭৪। মারঃ (কন্দর্পঃ) নু (কিং) স্বয়ং নু (বিতর্কে) মধুর-দ্যুতিমণ্ডলং (হৃৎস্পর্শি সুন্দরস্নিগ্ধজ্যোতির্ব্বিম্বং) নু (কিং ন) তৎ মাধুর্য্যম্ এব নু (কিং), মনোনয়নামৃতং (হৃদয়নেত্রসুধা-স্বরূপঃ) নু (কিং), বেণীমৃজঃ (রেণ্যুন্মোচনকারী) নু (কিং) অয়ং জীবিতবল্লভঃ (কৃষ্ণঃ) মম লোচনায় (লোচনসুখদাতুং) অভ্যু-দয়তে (মৎসন্নিধৌ প্রকটয়তি)।

৭৬। গুরু শিষ্যগণকে যেরূপ শাসন করিয়া কলা-শিক্ষা দেন, তদ্রূপ্ মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাবসমূহ গুরুস্থানীয় হইয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ও মনোরূপ শিষ্যদ্বয়কে নানাপ্রকার রীতিতে নৃত্য করান।

৭৭। রায়ের নাটক—'জগন্নাথবল্লভ' নাটক। গীতি—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দ রায়, বিল্বমঙ্গল ও জয়দেব—ইঁহাদের রচিত গ্রন্থের পদ্যগুলির গান।

৭৮। শ্রীপরমানন্দ পুরীর (ব্রজের উদ্ধব) বাৎসল্য-রসপ্রধান ভাব, রামানন্দের (অর্জ্জুন বা বিশাখা)—শুদ্ধ-সখ্যভাব, গোবিন্দাদির সেবাপর শুদ্ধদাস্য এবং অন্তরঙ্গ-ভক্ত গদাধর, জগদানন্দ ও দামোদর-স্বরূপের মুখ্য মধুররস,—এই চারিভাবে প্রভু তাঁহাদিগের নিকট ভজন-সঙ্গসুখ-সেবা গ্রহণ করিয়া বাধ্য ছিলেন।

৭৯। লীলাশুক—নামান্তর,—'লীলাসুখ', 'চিৎসুখাচার্য্য' ও 'বিল্বমঙ্গল'—বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী। আদি ১ম পঃ ৫৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৮০। আদি চতুর্থ অধ্যায় ২৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥ ৮২ ॥

চৈতন্যানুগত্য বিনা কৃষ্ণসেবা অলভ্য ঃ—

কহিবার কথা নয়, কহিলে কেহ না বুঝয়,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥ ৮৩ ॥

দামোদরস্বরূপ ও রঘুনাথ হইতে ভক্তগণের
প্রভুর ভাব-শ্রবণ ঃ—

চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে ।
তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাঁহা ইঁহা বিস্তারিলুঁ,
ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে ॥ ৮৪ ॥

গ্রন্থকারের নিরপেক্ষতা ঃ—

যদি কেহ হেন কয়, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়,
ইতর-জনে নারিবে বুঝিতে ।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্ব-চিত্ত নারি আরাধিতে ॥ ৮৫ ॥
নাহি কাঁহা সবিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ ।
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাঁহা হয়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥ ৮৬ ॥

শ্রদ্ধার সহিত চৈতন্যলীলা-শ্রবণ-ফলে কৃষ্ণপ্রীতির উদয় ঃ—

যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত ।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তিনি ধনী। প্রাকৃত-চিন্তামণির কার্য্যের ন্যায় প্রেমচিন্তামণি বহু বহু প্রেম-চিন্তামণি উৎপাদন করিয়াও প্রভুর ভাণ্ডারে তাহা পূর্ণরূপে বিরাজমান। আবার ভক্তগণ প্রভুদত্ত প্রেম-চিন্তামণি হইতে অনন্ত-কোটি চিন্তামণি সর্ব্বজগতে বিস্তার করিয়াছেন।

৮৩। এই রাধানুগত ভাবতত্ত্বে সাধারণের অধিকার নাই। অযোগ্যপাত্রে কহিলে তাহা 'সহজিয়া', 'বাউল' প্রভৃতির বিকৃত ভাবের ন্যায় রূপান্তর লাভ করে। পণ্ডিতাভিমানীও এই রসতত্ত্বে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহেন।

৮৪। স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্র করিয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীস্বরূপকৃত কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হয় নাই। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ।

অনুভাষ্য

৮৪। ভেটে—উপহার।

৮৫। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আচরণ যথাযথ বর্ণন করিতে গিয়া আমি যাবতীয় মতবাদিগণের প্রশংসনীয় হইতে ইচ্ছা করি না। তাঁহারা আমাকে গর্হণ করিবেন ভাবিয়া এস্থলে প্রভুর চরিত্রের প্রকৃত কথা না লিখিয়া বর্জ্জন, বর্দ্ধন, আবরণ বা শোধন করি নাই। এই গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক সংযুক্ত করায় অনেকে তর্ক করিতে পারেন যে, সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ জন শ্লোকের প্রকৃত ভাবার্থ বুঝিতে পারিবেন না।

৮৬। এই গ্রন্থে কোন বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া আমি কাহারও

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। আমার এই গ্রন্থে কোন স্থলে সবিরোধ সিদ্ধান্ত নাই, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির মতের অনুরোধ নাই। আমি সহজতত্ত্ব বিচার করিয়া লিখিয়াছি। জীবের পক্ষে রাগতত্ত্বই সহজ, বিচার-তত্ত্ব সহজ নয়। রাগতত্ত্বে যাহা উদিত হয়, তাহাই শ্রীমহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভজনতত্ত্ব। যদি অন্যমতে বা অন্যপ্রকার তর্কসিদ্ধান্তে রাগোদ্দেশ হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া নিরপেক্ষতা দূর হয় ; সুতরাং জীবের স্বতঃসিদ্ধ সহজত্ব লিখিত হইতে পারে না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

সহিত বিরোধ বা কাহারও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু লিখি নাই ; কেবলমাত্র সহজ-বস্তুর বিবরণ লিখিয়াছি। যদি কেহ রাগের উদ্দেশ লাভ করেন, তাহা হইলে তদাবিষ্ট হইলে এইসকল লিখিত বর্ণন সহজেই উপলব্ধি করিবেন। সহজ বস্তু রাগানুগ-জনের অনুভবনীয়। লিখিতে গেলে তাদৃশ লেখনী রাগাবিষ্ট জনের হৃদয়েই স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে ; রাগহীনজন তাহাতে তাদৃশ প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অনুভবনীয় সহজ বস্তুকে জানাইবার জন্য এখানে উহা লিখিয়া ফল নাই। পাঠান্তরে—'যদি হয় রাগ-দ্বেষ', তাহা হইলে এরূপ অর্থ হয়—'যদি কৃষ্ণসেবা-পরিত্যক্ত হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরাগ অর্থাৎ অভিনিবেশ এবং দ্বেষ বা বিরাগ আসিয়া কাহাকেও আবিষ্ট করায়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক শুদ্ধাত্মার সহজাত অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমার বিষয় কিছুতেই বর্ণিত হইতে পারে না।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভাগবতের সহিত উপমা ঃ—

ভাগবত—শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইঁহা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥ ৮৮ ॥

প্রভুর শেষলীলা-বর্ণনে বাঞ্ছা ঃ—

শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈলুঁ কিছু বিবরণ,
ইঁহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু-শেষ, বিস্তারিব লীলা-শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ ৮৯ ॥

গ্রন্থকারের স্বীয় অযোগ্যতা ও দৈন্য জ্ঞাপন ঃ—

আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি—এ বড় বিস্ময় ॥ ৯০ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদাত্মক অন্ত্যলীলাই গৌরভক্তের নিত্যালোচ্য ঃ—

এই অন্ত্যলীলা-সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার,
করি' কিছু করিলুঁ বর্ণন।
ইহা-মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥ ৯১ ॥

এক্ষণে সংক্ষেপে, পরে বিস্তারের বাঞ্ছা ঃ—

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইঁহা না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিচার।
যদি তত দিন জিয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি' করিব বিস্তার ॥ ৯২ ॥

ভক্তবন্দনা ও শ্রৌতপন্থায় অবস্থান ঃ—

ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার-চরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞিির মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত,
তাই লিখি, নাহি মোর দোষ ॥ ৯৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বের, গুরুবর্গের এবং হরিদাস-পণ্ডিতের বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ ॥ ৯৪ ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা সূত্রকথনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

৮৮। ৮৫ সংখ্যায় লিখিত বাদিগণের বাদ-সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ—সংস্কৃত-শ্লোকময় ; তাহার ব্যাখ্যা-সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তাহা যখন ত্রিভুবনের লোক বুঝিয়া কৃষ্ণভক্তিলাভ করে, তখন এই চৈতন্যচরিতামৃতে দুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহার বাঙ্গালা কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়া দিলে সকল গৌরভক্তই উহা বুঝিতে পারিবেন না কেন?

৯৩। 'ভজনবিজ্ঞ', 'ভজনশীল' ও 'কৃষ্ণনামে দীক্ষিত কৃষ্ণ-নামকারী',—এই ত্রিবিধ ছোট-বড় ভক্ত, সকলেই আমাকে কৃপা করুন। তর্কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভক্ত আপনাকে সিদ্ধান্তহীন অথচ রসিক-ভক্ত মনে করিয়া আমার পক্ষে লীলার সহিত সিদ্ধান্তসমূহ লেখাকে পাণ্ডিত্য, ভক্তিহীনতা ও কুতর্ক-নিষ্ঠার ফল মনে করিয়া দোষী স্থির করিয়া পাছে কৃপা না করেন, এই আশঙ্কায় বিনীত-ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, আমার নিজের কোন স্বতন্ত্রতা নাই, আমি যাঁহাদের পাদপদ্মে বিক্রীত, সেই শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীদামোদরস্বরূপের নিকট হইতে শ্রীগৌরলীলা-তত্ত্ব যাহা জানিয়াছি, তাহাই আমি লিখিলাম।

৯৫। আদি ৮ম পঃ ৪৯-৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—কাটোয়া-গ্রামে সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিন দিবস রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দপ্রভুর চাতুরীক্রমে শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুরের পশ্চিমপারে আগমন করিলেন। গঙ্গাকে যমুনাভ্রমে স্তব করিলে পর অদ্বৈতপ্রভু নৌকা লইয়া মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় নবদ্বীপ-ধামবাসি-দিগের ও শ্রীশচীমাতার সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার হইল। তাঁহাদের সহিত মিলনান্তে শচীমাতা পাকাদি করিলে প্রভুদ্বয়ের ভোজন-কালে নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত অদ্বৈতপ্রভুর নানাবিধ কৌতুক হইল। অপরাহ্নে সমুদায় ভক্তগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে তথায় কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে ভক্তগণ শচীমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভুকে নীলাচলে থাকিবার অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিয়া নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরের ভক্তগণকে ও শচীমাতাকে বিদায় দিয়া ছত্রভোগপথে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরেই ভ্রমণকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

২৪ বর্ষ-শেষে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ-মাস ।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ৩ ॥

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীত পড়িয়া রাঢ়দেশে প্রভুর তিনদিন ভ্রমণ ঃ—

সন্ন্যাস করি' প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন ।
রাঢ়-দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে বৃন্দাবনগমনেচ্ছা করিলেও ভ্রান্তচিত্ত হইয়া রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুর পৌঁছিয়া ভক্তগণের সহিত উল্লাসপ্রাপ্ত শ্রীগৌর-চন্দ্রকে আমি নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ গৌরঃ (বিশ্বম্ভরঃ) ন্যাসং (তুর্য্যাশ্রমং) বিধায় (বেদ-বিহিত-সন্ন্যাস-সংস্কারাদিকং গৃহীত্বা) উৎপ্রণয়ঃ (প্রেমাকৃষ্টঃ সন্) বৃন্দাবনং গন্তুমনাঃ (ব্রজগমনোৎসুকমানসঃ) ভ্রমাৎ (প্রাকৃতনেত্রেষু ভ্রমং প্রদর্শনাৎ, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি-বিলোচনপদং কৃষ্ণধাম প্রাকৃতচেষ্টয়া দুর্ল্লভং শুদ্ধভজনলভ্যং চেতি প্রদর্শয়ন্) রাঢ়ে (গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে রাষ্ট্রাখ্যে প্রদেশে) ভ্রমন্ শান্তিপুরীং অয়িত্বা (গত্বা) ইহ (অস্মিন্ শান্তিপুর্য্যাং) ভক্তৈঃ সহ ললাস, তং গৌরং নতোঽস্মি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪। রাঢ়দেশ—'রাষ্ট্র'-শব্দ হইতে 'রাঢ়'-শব্দ। গঙ্গার পশ্চিম-পারে গৌড়-ভূমিকে 'রাঢ়দেশ' বলে ; ইহার অন্যতম নাম 'পৌণ্ড্রদেশ'। পৌণ্ড্র-শব্দের অপভ্রংশ 'পেঁড়ো', তথায় রাষ্ট্রদেশের রাজধানী ছিল।

অনুভাষ্য

অমৃতানুকণা—৪। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবালোপনিষৎ)—অর্থাৎ 'যে-দিনেই কেহ সংসার-বিরক্ত হইবেন, সে-দিনেই তিনি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবেন।' ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।২৭) আরও পরিস্ফুট হইয়াছে "যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ।।"—যে আত্মজ্ঞ-ব্যক্তি নিজ-বিবেক বা পর-উপদেশবশতঃ নির্ব্বেদ লাভ করিয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনিই নরোত্তম। এইরূপে শাস্ত্রে সন্ন্যাস-গ্রহণ ও তদধিকারের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত, যাজ্ঞবল্ক্য যতি-প্রকরণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, হারীত-সংহিতা, সংবর্ত্ত-সংহিতা, দক্ষ-সংহিতা, মনু-সংহিতা প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিধি বর্ণিত আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেহ কেহ "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।।"—এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণবাক্য অবলম্বন করিয়া কলিযুগে সন্ন্যাস নাই বলিয়া মনে করেন। সর্ব্ববেদ-ইতিহাস-পুরাণ যাঁহার নিশ্বাস হইতে প্রকাশিত, তাঁহারও যিনি অংশী, সেই সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্থাশ্রমরূপ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম-অন্তর্ভূত নিজ 'সন্ন্যাসকৃৎ'-নামটী সার্থক করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদ্বারা উক্ত পুরাণবাক্যের তাৎপর্য্য যে অন্যরূপ, তাহা বুঝিতে হইবে। "কলিতে যে সন্ন্যাস বর্জ্জনীয় বলা হইয়াছে, ইহার ভাব এই যে, আচার্য্য-শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি অবৈধ চিন্তাপ্রসূত একদণ্ড সন্ন্যাস কাহারও গ্রহণযোগ্য নহে, সুতরাং নিষিদ্ধ। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসই

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু ভাবের আবেশে ।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়-দেশে ॥ ৫ ॥

শ্রৌতপন্থানুসরণেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর সিদ্ধিলাভের আশা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৩।৫৭)—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬। অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রাচীন মহৎ-জনের উপাসিত এই পরাত্ম-নিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণদ্বারা এই দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ আমি উত্তীর্ণ হইব।

অনুভাষ্য

৬। আবন্তিক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়া অবশেষে কায়মনোবাক্যে ভগবানের একান্ত শরণাগত হইয়া সেবা করিবার উদ্দেশে এই গীত গান করিলেন,—

পূর্ব্বতমৈঃ (প্রাচীনৈঃ) মহদ্ভিঃ (মহাভাগবতৈঃ) উপাসিতাং (সেবিতাম্) এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং (পরঃ "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্।।" ইতি বচনাৎ সর্ব্বস্মাৎ পরঃ যঃ আত্মা, তস্মিন্ যা নিষ্ঠা অনর্থ-নিবৃত্ত্যনন্তরং নৈসর্গিকভজনপরাবস্থিতিঃ তাং) সমাস্থায় (আদৌ শ্রদ্ধাদিক্রমপন্থানুসারেণ সম্যক্ প্রকারেণ শ্রৌতমার্গে ভজনং কুর্ব্বন্) মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়া (সাধন-ভাবভক্ত্যাখ্যয়া) এব দুরন্ত-পারং (দুস্তরং) তমঃ (কৃষ্ণসেবারহিত-জড়াহঙ্কার-ভোগরূপ-সংসারাখ্যম্ অজ্ঞানং) তরিষ্যামি (কৃষ্ণেতর-কৈঙ্কর্য্যবাসনাং ত্যক্ত্বা অতিক্রমিষ্যামি)।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কৃষ্ণসেবা-নিষ্ঠা-দর্শনে সুখ ঃ—

প্রভু কহে,—"সাধু এই ভিক্ষুক-বচন ।
মুকুন্দ সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥ ৭ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭-৮। সন্ন্যাসবেশ গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভু কহিলেন,—এই ভিক্ষুক-বচনটী সাধু ; কেননা, ইহাতে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবারূপ ব্রত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে যে সন্ন্যাসবেশ আছে, জড়াত্ম-নিষ্ঠা নিষেধপূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠাই ইহার তাৎপর্য্য হইয়াছে।

অনুভাষ্য

চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-বিচারে 'বৈষ্ণবচিহ্নধারণে'র অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই মুকুন্দসেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। পরমাত্মনিষ্ঠগণ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ ত্রিদণ্ডি-বেষ ধারণ করিতেন, পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ডবেষকেই 'পরাত্মনিষ্ঠা' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্ত্তন করেন। ঐকান্তিক-ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই ত্রিদণ্ডের

প্রকৃত সনাতন চতুর্থাশ্রম। ইহা সর্ব্বকালেই গ্রহণযোগ্য—কখনও নিষিদ্ধ নহে। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস কোনও কোনও সময়ে বাহ্যতঃ একদণ্ডাকারেও দেখা যায়। এই শ্রেণীর একদণ্ডী যতি-মহাজনগণ 'সেব্য-সেবক-সেবা'-রূপ ত্রিদণ্ডের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত 'একদণ্ড'-সন্ন্যাসকে সর্ব্বতোভাবে অবৈধ-জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব (রঘুনন্দন)-স্মার্ত্তাচার্য্যের সংগৃহীত উক্ত বাক্যবলেও নিবৃত্তিপথের সাধকগণের পক্ষে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উক্ত প্রমাণের তাৎপর্য্য।" *(—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ)*

শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্য ২৮।১৫৪-১৫৯) পাঠে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্কর-সম্প্রদায়ী একদণ্ডী যতি শ্রীমৎ কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনি প্রথমে কেশব-ভারতীরই কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসপ্রদান বা পরাত্মনিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার নিকট হইতে মহাপ্রভু নিজপ্রদত্ত সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। "সর্ব্ব-শিক্ষাগুরু—গৌরচন্দ্র বেদে বলে। কেশব-ভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে।। প্রভু কহে,—স্বপ্নে মোর কোন মহাজন। কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন।। বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে। এত বলি' প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে।। **ছলে প্রভু কৃপা করি' তারে শিষ্য কৈল**। ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিল।। প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী। সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি।।" এতদ্দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শাঙ্কর-সন্ন্যাস অস্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতীয় ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণেরই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন এবং উপরিউক্ত সন্ন্যাস-নিষেধক পুরাণ-বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস-বিধির পরম সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তর তিনি শ্রীমদ্ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু-গীতি কীর্ত্তন-মুখে বৃন্দাবনাভিমুখে গমন-লীলা প্রদর্শনদ্বারা সন্ন্যাসগ্রহণের তাৎপর্য্য এবং ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াই বৃন্দাবন গমনের বিধি—তাহা প্রকাশ করিলেন। "বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ। যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে।।' (মনু ১২।১০)। সুতরাং বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড-গ্রহণরূপ ত্রিদণ্ড-বিচার অস্বীকার করিলে জীবের ব্যভিচারিতাই প্রশ্রয় পাইতে বাধ্য—তাহাতে মায়ারাজ্যেই মাত্র বাস হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত বিপ্রলম্ভাত্মক ভজনে কদাপি অধিকার লাভ হয় না। "আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে।" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।২০)—সর্ব্বলোকগুরু শ্রীগৌরসুন্দরের এই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-গ্রহণলীলা যে একমাত্র উত্তমা-ভক্তিলাভেচ্ছু সাধকজীবগণের জন্য এক বিশেষ নিদর্শন স্থাপন করিতেই সাধিত হইয়াছে, তাহা কোন কোন কলিহত জীব বুঝিতে পারেন না।

সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥" ৯ ॥

প্রভুর প্রেমমত্তাবস্থায় বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

এত বলি' চলে প্রভু, প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক্-বিদিক্-জ্ঞান নাহি, কিবা রাত্রি-দিন ॥ ১০ ॥

প্রভুর পশ্চাদ্গামী নিতাই, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ,—তিনজন।
প্রভু-পাছে-পাছে তিনে করেন গমন ॥ ১১ ॥

প্রভুর দর্শনমাত্র লোকের নিস্তার ঃ—

যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে 'হরি' বলে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ১২ ॥

বালকগণের প্রতি প্রভুর স্নেহ ঃ—

গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
'হরি' 'হরি' বলি' ডাকে উচ্চ করিয়া ॥ ১৩ ॥
শুনি' তা-সবার নিকটে গেলা গৌরহরি।
'বল' 'বল' বলে সবার শিরে হস্ত ধরি' ॥ ১৪ ॥
তা'-সবার স্তুতি করে,—"তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥" ১৫ ॥

নিত্যানন্দের চাতুর্য্য ও বালকগণকে
গোপনে উপদেশ ঃ—

গুপ্তে তা-সবাকে আনি' ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইলা সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য

সহিত চতুর্থ 'জীবদণ্ডে'র সংযোগে যে একদণ্ড-বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারই অন্তর্গত ত্রিদণ্ড-বিধান। একদণ্ডি-সম্প্রদায় ত্রিদণ্ডের একতাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক শিবস্বামিগণ পরবর্ত্তিকালে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক সেব্য-সেবক-ভাব বা মুকুন্দসেবা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসিগণের পরিবর্ত্তে দশনামীর ব্যবস্থাই কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও আর্য্যাবর্ত্তের তাৎকালিক প্রথামতে একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ডচতুষ্টয় একীভূতই ছিল,—ইহা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গীতি গান করিয়াছিলেন। পরাত্মনিষ্ঠার অভাবে যে একদণ্ড, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত নহে। ত্রিদণ্ডিগণ দণ্ডত্রয়ের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিকী ভক্তির বিধান করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত-ভক্তিরহিত একদণ্ডিগণ নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহারা পরাত্মনিষ্ঠা-বিমুখ, সুতরাং ব্রহ্মসংজ্ঞক প্রকৃতিতে লীন হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট হওয়াকেই 'মুক্তি' বলিয়া মনে করেন। আর্য্যাবর্ত্তবাসী মায়াবাদিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অবগত না হওয়ায় তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞানে 'বিবর্ত্ত' উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একদণ্ড-সন্ন্যাসের কোন কথাই বলেন নাই ; ত্রিদণ্ড-ধারণকেই তুর্য্যাশ্রমের একমাত্র বেশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকেই বহুমানন করেন ; বহিঃপ্রজ্ঞ মায়াবাদিগণ তাহা বুঝিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে অদ্যাবধি তাঁহার অনুগতজনের মধ্যে শিখাসূত্রযুক্ত সন্ন্যাস প্রচলিত আছে। একদণ্ডি-মায়াবাদিগণ শিখাসূত্রবর্জ্জিত এবং ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য বুঝিতে অসমর্থ ; যেহেতু তাঁহাদের শ্রীভগবানে সেবা-প্রবৃত্তি নাই। বিষয়সেবা-নিমগ্ন চিত্তে ধৈর্য্যহীন হইয়া তাঁহারা অতদ্ধর্ম্মাশ্রয়ে সেব্য-সেবক-ভাব-বর্জ্জিত হইয়া প্রকৃতি বা ব্রহ্মে লীন হইবার বিচার করিয়া থাকেন। দৈব-বর্ণাশ্রম-প্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যগণ আসুরবর্ণাশ্রমীর বোধ ও চিন্তাস্রোত প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে পরম প্রবীণ শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু স্বয়ং ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব উপাধ্যায়কে তদীয় ত্রিদণ্ডিশিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মাধবাচার্য্য হইতেই পশ্চিমদেশে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-স্মৃত্যাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেব ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর প্রবর্ত্তিত ত্রিদণ্ডি-বিধানে দীক্ষিত শ্রীল গোপালভট্ট কিরূপ বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত 'উপদেশামৃতে'র আদি-শ্লোকস্থ ত্রিদণ্ড-বিধানের আনুগত্য বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যে উত্তমরূপেই পরিস্ফুট ছিল। কেবলাদ্বৈত-বিচারে 'একদণ্ড' শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত কেহই অঙ্গীকার করেন নাই। শিখা-মুণ্ডিত ও সূত্র বিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ-বিচারপর সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের বিচারপ্রণালী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের ত্রিদণ্ডি-শ্রীধরস্বামিপাদের প্রণালীই অনুমোদিত ছিল। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধরের শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার-প্রণালী বুঝিতে না পারায় তাঁহাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিতে চা'ন, কিন্তু উহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনভিপ্রেত।

১৬। প্রবন্ধ—সুসঙ্গত গল্প-রচনা।

"বৃন্দাবন-পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥" ১৭ ॥

প্রভুর বৃন্দাবনপথ জিজ্ঞাসায় বালকগণের নিতাইর কথামত নবদ্বীপ-পথ প্রদর্শন ঃ—

তবে প্রভু পুছিলেন,—"শুন, শিশুগণ।
কহ দেখি, কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ॥" ১৮ ॥
শিশু সব গঙ্গাতীরপথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥ ১৯ ॥

সমুদয় প্রয়োজন-নির্ব্বাহের ও চতুর্দ্দিকে আগমনবার্ত্তা দিবার জন্য চন্দ্রশেখরকে নিতাইর শান্তিপুরে প্রেরণ ঃ—

আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোসাঞি।
"শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি ॥ ২০ ॥
প্রভু লয়ে যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে ॥ ২১ ॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করহ গমন।
শচীমাতা লঞা আইস আর ভক্তগণ ॥" ২২ ॥

মহাপ্রভুর সম্মুখে নিতাইর হঠাৎ আগমন ঃ—

তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি' দিল পরিচয় ॥ ২৩ ॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে প্রভুর জিজ্ঞাসা ও নিতাইর ছলনা ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রীপাদ, তোমার কোথাকে গমন।"
শ্রীপাদ কহে,—"তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥

গঙ্গাকে 'যমুনা' বলিয়া প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"কত দূরে আছে বৃন্দাবন।"
তেঁহো কহেন,—"কর এই যমুনা দরশন ॥" ২৫ ॥

মহাপ্রভুর গঙ্গাদর্শনে যমুনা-উদ্দীপন ঃ—

এত বলি' আনিল তাঁরে গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গারে যমুনা-জ্ঞানে ॥ ২৬ ॥

প্রভুর যমুনা-স্তব ঃ—

"অহো ভাগ্য, যমুনারে পাইলুঁ দরশন।"
এত বলি' যমুনার করেন স্তবন ॥ ২৭ ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৫।১৩)-ধৃত পাদ্মবাক্য—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ ২৮ ॥

এক কৌপীনমাত্র সম্বল প্রভু ঃ—

এত বলি' নমস্করি' কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ ২৯ ॥

অদ্বৈতাচার্য্যের আগমন ঃ—

হেনকালে আচার্য্য-গোসাঞি নৌকাতে চড়িঞা।
আইল নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস লঞা ॥ ৩০ ॥

অদ্বৈতের দর্শনে প্রভুর সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা ঃ—

আগে আচার্য্য আসি' রহিলা নমস্কার করি'।
আচার্য্য দেখি' বলে প্রভু মনে সংশয় করি' ॥ ৩১ ॥
"তুমি ত' আচার্য্য-গোসাঞি, এথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা ॥" ৩২ ॥

অদ্বৈতের সরলভাবে উত্তর দান ঃ—

আচার্য্য কহে,—"তুমি যাঁহা, সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥" ৩৩ ॥

অদ্বৈতের নিকট নিতাইর চাতুর্য্য-কথন ঃ—

প্রভু কহে,—"নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥" ৩৪ ॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক নিতাই-বাক্য সমর্থন ও সত্যত্ব-প্রতিপাদন ঃ—

আচার্য্য কহে,—"মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥ ৩৫ ॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥ ৩৬ ॥

অদ্বৈতের প্রভুকে নব কৌপীন-দান ও নিমন্ত্রণ ঃ—

পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাঁহা কৈলে স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি' শুষ্ক কর পরিধান ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

২৮। চিদানন্দভানোঃ (সম্বিৎপ্রীতিপ্রকাশকস্য) নন্দসূনোঃ (কৃষ্ণস্য) সদা (নিত্যং) পরপ্রেমপাত্রী (পরমপ্রীতিপ্রদাত্রী) দ্রবব্রহ্মগাত্রী (চিৎসলিলরূপা) অঘানাম্ (অপরাধানাং) লবিত্রী (বিনাশয়িত্রী) জগৎক্ষেমধাত্রী (জগতাং লোকানাং মঙ্গল-বিধাত্রী) মিত্রপুত্রী (রবিসুতা কালিন্দী যমুনা) নঃ (অস্মাকং) বপুঃ [দিব্যজ্ঞানেন] পবিত্রীক্রিয়াৎ (শুদ্ধী কুর্য্যাৎ)।

৩৪। গঙ্গাকে—গঙ্গায় ; কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রম

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮। চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, ব্রহ্মদ্রবস্বরূপিণী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গলকারিণী, সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন।

অনুভাষ্য

রাঢ়দেশে—কাটোয়ার নিকট থাকায় গ্রন্থমধ্যে বহুস্থানে রাঢ়ের ভাষা দেখা যায়। অদ্যাপি রাঢ়দেশে সপ্তমী-বিভক্তির 'এ'-স্থলে 'কে' ব্যবহৃত হয় ; যেমন, 'ঘরে'-শব্দ রাঢ়ে 'ঘরকে'-শব্দে প্রচলিত।

প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস ।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥ ৩৮ ॥

পাছে প্রভু অস্বীকার করেন, এই ভয়ে নিজগৃহে ভিক্ষার সামান্যভাবে বর্ণন ঃ—

একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক ।
শুখরুখা ব্যঞ্জন কৈলুঁ, সূপ আর শাক ॥" ৩৯ ॥

প্রভুকে শান্তিপুরে স্বগৃহে আনয়ন ও অভ্যর্থনা ঃ—

এত বলি' নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ-ঘর ।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর ॥ ৪০ ॥

সীতা-ঠাকুরাণীর রন্ধন ও স্বয়ং আচার্য্যের ভোগ-নিবেদন ঃ—

প্রথমে পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী ।
বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥ ৪১ ॥

দুই প্রভু ও কৃষ্ণ,—তিনজনের জন্য তিন পাত্রে নৈবেদ্য-সজ্জা ঃ—

তিনঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি' ।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু-পাত্রোপরি ॥ ৪২ ॥

নৈবেদ্য-বর্ণন ঃ—

বত্তিশা—আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া পাতে ।
দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভাল মতে ॥ ৪৩ ॥
মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা, আর মুদ্গসূপ ॥ ৪৪ ॥
সাদ্রক, বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার ।
পটোল, কুষ্মাণ্ড-বড়ি, মানকচু আর ॥ ৪৫
চই-মরিচ-সুখ্‌ত দিয়া সব ফল-মূলে ।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত-ঝালে ॥ ৪৬ ॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী ।
পটোল-ফুলবড়ি-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মানচাকি ॥ ৪৭ ॥
নারিকেল-শস্য, ছানা, শর্করা মধুর ।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, সকল প্রচুর ॥ ৪৮ ॥
মধুরাম্লবড়া, অম্লাদি পাঁচ-ছয় ।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥ ৪৯ ॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া, মিষ্ট ।
ক্ষীরপুলী, নারিকেল, যত পিঠা ইষ্ট ॥ ৫০ ॥
বত্তিশা-আঠিয়া-কলার ডোঙ্গা বড় বড় ।
চলে হালে নাহি,ডোঙ্গা অতি বড় দঢ় ॥ ৫১ ॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিঞা ।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিঞা ॥ ৫২ ॥
সঘৃত-পায়স নব-মৃৎকুণ্ডিকা ভরিঞা ।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধ রাখেত ধরিঞা ॥ ৫৩ ॥
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-লক্‌লকী ।
যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি ॥ ৫৪ ॥
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি' ।
চাঁপাকলা-দধি-সন্দেশ কহিতে না পারি ॥ ৫৫ ॥

নৈবেদ্যোপরি তুলসী ও তৎসহ আচমন-জল-প্রদান ঃ—

অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরি দিল তুলসীমঞ্জরী ।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি' ॥ ৫৬ ॥
তিন শুভ্রপীঠ, তার উপরি বসন ।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন ॥ ৫৭ ॥

স্বয়ং আরাত্রিক-সম্পাদন ও সগণ প্রভুগণের দর্শন ঃ—

আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল ।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি' আরতি দেখিল ॥ ৫৮ ॥

ঠাকুরের শয়ন-দান ঃ—

আরতি করিয়া কৃষ্ণে করা'ল শয়ন ।
আচার্য্য আসি' প্রভুরে তবে কৈলা নিবেদন ॥ ৫৯ ॥

দুই প্রভুর গৃহমধ্যে ভোজনার্থে গমন ঃ—

দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ।
গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন ॥ ৬০ ॥

মুকুন্দ ও হরিদাসকে আহারে অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাদের মর্য্যাদা-রক্ষা ও দৈন্য-বিনয় ঃ—

মুকুন্দ, হরিদাস,—দুই প্রভু বোলাইল ।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। বত্তিশা-আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া—বত্রিশ ছড়ার কাঁদি পড়ে, এমত আটিয়া-কলাগাছে। আঙ্গটিয়া অর্থাৎ অখণ্ডকলা-পাতে।

অনুভাষ্য

৩৯। শুখরুখা ব্যঞ্জন—চচ্চড়ি (?) ; সূপ—রসা।

অনুভাষ্য

৪৪-৫৫। গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় রন্ধন বা পাক-নৈপুণ্য সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিতেছেন।

৪৯। লোকে—জগতে।

৫০। ইষ্ট—প্রয়োজনীয়, বাঞ্ছিত।

৫১। চলে হালে নাহি—নড়ে চড়ে না। দঢ়—দৃঢ়, মজবুৎ।

৫৪। শকি—পারি।

৫৭। সাক্ষাৎ কৃষ্ণে—শ্রীমন্মহাপ্রভুকে।

মুকুন্দ বলে,—"মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ ঘরে ॥" ৬২ ॥
হরিদাস বলে,—"মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন ॥" ৬৩ ॥

প্রসাদ-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ও অদ্বৈতকে সম্মান ঃ—

দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর-ঘরে।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে ॥ ৬৪ ॥
"ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ ॥" ৬৫ ॥

মহাপ্রভুকে না জানাইয়া প্রভুদ্বয়কে তত্তৎ আসন প্রদান ঃ—

প্রভু জানে তিন ভোগ—কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মন-কথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥ ৬৬ ॥

প্রভু ও আচার্য্য, উভয়েরই উভয়কে ভোজনে অনুরোধ ঃ—

প্রভু বলে,—"বৈস তুমি করিতে ভোজন।"
আচার্য্য কহে,—"আমি করিব পরিবেশন ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর উক্তি ঃ—

"কোন্ স্থানে বসিব, আর আন দুই পাত।
অল্প করি' তাহে আনি' দেহ ব্যঞ্জন-ভাত ॥" ৬৮ ॥

আচার্য্যের দুই প্রভুকে আসন-প্রদান ঃ—

আচার্য্য কহে,—"বৈস দোঁহে পিণ্ডার উপরে।"
এত বলি' হাতে ধরি' বসাইল দুঁহারে ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর বিধিমার্গে আচার্য্যোচিত বৈরাগ্যলীলা ঃ—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়-বারণ ॥" ৭০ ॥

গৌরগতপ্রাণ আচার্য্যের প্রভুর ভোজনে
অত্যধিক নির্ব্বন্ধ ঃ—

আচার্য্য কহে,—"ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥ ৭১ ॥
ভোজন করহ, ছাড় বচন চাতুরী।"
প্রভু কহে,—"এত অন্ন খাইতে না পারি ॥" ৭২ ॥
আচার্য্য বলে,—"অকপটে করহ আহার।
যদি না খাইতে পার, রহিবেক আর ॥" ৭৩ ॥

ভোজন-পাত্রে অবশেষ রাখা সন্ন্যাসীর নিষেধ ঃ—

প্রভু বলে,—"এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥" ৭৪ ॥

আচার্য্যের প্রভুকে অনুযোগ ও দীনতা ঃ—

আচার্য্য বলে,—"নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥ ৭৫ ॥
তিন জনার ভক্ষ্যপিণ্ড—তোমার এক গ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥ ৭৬ ॥
মোর ভাগ্যে, মোর ঘরে, তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী, প্রভু, করহ ভোজন ॥" ৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। কৃত্য নাহি সরে—কর্ত্তব্যকার্য্য কিছু বাকী আছে।

অনুভাষ্য

৬৬। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে তিনটী ভোগ সমান করাইয়া বাড়াইয়াছিলেন (এই পরিচ্ছেদের ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য), তাহার মধ্যে ধাতু-পাত্রটীরই উপরি কৃষ্ণের ভোগ ছিল ; অপর দুইটী কদলীপত্রে দুইটী ভোগ ছিল। ধাতুপাত্রস্থ কৃষ্ণের ভোগ, কৃষ্ণকে অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং নিবেদন করিয়াছিলেন। বক্রী (বাকি) কলাপাতের দুই ভোগ শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্য অনিবেদিত অবস্থায় ছিল,—তাহা আচার্য্য মনে মনে রাখিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর নিকট ঐ কথা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং মহাপ্রভু তিনটী ভোগই কৃষ্ণনৈবেদ্য-প্রসাদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

৬৮। শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি ও নিত্যানন্দ কোন্ স্থানে বসিব? ভোগের পরিমাণ অধিক দেখিয়া আরও অন্য দুইটী পাত্র আনিয়া তাহাতেই অন্নব্যঞ্জন অল্প পরিমাণে দিতে বলিলেন।

৭০। উপকরণ—ডাল, তরকারী প্রভৃতি যাহার সাহায্যে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭১। ভারিভুরি—গোপ্যকথা।

অনুভাষ্য

অবলীলাক্রমে অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়। সন্ন্যাসীর তাদৃশ মুখরোচক দ্রব্যে অধিকার নাই। ইন্দ্রিয়প্রিয় বস্তু-সেবনে ভোগ-প্রবৃত্তির প্রবলতা হয়, সেইজন্য মহাপ্রভু বৈরাগ্যপ্রধান-ভক্তের সম্বন্ধে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—"ভাল না পরিবে, আর ভাল না খাইবে।" ভক্তগণ কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত কখনও অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অত্যন্ত মুখপ্রিয় উত্তম উত্তম দ্রব্যই অর্থবান্ গৃহস্থগণ কৃষ্ণকে ভোগ দিয়া থাকেন। কৃষ্ণবিলাস-সহচর মুখশুদ্ধি তাম্বূল, অন্যান্য সুগন্ধ মশলা, পুষ্প-মাল্য, পালঙ্ক, বস্ত্র, আভরণাদি প্রসাদীয় বস্তুসমূহ বৈষ্ণবের আদরের বস্তু হইলেও প্রভুর আজ্ঞাক্রমে অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ আপনার দেহকে প্রাকৃত বীভৎস-জ্ঞানে তত্তদ্দ্রব্য স্বীকার করিলে অপরাধ হইবে জানিয়া নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করেন। বৈষ্ণবাভিমানী অবৈষ্ণব সহজিয়া প্রভৃতি অনর্থ-প্রবৃত্ত-ব্যক্তিগণ প্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ।

৭৪। সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট রাখিতে নাই—(ভাঃ ১১।১৮।১৯)

প্রভুদ্বয়ের পৃথক্ জলে আচমনান্তে ভোজনারম্ভ ঃ—

এত বলি' জল দিল দুই গোসাঞির হাতে ।
হাসিয়া লাগিলা দুঁহে ভোজন করিতে ॥ ৭৮ ॥

অদ্বৈতের সহিত নিতাইর প্রেম-কৌতুক-বিতণ্ডা ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"কৈলুঁ তিন উপবাস ।
আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ ॥ ৭৯ ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে ।
অর্দ্ধপেট না ভরিল এই গ্রাসেক অন্নে ॥" ৮০ ॥
আচার্য্য কহে,—"তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী ।
কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী ॥ ৮১ ॥
দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলা মুষ্টিকান্ন ।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভ-মন ॥" ৮২ ॥
নিত্যানন্দ বলে,—"যবে কৈলে নিমন্ত্রণ ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥" ৮৩ ॥
শুনি' নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত ।
কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পিরীত ॥ ৮৪ ॥
"ভ্রষ্ট অবধূত তুমি, উদর ভরিতে ।
সন্ন্যাস লইয়াছ, বুঝি, ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥ ৮৫ ॥
তুমি খেতে পার দশ-বিশ মানের অন্ন ।
আমি তাহা কাঁহা পাব, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ৮৬ ॥
যে পাঞাছ মুষ্টিকান্ন, তাহা খাঞা উঠ ।
পাগলামি না করিহ, না ছড়াইও ঝুঠ ॥" ৮৭ ॥

প্রভুদ্বয়ের প্রণয়কৌতুক-কলহে মহাপ্রভুর হাস্য ঃ—

এই মত হাস্যরসে করেন ভোজন ।
অর্দ্ধ-অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ ৮৮ ॥

আচার্য্যের ইচ্ছামত মহাপ্রভুর পরিপূর্ণ ভোজন ঃ—

সেই ব্যঞ্জন আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ ।
এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ৮৯ ॥
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি' করেন প্রার্থন ।
প্রভু বলেন,—"আর কত করিব ভোজন ॥" ৯০ ॥
আচার্য্য কহে,—"যে দিয়াছি, তাহা না ছাড়িবা ।
এখন যে দিয়ে, তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥" ৯১ ॥
নানা যত্নে-দৈন্যে প্রভুর করাইল ভোজন ।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ ৯২ ॥

অর্দ্ধভুক্ত-ভানে কৃত্রিম-ক্রোধভরে নিতাইর একমুষ্টি অন্ন-বিক্ষেপ ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"আমার পেট না ভরিল ।
লঞা যাহ, তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥" ৯৩ ॥
এত বলি' একগ্রাস অন্ন হাতে লঞা ।
উঝালি' ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥ ৯৪ ॥

নিতাইর সেই নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট অঙ্গে স্পর্শহেতু অদ্বৈতের প্রেমভরে নৃত্য ঃ—

ভাত দুই-চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে ।
ভাত গায়ে লঞা আচার্য্য নাচে বহুরঙ্গে ॥ ৯৫ ॥
"অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে ।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ ৯৬ ॥

নিন্দাচ্ছলে অদ্বৈতের নিত্যানন্দ-স্তুতি ঃ—

তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল ।
তোর জাতি-কুল নাহি, সহজে পাগল ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। মান—চারসেরা কাঠাকে 'মান' বলে।

অনুভাষ্য

"বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ। বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্।।" চক্রবর্ত্তীর টীকা—"বিভজ্য বিষ্ণু-ব্রহ্মার্কভূতেভ্যঃ ; অশেষমিতি ভোজনপাত্রেঽবশিষ্টং ন রক্ষণীয়-মিতি।"

৭৬। লেখায়—অনুপাতে।

৮১। তৈর্থিক সন্ন্যাসী—স্বয়ং অবধূত হইয়াও তীর্থ ভ্রমণ-কারী বহূদক-সন্ন্যাসাভিনয়কারী ; ৮৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৮৫। ভ্রষ্ট—প্রাকৃত-স্মার্ত্তসমাজ-ভ্রষ্ট অর্থাৎ বিধি-নিষেধা-তীত, নিন্দাচ্ছলে স্তুত্যর্থে ব্যবহৃত।

সন্ন্যাসের চরম অবস্থা—পারমহংস্য ; উহারই নামান্তর 'অবধূতত্ব'। অবধূতগণ স্বেচ্ছাচারী—বিষয়গ্রহণ সত্ত্বেও বিষয়-বাধ্য নহেন। সন্ন্যাসের চিহ্ন তাঁহারা কখনও গ্রহণ করেন, কখনও বা পরিত্যাগ করেন। এইসকল অদ্বৈতবাক্য পরিহাসপর, প্রকৃত কথা নহে। কেহ কেহ খড়দহে ত্রিপুরাসুন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দরসহ অধিষ্ঠিত দেখিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর অবধূতাচারকে শাক্তসম্প্রদায়ের কৌলাবধূতাচার বলিয়া ভ্রম করেন,—"অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" ; বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ বৈদিক-সন্ন্যাসীর স্বরূপ-ব্রহ্মচারী, স্বয়ং পরমহংস। আবার কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মীপতি তীর্থই তাঁহার আচার্য্য ; তাহা হইলেও তিনি শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত,—বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক নহেন।

৮৭। ঝুঠ—উচ্ছিষ্ট।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। দোনা—ডোঙ্গা। করেন প্রার্থন—খাইতে প্রার্থনা করেন।

আপনার সম মোরে করিবার তরে ।
ঝুঠা দিলে, বিপ্র বলি' ভয় না করিলে ॥" ৯৮ ॥

নিত্যানন্দের অদ্বৈতকে শাস্তিদানের ভয়-প্রদর্শন ও প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা ঃ—

নিত্যানন্দ বলে,—"এই কৃষ্ণের প্রসাদ ।
ইহাকে 'ঝুঠা' কহিলে, কৈলে অপরাধ ॥ ৯৯ ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন ।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥" ১০০ ॥

বৈষ্ণবসন্ন্যাসদ্বারা স্মার্ত্তবিধি-লোপ ঃ—

আচার্য্য কহে,—"না করিব সন্ন্যাসি-নিমন্ত্রণ ।
সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতি-ধর্ম্ম ॥" ১০১ ॥

আচমনান্তে প্রভুদ্বয়কে অদ্বৈতের কালোচিত সেবা ঃ—

এত বলি' দুই জনে করাইল আচমন ।
উত্তম শয্যাতে লইয়া করাইল শয়ন ॥ ১০২ ॥
লবঙ্গ এলাচী-বীজ—উত্তম রসবাস ।
তুলসী-মঞ্জরীসহ দিল মুখবাস ॥ ১০৩ ॥
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর ।
সুগন্ধি পুষ্পমালা আনি' দিল হৃদয়-উপর ॥ ১০৪ ॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক প্রভুর পাদসম্বাহন-চেষ্টা ঃ—

আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন ।
সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন ॥ ১০৫ ॥

প্রভুর লজ্জা ও আচার্য্যকে মুকুন্দ-হরিদাসের সহ ভোজনে আজ্ঞা ঃ—

"বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান ।
মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥" ১০৬ ॥
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে ।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥ ১০৭ ॥

স্থানীয় লোকের প্রভুদর্শনে আগমন ঃ—

শান্তিপুরের লোক শুনি' প্রভুর আগমন ।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥

চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি ও প্রভুর রূপদর্শনে আনন্দ ঃ—

'হরি' 'হরি' বলে লোক আনন্দিত হঞা ।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিঞা ॥ ১০৯ ॥
গৌর-দেহ-কান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল ।
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০১। স্মৃতিধর্ম্ম—স্মার্ত্তধর্ম্ম।

১০৩। রসবাস—রসযুক্ত গন্ধ।

অনুভাষ্য

৯৪। উঝালি—ছড়াইয়া

৯৬। অবধূত—অসংস্কৃতদেহ (ভাঃ ৩।১।১৯ শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-টীকা দ্রষ্টব্য)। পরমহংসাচার-লীলাকারী শ্রীনিত্যানন্দ অন্ন ছড়াইয়া পাগলামি দেখাইবার ছলনা করিলেও তাঁহার উচ্ছিষ্ট-স্পর্শে আমি অভক্ত স্মার্ত্তসমাজবিধি-অনুসারে অপবিত্র বা অশুচি হইবার পরিবর্ত্তে বাস্তবিকপক্ষে পরম-পবিত্র ও শুদ্ধ হইলাম। বৈষ্ণব বা পরমহংসের উচ্ছিষ্ট—মহামহাপ্রসাদ, উহা স্বয়ং চেতনময় বাস্তব বিষ্ণুসদৃশ, উহা অভক্তের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর জড়ের ভাত-ডাল নহে। বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-দেব, বা পরমহংস অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট-স্পর্শ-সেবন-সঙ্গ প্রাকৃত জীবের হৃদয়স্থিত যাবতীয় হরিবৈমুখ্য দূরীভূত করিয়া তাহাকে যে অপ্রাকৃত পরমহংস-দাস্যরূপ শুদ্ধ-ব্রাহ্মণত্বে প্রতি-ষ্ঠিত করে,—ইহা আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং মূঢ়জীবের মঙ্গলের জন্য বলিলেন।

৯৭। সহজে পাগল—আত্মা বা চেতনের সহজাত অপ্রাকৃত পারমহংস্যধর্ম্মপরায়ণ, অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসেবায় মত্ত (ভাঃ ১১।১৮।২৮-২৯ দ্রষ্টব্য)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৮। আপনার সম—অর্থাৎ সিদ্ধবৈষ্ণব বা বিধি-নিষেধা-তীত পরমহংস। শ্রীগুরু নিত্যানন্দ এবং পরমহংস বা বৈষ্ণব ও তাঁহাদের দাসাভিমানিগণ কখনও হরিবিমুখ প্রাকৃত স্মার্ত্ত-সমাজের ভয়ে তাহার বিধিদ্বারা চালিত হন না,—ইহাই আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর বলিবার তাৎপর্য্য। শুদ্ধবৈষ্ণব বা পরমহংস-দাসগণ চেতনময় মহাপ্রসাদকে প্রকৃতিজাত জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ভাত-ডালের সহিত এক দেখিয়া তাহাতে স্পর্শদোষ বিচার করিবার পরিবর্ত্তে তাহার সেবন ও সম্মান করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব দূরে থাকুক্, চণ্ডালের মুখভ্রষ্ট মহাপ্রসাদ-সেবনফলেও বিপ্রের বিপ্রত্ব সম্পূর্ণ অটুট থাকে, বিপ্রত্বে কিছুমাত্র অশুচি স্পর্শ করে না,—ইহাই জানেন। মহাপ্রসাদ-সেবনে—জড়ের যাবতীয় শুচি ও অশুচি বস্তু কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত শুচিরূপে দৃষ্ট হয়।

৯৯। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।। ব্রহ্মবন্নির্ব্বি-কারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।। কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।।" মহাপ্রসাদকে জড়ের ভাত-ডাল-সাম্যে ভোগ্যবুদ্ধিরূপ অপরাধ হইতে সাবধান করিবার জন্যই গ্রন্থকার মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য (অন্ত্য, ১৬ পঃ ৫৬-৬৩ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন।

সমস্তদিনব্যাপি লোকের যাতায়াত ঃ—

আইসে যায় লোক সব, নাহি সমাধান ।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥ ১১১ ॥

সন্ধ্যায় অদ্বৈতের সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন ।
আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন ॥ ১১২ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিঞা ।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা ॥ ১১৩ ॥

তথাহি পদম্—

কি কহিব রে সখি আজুক আনন্দ ওর ।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ১১৪ ॥ ধ্রু ॥

এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন ।
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-হুঙ্কার-গর্জ্জন ॥ ১১৫ ॥

অদ্বৈতের প্রভুর নিকট সবিনয় প্রার্থনা ঃ—

ফিরি' ফিরি' কভু প্রভুর ধরেন চরণ ।
চরণ ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥ ১১৬ ॥
"অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া ।
ঘরেতে পাঞাছি, এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥" ১১৭ ॥
এত বলি' আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন ।
প্রহরেক-রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১১৮ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

প্রেমের উৎকণ্ঠা,—প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ ।
বিরহ বাড়িল, প্রেমজ্বালার তরঙ্গ ॥ ১১৯ ॥
ব্যাকুল হঞা প্রভু ভূমেতে পড়িলা ।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা ॥ ১২০ ॥

মুকুন্দের কালোচিত গীত-গান ঃ—

প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে ।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥ ১২১ ॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন ।
পদ শুনি' প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ ১২২ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ঃ—

অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদ্গদ বচন ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥ ১২৩ ॥

তথাহি পদম্—

হা হা প্রাণপ্রিয়সখি, কি না হৈল মোরে ।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে ॥ ১২৪ ॥ ধ্রু ॥
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্তি না পাই ।
যাঁহা গেলে কানু পাও, তাঁহা উড়ি' যাই ॥ ১২৫ ॥

এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্বরে ।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর ভাব ঃ—

নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, চাপল্য, গর্ব্ব, দৈন্য ।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব-সৈন্য ॥ ১২৭ ॥
জর-জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে ।
ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ ১২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৪। ওর—সীমা ; এই পদটী বিদ্যাপতির।

অনুভাষ্য

১০৬। সন্ন্যাসীকে উত্তমশয্যা, লবঙ্গ, এলাচি, চন্দন, পুষ্প-মালাদান ও স্বয়ং অদ্বৈতের পাদসম্বাহন-চেষ্টা দেখিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—তুমি আমাকে অনেক নাচাইয়াছ, এক্ষণে নাচান বন্ধ কর।

১১১। সমাধান—হিসাব, মীমাংসা।

১১৩। বুলে—নাচিয়া চলেন।

১১৪। বিদ্যাপতি-রচিত গীত—"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।। পাপ সুধাকর যত সুখ দেল। পিয়ামুখ-দরশনে তত সুখ ভেল।। আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তব্ হাম্ পিয়া দূরদেশে না পাঠাই।। শীতের ওড়নী পিয়া, গিরিষীর বা'। বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না'।। ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন, বরনারি। সুজনক দুখ দিবস দুই চারি।।"

অনুভাষ্য

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃত-সমুদ্রে' এই গীতের প্রথম চারি পঙ্ক্তি উদ্ধার করেন নাই। কেহ কেহ 'মাধব'-শব্দে মাধবেন্দ্র-পুরীকে লক্ষ্য করিয়া অদ্বৈতের গীতি মনে করেন ; কিন্তু উহা সঙ্গত নহে। মাথুর-বিরহের পর সম্ভোগে, অধিকতর ইহার সঙ্গতি জানিতে হইবে।

১১৭। ভাণ্ডিয়া—ভাঁড়াইয়া, প্রতারিত করিয়া।

১২৪। সম্ভোগ-রসের গীতিতে কৃষ্ণ-সঙ্গাভাবে শ্রীপ্রভুতে বিপ্রলম্ভরসের পূর্ণ প্রাকট্য দেখিয়া মুকুন্দ তদনুরূপ পদ গান আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতপ্রভুও নৃত্য বন্ধ করিলেন। বিদ্যাপতির অনুরূপ পদ—"কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়। পিয়ার লাগিয়া হাম কোন্ দেশে যাব।।"

১২৭। হর্ষ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"অভীষ্টেক্ষণ-লাভাদিজাতা চেতঃপ্রসন্নতা। হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রু-মুখফুল্লতা। আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ।।"

দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥ ১২৯ ॥
'বল্' 'বল্' বলে, নাচে, আনন্দে বিহ্বল ।
বুঝন না যায়, ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥ ১৩০ ॥

প্রভুর সঙ্গে সতর্ক নিত্যানন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা ।
আচার্য্য, হরিদাস বুলে পাছে ত' নাচিঞা ॥ ১৩১ ॥

প্রভুতে বহুভাব-বৈচিত্র্য ঃ—

এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে ।
কভু হর্ষ, কভু বিষাদ, ভাবের তরঙ্গে ॥ ১৩২ ॥

উপবাসান্তে অত্যধিক নৃত্যে প্রভুর ক্লান্তি ঃ—

তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন ।
উদ্দণ্ড-নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥ ১৩৩ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে প্রভুর শ্রমবোধরাহিত্য হইলেও শ্রমাপনোদন ঃ—

তবু ত' না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিঞা ॥ ১৩৪ ॥
আচার্য্য-গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন ।
নানা সেবা করি' প্রভুকে করাইল শয়ন ॥ ১৩৫ ॥

দশদিন শান্তিপুরে বাস ঃ—

এইমত দশদিন ভোজন-কীর্ত্তন ।
একরূপে করি' করে প্রভুর সেবন ॥ ১৩৬ ॥

নবদ্বীপের ভক্তগণসহ শচীমাতার দোলায় আগমন ঃ—

প্রভাতে আচার্য্য-রত্ন দোলায় চড়াঞা ।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা ॥ ১৩৭ ॥
নদীয়া-নগরের লোক—স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ ।
সব লোক আইল, হৈল সঙ্ঘট্ট সমৃদ্ধ ॥ ১৩৮ ॥

প্রাতে শচীর সহিত প্রভুর মিলন ঃ—

প্রাতঃকৃত্য করি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
শচীমাতা লঞা আইলা অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৩৯ ॥

প্রভুদর্শনে শচীর স্নেহ-ক্রন্দন ঃ—

শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা ।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইঞা ॥ ১৪০ ॥

শচীর প্রভুপ্রতি বাৎসল্য-প্রেম বর্ণন ঃ—

দোঁহার দর্শনে দুঁহে হইলা বিহ্বল ।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥ ১৪১ ॥
অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ ।
দেখিতে না পায়,—অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ১৪২ ॥

শচীর পুত্রের নিকট বিলাপ ও প্রার্থনা ঃ—

কান্দিয়া কহেন শচী,—"বাছারে নিমাঞি ।
বিশ্বরূপসম না করিহ নিঠুরাই ॥ ১৪৩ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন ।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ॥" ১৪৪ ॥

শচীমাতাকে মাতৃভক্তশিরোমণি প্রভুর প্রবোধ-দান ঃ—

কান্দিয়া বলেন প্রভু,—"শুন, মোর আই ।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই ॥ ১৪৫ ॥
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে ।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে ॥ ১৪৬ ॥

শচীমাতার প্রতি প্রভুর চিরস্নেহ ঃ—

জানি' বা না জানি' যদি করিলুঁ সন্ন্যাস ।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥ ১৪৭ ॥

শচীর ঈপ্সিত স্থানে প্রভুর অবস্থানে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তুমি যাঁহা কহ, আমি তাঁহাই রহিব ।
তুমি যেই আজ্ঞা কর, সেই সে করিব ॥" ১৪৮ ॥

প্রভুর প্রণাম ও স্নেহভরে শচীর প্রভুকে ক্রোড়ে ধারণ ঃ—

এত বলি' পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার ।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তগণের সহিত প্রভুর মিলন ও প্রেমালিঙ্গন ঃ—

তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তরে ।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বরে ॥ ১৫০ ॥

অনুভাষ্য

অভীষ্টদর্শন-লাভে চিত্তের যে প্রসন্নতা হয়, উহাই 'হর্ষ' ; হর্ষ হইলে রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, অশ্রু, মুখস্ফীততা, আবেগ, উন্মাদ, জাড্য ও মোহাদি হয়।

গর্ব্ব—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"সৌভাগ্যরূপতারুণ্য-গুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্য-হেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে।। তত্র সোল্লুণ্ঠবচনং লীলানুত্তরদায়িতা। স্বাঙ্গেক্ষা নিহ্নবোঽন্যস্য বচনাশ্রবণাদয়ঃ।।" ইষ্টবস্তুলাভে নিজ সৌভাগ্য, রূপতারুণ্য, গুণ,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। আই—আর্য্যা, শচীমাতা।

অনুভাষ্য

সর্ব্বোত্তমাশ্রয় প্রভৃতি অবলম্বনে অপরকে যে অবহেলা, তাহাই 'গর্ব্ব'। ইহাতে স্তুতিবাক্য, উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গদর্শন, নিজের অভিপ্রায়াদি-গোপন ও অন্যের বাক্য শ্রবণাদি না করা প্রভৃতি ক্রিয়া বর্ত্তমান।

১৪৩। নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা।

একে একে মিলিল প্রভু সব ভক্তগণে ।
সবার মুখ দেখি' করে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ১৫১ ॥

প্রভুদর্শনে ভক্তের সুখ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নহে ঃ—

কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥ ১৫২ ॥

নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ ঃ—

শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর ।
গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর ॥ ১৫৩ ॥
বুদ্ধিমন্ত খাঁন, নন্দন, শ্রীধর, বিজয় ।
বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয় ॥ ১৫৪ ॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী ।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি' ॥ ১৫৫ ॥

অদ্বৈতভবন—বৈকুণ্ঠ, সর্ব্বক্ষণ হরিসেবাময় ঃ—

আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' 'হরি' 'হরি' ।
আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ ১৫৬ ॥

সমাগত সকল লোককেই আচার্য্যের স্নানাহার-দান ঃ—

যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে ।
নানা-গ্রাম হৈতে, আর নবদ্বীপ হৈতে ॥ ১৫৭ ॥
সবাকারে বাসা দিল—ভক্ষ্য, অন্নপান ।
বহুদিন আচার্য্য-গোসাঞি কৈল সমাধান ॥ ১৫৮ ॥

অচ্যুত আচার্য্যের অচ্যুত ভাণ্ডার ঃ

আচার্য্য-গোসাঞির ভাণ্ডার—অক্ষয়, অব্যয় ।
যত দ্রব্য ব্যয় করে, তত দ্রব্য হয় ॥ ১৫৯ ॥

শচীর পাচিত অন্নে প্রভুর ভোগ ঃ—

সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন ।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ॥ ১৬০ ॥

দিবাভাগে আচার্য্যের, রাত্রিভাগে অন্যলোকের প্রভুদর্শন ঃ—

দিনে আচার্য্যের প্রীতি—প্রভুর দর্শন ।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ১৬১ ॥

কীর্ত্তনকালে ভাববশে প্রভুর ভূমিতে পতন ঃ—

কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্বভাবোদয় ।
স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদ্গদ, প্রলয় ॥ ১৬২ ॥

স্নেহার্দ্র ভয়বিহ্বলা শচীর পুত্রের নিরাময়ার্থে বিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা ঃ—

ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাঞা ।
দেখি' শচীমাতা কহে রোদন করিয়া ॥ ১৬৩ ॥
"চূর্ণ হৈল, হেন বাসোঁ নিমাঞি-কলেবর ।"
হাহা করি' বিষ্ণু-পাশে মাগে এই বর ॥ ১৬৪ ॥
"বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন ।
তার প্রতিফল মোরে দেহ, নারায়ণ ॥ ১৬৫ ॥
যে-কালে নিমাঞি পড়ে ধরণী-উপরে ।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাঞি-শরীরে ॥" ১৬৬ ॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল ।
হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইল বিকল ॥ ১৬৭ ॥

ভক্তগণের প্রভুকে নিমন্ত্রণেচ্ছা ঃ—

শ্রীবাসাদি যত প্রভুর বিপ্র-ভক্তগণ ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ॥ ১৬৮ ॥

শচীর ভক্তগণকে নিবারণ ও স্বয়ং ভিক্ষা দিবার প্রস্তাব ঃ—

শুনি' শচী সবাকারে করিল মিনতি ।
"নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ॥ ১৬৯ ॥
তোমা-সবা-সনে হবে অন্যত্র মিলন ।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥ ১৭০ ॥
যাবৎ আচার্য্য-গৃহে নিমাঞির অবস্থান ।
মুঞি ভিক্ষা দিব, সবাকারে মাগোঁ দান ॥" ১৭১ ॥

ভক্তগণের সম্মতি ঃ—

শুনি' সব ভক্তগণ কহে করি' নমস্কার ।
"মাতার যে ইচ্ছা, সেই সম্মত সবার ॥" ১৭২ ॥

অনুভাষ্য

১৬২। পুলকাশ্রু—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ—"হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রে জলোদ্গমঃ হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে। সর্ব্বত্রনয়নক্ষোভ রাগসম্মার্জ্জনাদয়ঃ।।" হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি হইতে বিনা-প্রযত্নে চক্ষে যে জল পড়ে, উহাই 'পুলকাশ্রু'। হর্ষজন্য অশ্রুতে শীতলত্ব, ক্রোধজন্য উষ্ণত্ব এবং উভয়প্রকার পুলকে নয়নক্ষোভ ও রাগসম্মার্জ্জনাদি ঘটে।

প্রলয়—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ—"প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ। অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ।।" সুখ ও দুঃখ উভয় চেষ্টা হইতেই জ্ঞান নিরস্ত হয়। এইপ্রকার প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি অনুভাবসকল দেখা যায়।

'সর্ব্বভাব' অর্থাৎ অষ্ট-সাত্ত্বিকবিকার। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, পুলকাশ্রু ও প্রলয়।

১৬৫। বাল্যকাল হৈতে—বালিকা অবস্থা থেকে, আ-শৈশব ; নিত্যসিদ্ধা মূর্ত্তিমতী বাৎসল্য-বিগ্রহা যশোদাস্বরূপিণী শচীমাতা যে আজন্ম কৃষ্ণসেবাপরায়ণা,—কখনই প্রাকৃত জীব নহেন, তাহা এস্থলে তাঁহার স্বমুখেই কথিত হইল।

১৬৯। কতি—কোথায়।

মাতৃ-বাঞ্ছাপূরণার্থে মাতৃভক্তশিরোমণি প্রভুর ভক্তগণকে অনুরোধ ঃ—

মাতার ব্যগ্রতা দেখি' প্রভুর ব্যগ্র মন ।
ভক্তগণ একত্র করি' বলিলা বচন ॥ ১৭৩ ॥

প্রভুর ভক্তবশ্যতা ঃ—

"তোমা-সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাম বৃন্দাবন ।
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥ ১৭৪ ॥

প্রভুর ভক্ত ও মাতৃ-বাৎসল্য ঃ—

যদ্যপি সহসা আমি কর্য়াছোঁ সন্ন্যাস ।
তথাপি তোমা-সবা হৈতে নহিব উদাস ॥ ১৭৫ ॥
তোমা-সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব' ।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ ১৭৬ ॥

বান্তাশী হওয়া সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে ঃ—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—সন্ন্যাস করিঞা ।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥ ১৭৭ ॥

ফল্গুবৈরাগ্যহেতু মহাপ্রভুর নিন্দা না হয়, তজ্জন্য ভক্তগণের নিকট যুক্তি-প্রার্থনা ঃ—

কেহ যেন এই বলি' না করে নিন্দন ।
সেই যুক্তি কহ, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম ॥" ১৭৮ ॥

শচীকে অদ্বৈতাদির প্রার্থনা ঃ—

শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন ।
শচীপাশ আচার্য্যাদি করিল গমন ॥ ১৭৯ ॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল ।
শুনি' শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল ॥ ১৮০ ॥

প্রভুর সুখেই শচীমাতার সুখ ঃ—

"তেঁহো যদি ইঁহা রহে, তবে মোর সুখ ।
তাঁ'র নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ ॥ ১৮১ ॥

শচীমাতার পুত্রসুখ-জন্য পুরীবাসের অনুমোদন ঃ—

তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয় ।
নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য্য হয় ॥ ১৮২ ॥
নীলাচলে-নবদ্বীপে যেন দুই ঘর ।
লোক-গতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥ ১৮৩ ॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন ।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥ ১৮৪ ॥

শচীর শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেম ঃ—

আপনার দুঃখ-সুখ তাঁহা নাহি গণি ।
তাঁর যেই সুখ, তাহা নিজ সুখ মানি ॥" ১৮৫॥

ভক্তগণের শচীমাতাকে স্তুতি ঃ—

শুনি' ভক্তগণ তাঁরে করিল স্তবন ।
"বেদ-আজ্ঞা যৈছে, মাতা, তোমার বচন ॥" ১৮৬ ॥

শচীর অভিপ্রায়-শ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

প্রভু-আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল ।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥ ১৮৭ ॥

ভক্তগণ-সমীপে প্রভুর আবেদন ঃ—

নবদ্বীপ-বাসী আদি যত ভক্তগণ ।
সবারে সম্মান করি' বলিলা বচন ॥ ১৮৮ ॥
"তুমি-সব লোক—মোর পরম বান্ধব ।
এই ভিক্ষা মাগোঁ,—মোরে দেহ তুমি-সব ॥১৮৯॥

সকলকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে আদেশ ঃ—

ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন ॥ ১৯০ ॥

পুরী যাইতে প্রভুর আজ্ঞা-প্রার্থনা ঃ—

আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন ।
মধ্যে মধ্যে আসি' তোমায় দিব দরশন ॥" ১৯১ ॥

যথাযোগ্য মান দিয়া সকলকে বিদায়-দান ঃ—

এত বলি' সবাকারে ঈষৎ হাসিঞা ।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিঞা ॥ ১৯২ ॥

হরিদাসের দৈন্য ও অকিঞ্চন ঃ—

সবা বিদায় দিয়া চলিতে হৈল মন ।
হরিদাস কান্দি' কহে করুণ-বচন ॥ ১৯৩ ॥

অনুভাষ্য

১৭৬। জীব'—বাঁচিব, প্রকট থাকিব।

১৮১। পুত্র কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থান করিলে মাতার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ সুখ হইলেও কৃষ্ণসেবাপরিত্যাগ-হেতু পুত্র নিন্দাভাজন হইলে যথার্থ-স্নেহশীলা মাতার দুঃখই উপস্থিত হয় ; সুতরাং পুত্রদর্শনরূপ নিজ-সুখ বা ভোগ অপেক্ষা পুত্রের কৃষ্ণসেবাতেই নিত্যমঙ্গল-সুখাকাঙ্ক্ষিণী প্রকৃত মাতার প্রকৃত সুখ ; নতুবা, মা—'মায়া'-শব্দ-বাচ্যা,—এ কথাদ্বারা মাতৃ-কুলের আদর্শ জগন্মাতা শচীঠাকুরাণী সমগ্র মাতৃকুলকে শিক্ষা দিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ৫।৫।১৮)—"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।।"—শ্লোকটী আলোচ্য।

১৮৫। এই পদ্যটী—কৃষ্ণসেবকের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ সেবার সুন্দর ব্যাখ্যা। আদি ৪র্থ পঃ ১৭৪-১৭৫, ২০১, ২০৪ ; মধ্য ৪র্থ পঃ ১৮৬ সংখ্যা এবং "সেবা-সুখ-দুঃখ—পরম সম্পদ"—(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত 'শরণাগতি দ্রষ্টব্য)।

"নীলাচলে যাবে তুমি, মোর কোন্ গতি ।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ ১৯৪ ॥
মুঞি অধম না পাইনু তোমার দরশন ।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥" ১৯৫ ॥
প্রভু কহে,—"কর তুমি দৈন্য-সম্বরণ ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥ ১৯৬ ॥

হরিবিমুখ স্মার্ত্তসমাজকে ধিক্কার দিয়া ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে পুরীতে লইতে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তোমার লাগি' জগন্নাথে করিব নিবেদন ।
তোমা-লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥" ১৯৭ ॥

প্রভুকে আরও দিনকতক থাকিবার জন্য অদ্বৈতের প্রার্থনা ঃ—

তবে ত' আচার্য্য কহে বিনয় করিঞা ।
"দিন দুই-চারি রহ কৃপা ত' করিঞা ॥" ১৯৮ ॥

প্রভুর অদ্বৈত-বাঞ্ছা-পূরণ ও সকলের আনন্দ ঃ—

আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন ।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে, না কৈল গমন ॥ ১৯৯ ॥
আনন্দিত হৈল আচার্য্য, শচী, ভক্ত-সব ।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব ॥ ২০০ ॥

দিবসে ইষ্টগোষ্ঠী, নিশায় সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

দিনে কৃষ্ণরস-কথা ভক্তগণ-সঙ্গে ।
রাত্রে মহা-মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২০১ ॥

সগণ প্রভুর স্বপাচিত অন্নভোজনে আইর আনন্দ ঃ—

আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন ।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২০২ ॥

প্রভুর সেবায় অদ্বৈতের সবই ধন্য ঃ—

আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি, গৃহ-সম্পদ্-ধনে ।
সকল সফল হৈল প্রভুর আগমনে ॥ ২০৩ ॥

শচীমাতার সুখ ঃ—

শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি' পুত্রমুখ ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥ ২০৪ ॥

অদ্বৈতগৃহে দিনকতক অপ্রাকৃত আনন্দ ঃ—

এইমত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মিলে ।
বঞ্চিলা কতকদিন মহা-কুতূহলে ॥ ২০৫ ॥

ভক্তগণকে বিদায়-দান ঃ—

আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে ।
"নিজ-নিজ-গৃহে সবে করহ গমনে ॥ ২০৬ ॥

প্রভু ও ভক্ত উভয়ের পরস্পর ভাবিমিলন-সুযোগ-নির্দ্দেশ ঃ—

ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।
পুনরপি আমা-সঙ্গে হইবে মিলন ॥ ২০৭ ॥

ভক্তগণের গমনে ও প্রভুর আগমনে মিলন-সম্ভাবনা ঃ—

কভু বা তোমরা করিবে নীলাদ্রি-গমন ।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥" ২০৮ ॥

পুরীপথে প্রভুর সঙ্গী নিতাইপ্রমুখ চারিজন ; প্রভুর শচীমাতাকে বন্দনানন্তর যাত্রা ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ ।
দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ ॥ ২০৯ ॥
এই চারিজন, আচার্য্য দিল প্রভু-সনে ।
জননী প্রবোধ করি' বন্দিল চরণে ॥ ২১০ ॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি' করিল গমন ।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥ ২১১ ॥
নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা ।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা ॥ ২১২ ॥

অনুভাষ্য

১৯৪। শ্রীহরিদাসঠাকুর শৌক্র-যবনকুলে উদ্ভূত হইয়াও দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। হরিদাস নৈসর্গিক-দৈন্যক্রমে আপনাকে নিতান্ত হীনজ্ঞানে প্রভুর নিকট আর্ত্তস্বরে নিজের শৌক্র-জাতি-নিবন্ধন নীলাচলে প্রবেশ করিবার বৈধ অধিকার নাই,—জানাইলেন ; বিশেষতঃ, নীলাদ্রিতে চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত শ্রীমন্দিরের চত্বরের মধ্যে অপরের প্রবেশাধিকার নাই ; সুতরাং শ্রীমহাপ্রভু যদি নীলাচলের শ্রীমন্দিরের মধ্যে বাস করেন, তাহা হইলে তথায় যাইবার তাঁহার আর অধিকার থাকিবে না। পরে নীলাদ্রি-সন্নিধিতে বালুকাখণ্ডে থাকিবার কোন বাধা নাই জানিয়া ঠাকুর হরিদাস তথায় ছিলেন। উহাই এক্ষণে 'সিদ্ধবকুল মঠ'-নামে পরিচিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

২১২। নিরপেক্ষ—জড় বা জড়ীয় অপেক্ষা-রহিত, অর্থাৎ স্বরূপ বা ভগবদ্দাস্যে অবস্থিত ; পাছে স্বীয় কৃষ্ণান্বেষণ-কার্য্যে বাধা উপস্থিত হয়, এই ভয়ে স্বজনগণের ক্রন্দনাদি শুনিয়া মহাপ্রভু নিরীশ্বর নীতিবাদিগণের চক্ষে 'নিতান্ত নিষ্ঠুর' বলিয়া পরিচিত হইলেও জীবের পক্ষে যে তাহার সর্ব্বোত্তমোত্তম পরমধর্ম্ম কৃষ্ণসেবা-চেষ্টাই একমাত্র প্রয়োজনীয় কৃত্য—তাহা জগদ্গুরুরূপে শিক্ষা দিলেন ;—বহির্দর্শনহেতু অচিৎ-ভোগফলে অচিতেরই আসক্তি বা মায়া, তাহাতে বদ্ধ হইলে কৃষ্ণসেবা হয় না, সুতরাং জগতের চক্ষে বহুমানপ্রাপ্ত সুনীতিও কৃষ্ণসেবার বিরোধী হইলে উহা চৈতন্যের বিরুদ্ধ পথ। "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম রক্ষণে না যায়"—প্রভুর শ্রীমুখবাণী আলোচ্য।

আচার্য্যকে প্রবোধ দিয়া বিদায়-দান ঃ—

কত দূর গিয়া প্রভু করি' যোড়-হাত ।
আচার্য্যে প্রবোধি' কিছু কহে মিষ্ট বাত ॥ ২১৩ ॥
"জননী প্রবোধ, কর ভক্ত সমাধান ।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥" ২১৪ ॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন ।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥ ২১৫ ॥

ছত্রভোগপথে প্রভুর পুরীগমন ঃ—

গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু চারিজন-সাথে ।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে ॥ ২১৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃত বর্ণনা ঃ—

'চৈতন্যমঙ্গলে' প্রভুর নীলাদ্রি গমন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ২১৭ ॥
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ২১৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৬। ছত্রভোগ-পথে—গঙ্গার ধারে-ধারে আটিসার, পাণিহাটী, বরাহনগর হইয়া চলিলেন। সে-সময়ে গঙ্গা কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট হইয়া বারুইপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া ডায়মণ্ড-হারবার-সাব্‌ডিভিসনে 'মথুরাপুর'-থানা হইয়া শতধারা-রূপে সমুদ্রে পড়িতেন। মহাপ্রভু সেই পথ দিয়া মথুরাপুর-থানার অন্তর্গত 'অম্বুলিঙ্গ'-স্থানে ছত্রভোগ-পথে গিয়াছিলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২১৬। ছত্রভোগ,—২৪ পরগণা জেলায় ই, বি, আর, লাইনে দক্ষিণ শাখার মধ্যে মগরাহাট-ষ্টেশন। ঐ স্থান হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ ৬।৭ ক্রোশ দূরে জয়নগরের ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামকে কেহ কেহ 'খাড়ি' বলেন। এখানে 'বৈজুর্কানাথ' শিবলিঙ্গ আছেন। তথায় চৈত্রমাসে শুক্লাপ্রতিপদে 'নন্দা'-মেলা হয়। এক্ষণে এখানে গঙ্গা নাই। আটিসারা—ঐ রেলওয়ে লাইনে বারুইপুর-ষ্টেশনের নিকট বলিয়া কথিত।

২১৭। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ২য় অঃ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশে আটিসারা-গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গ-ছত্রভোগ, উৎকলে প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, দশাশ্বমেধঘাট, কটক, মহানদী, ভুবনেশ্বর (বিন্দু-সরোবর), কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি হইয়া প্রভুর শ্রীনীলাচলে প্রবেশ।

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগ-পথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর দিয়া উৎকল-রাজ্যের একসীমায় উঠিলেন। পথে নানাপ্রকার আনন্দ-কীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণা-গ্রামে শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিলেন এবং পরমানন্দে স্বীয় ভক্তগণকে শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিষয় বর্ণন করিলেন যে, শ্রীমাধবপুরী পূর্ব্বে বৃন্দাবনে গিয়া গোবর্দ্ধনে রাত্রিকালে 'বনমধ্যে গোপাল আছেন' এই স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন প্রাতে গোবর্দ্ধনবাসীদিগকে লইয়া বন হইতে শ্রীগোপালমূর্ত্তি বাহির করত পর্ব্বতোপরি স্থাপন করিলেন। মহাসমারোহে গোপালের পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব হইল। ইহা ক্রমশঃ প্রচারিত হইলে গ্রামসমূহ হইতে বহুজন আসিয়া গোপালের মহোৎসব করিতে লাগিল। গোপাল একরাত্রে পুরীকে এই স্বপ্ন দিলেন যে,—"তুমি অবিলম্বে নীলাচলে গিয়া মলয়জ চন্দন সংগ্রহপূর্ব্বক আমাকে মাখাইয়া আমার তাপ দূর কর।" সেই আজ্ঞা পাইয়া পুরীগোস্বামী গৌড় হইয়া উৎকলদেশে রেমুণা-গ্রামে পৌঁছিলেন, তথায় শ্রীগোপী-নাথের প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম গমন করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীকে গোপীনাথ চুরি করিয়া ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' হইয়াছে। নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদিগের

আচার্য্যকে প্রবোধ দিয়া বিদায়-দান ঃ—

কত দূর গিয়া প্রভু করি' যোড়-হাত ।
আচার্য্যে প্রবোধি' কিছু কহে মিষ্ট বাত ॥ ২১৩ ॥
"জননী প্রবোধ, কর ভক্ত সমাধান ।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥" ২১৪ ॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন ।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥ ২১৫ ॥

ছত্রভোগপথে প্রভুর পুরীগমন ঃ—

গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু চারিজন-সাথে ।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে ॥ ২১৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃত বর্ণনা ঃ—

'চৈতন্যমঙ্গলে' প্রভুর নীলাদ্রি গমন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ২১৭ ॥
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ২১৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৬। ছত্রভোগ-পথে—গঙ্গার ধারে-ধারে আটিসার, পাণিহাটী, বরাহনগর হইয়া চলিলেন। সে-সময়ে গঙ্গা কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট হইয়া বারুইপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া ডায়মণ্ড-হারবার-সাব্‌ডিভিসনে 'মথুরাপুর'-থানা হইয়া শতধারা-রূপে সমুদ্রে পড়িতেন। মহাপ্রভু সেই পথ দিয়া মথুরাপুর-থানার অন্তর্গত 'অম্বুলিঙ্গ'-স্থানে ছত্রভোগ-পথে গিয়াছিলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২১৬। ছত্রভোগ,—২৪ পরগণা জেলায় ই, বি, আর, লাইনে দক্ষিণ শাখার মধ্যে মগরাহাট-ষ্টেশন। ঐ স্থান হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ ৬।৭ ক্রোশ দূরে জয়নগরের ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামকে কেহ কেহ 'খাড়ি' বলেন। এখানে 'বৈজুর্কানাথ' শিবলিঙ্গ আছেন। তথায় চৈত্রমাসে শুক্লাপ্রতিপদে 'নন্দা'-মেলা হয়। এক্ষণে এখানে গঙ্গা নাই। আটিসারা—ঐ রেলওয়ে লাইনে বারুইপুর-ষ্টেশনের নিকট বলিয়া কথিত।

২১৭। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ২য় অঃ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশে আটিসারা-গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গ-ছত্রভোগ, উৎকলে প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, দশাশ্বমেধঘাট, কটক, মহানদী, ভুবনেশ্বর (বিন্দু-সরোবর), কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি হইয়া প্রভুর শ্রীনীলাচলে প্রবেশ।

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগ-পথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর দিয়া উৎকল-রাজ্যের একসীমায় উঠিলেন। পথে নানাপ্রকার আনন্দ-কীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণা-গ্রামে শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিলেন এবং পরমানন্দে স্বীয় ভক্তগণকে শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিষয় বর্ণন করিলেন যে, শ্রীমাধবপুরী পূর্ব্বে বৃন্দাবনে গিয়া গোবর্দ্ধনে রাত্রিকালে 'বনমধ্যে গোপাল আছেন' এই স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন প্রাতে গোবর্দ্ধনবাসীদিগকে লইয়া বন হইতে শ্রীগোপালমূর্ত্তি বাহির করত পর্ব্বতোপরি স্থাপন করিলেন। মহাসমারোহে গোপালের পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব হইল। ইহা ক্রমশঃ প্রচারিত হইলে গ্রামসমূহ হইতে বহুজন আসিয়া গোপালের মহোৎসব করিতে লাগিল। গোপাল একরাত্রে পুরীকে এই স্বপ্ন দিলেন যে,—"তুমি অবিলম্বে নীলাচলে গিয়া মলয়জ চন্দন সংগ্রহপূর্ব্বক আমাকে মাখাইয়া আমার তাপ দূর কর।" সেই আজ্ঞা পাইয়া পুরীগোস্বামী গৌড় হইয়া উৎকলদেশে রেমুণা-গ্রামে পৌঁছিলেন, তথায় শ্রীগোপী-নাথের প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম গমন করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীকে গোপীনাথ চুরি করিয়া ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' হইয়াছে। নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদিগের

দ্বারা রাজপাত্রদিগের নিকট হইতে একমণ চন্দন ও বিশতোলা শ্রীকর্পূর সংগ্রহপূর্ব্বক দুইজন লোকের দ্বারা ঐ দ্রব্যদ্বয় রেমুণা পর্য্যন্ত আনিলে, গোবর্দ্ধনধারী গোপাল তাঁহাকে পুনরায় স্বপ্নে আজ্ঞা করিলেন যে,—"এই চন্দন ও কর্পূর গোপীনাথের অঙ্গে মাখাইলে আমার তাপ দূর হইবে।" মাধবেন্দ্রপুরী সেই আজ্ঞা পালন করিয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করিলেন। মহাপ্রভু এই আখ্যায়িকা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে শুনাইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির অনেক প্রশংসা করিলেন। পুরীকৃত শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল। লোক-সংঘট্ট দেখিয়া প্রভুর বাহ্যদশা হইলে ক্ষীর (পরমান্ন)-প্রসাদ পাইয়া সে রাত্রি তথায় যাপন করত পরদিন নীলাচল যাত্রা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ'-সেবক মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রণাম ঃ—

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

চৈতন্যভাগবতে প্রভুর নীলাচলে গমনের পর অন্যান্য লীলা মধুরভাবে বর্ণিত ঃ—

নীলাদ্রি-গমন, জগন্নাথ-দরশন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন ॥ ৩ ॥

এ সকল লীলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥ ৪ ॥

সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥ ৫ ॥

পুনরুক্তি ও দম্ভ বা শ্রৌতপন্থা-বিরোধভয়ে গ্রন্থকার নিবৃত্ত ঃ—

অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি' বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি ॥ ৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে যাহা বিস্তৃত, তাহা এ গ্রন্থে সংক্ষেপে, এবং যাহা তথায় সংক্ষিপ্ত, তাহা এস্থলে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত ঃ—

চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥ ৭ ॥

তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহ না কৈল বর্ণন।
যথা-কথঞ্চিৎ করি' সে লীলা-কথন ॥ ৮ ॥

গ্রন্থকারের অতুলনীয় মানদ-ধর্ম্ম—বৃন্দাবনদাসের বন্দনা ঃ—

অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায় অপরাধ না হউক্ আমার ॥ ৯ ॥

নিত্যানন্দাদি চারিজন-সঙ্গে প্রভুর পুরীপথে যাত্রা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন কুতূহলে ॥ ১০ ॥

ভিক্ষা লাগি' একদিন এক গ্রাম গিয়া।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ ১১ ॥

প্রভুর রেমুণায় উপস্থিতি ও গোপীনাথ-দর্শন ঃ—

পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা' সবারে কৃপা করি' আইলা রেমুণারে ॥ ১২ ॥

রেমুণাতে গোপীনাথ পরম-মোহন।
ভক্তি করি' কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহাকে ক্ষীর অর্পণ করিবার জন্য ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া শ্রীগোপীনাথের 'ক্ষীরচোরা'-নাম হইয়াছিল এবং যাঁহার ভক্তিতে বশ হইয়া শ্রীগোপালদেব প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সেই মাধবেন্দ্র-পুরীকে আমি নমস্কার করি।

৪। এ সকল লীলা—শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১২। দানী—ঘাটের মাঝি।

১৩। রেমুণা—বালেশ্বরের নিকটে (৫ মাইল পশ্চিমে) রেমুণা-নামে গ্রাম আছে। তথায় 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' বিরাজমান।

অনুভাষ্য

১। গোপীনাথঃ (রেমুণা-গ্রামস্থস্তন্নামপ্রসিদ্ধঃ শ্রীবিগ্রহঃ) ক্ষীরভাণ্ডং (পায়সান্নপূর্ণং পাত্রং) চোরয়ন্ (অপহরন্) যস্মৈ (শ্রীমাধবেন্দ্রায়) দাতুং ক্ষীরচোরাভিধঃ অভূৎ (ক্ষীরচোরাগোপী-নাথেতি সংজ্ঞাং প্রাপ্তবান্) ; যৎ (যস্য মাধবেন্দ্রস্য) প্রেম্ণা বশঃ (বশীভূতঃ সন্) শ্রীগোপালঃ (বজ্রস্থাপিতবিগ্রহঃ গোবর্দ্ধনধারী) প্রাদুরাসীৎ (প্রাদুর্ব্বভূব) ; তং মাধবেন্দ্রং (লক্ষ্মীপতিশিষ্যং মাধ্বসম্প্রদায়গুরুং মাধবেন্দ্রপুরীং) নতোঽস্মি।

১২। রেমুণা—মধ্য, ১ম পঃ ৯৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। এখানে 'গোপীনাথ'-বিগ্রহ আছেন এবং শ্যামানন্দ-প্রভুর সেবক রসিকানন্দপ্রভুর সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান।

তাঁর পাদপদ্ম-নিকট প্রণাম করিতে ।
তাঁর পুষ্প-চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥ ১৪ ॥

প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন ও বিগ্রহসেবকগণের প্রভুপূজা ঃ—

চূড়া পাঞা মহাপ্রভুর আনন্দিত মন ।
বহু নৃত্যগীত কৈল লঞা ভক্তগণ ॥ ১৫ ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি' প্রেম-রূপ-গুণ ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥ ১৬ ॥
নানারূপে প্রীত্যে কৈল প্রভুর সেবন ।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥ ১৭ ॥

গুরুমুখে শ্রুত কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যোদ্দীপক ক্ষীরপ্রসাদ-সম্মানার্থে প্রভুর তথায় অপেক্ষা ঃ—

মহাপ্রসাদ-ক্ষীর-লোভে রহিলা প্রভু তথা ।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥ ১৮ ॥

ভক্তগণের নিকট প্রভুকর্ত্তৃক ভক্ত-মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য গোপীনাথের 'ক্ষীরচোরা'-আখ্যান-বর্ণন ঃ—

'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম ।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত' আখ্যান ॥ ১৯ ॥
পূর্ব্বে মাধব-পুরীর লাগি' ক্ষীর কৈল চুরি ।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা হরি' ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধব-পুরী আইলা বৃন্দাবন ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন ॥ ২১ ॥

অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমমত্ত মাধবেন্দ্রপুরী ঃ—

প্রেমে মত্ত,—নাহি তাঁর রাত্রিদিন-জ্ঞান ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, নাহি স্থানাস্থান ॥ ২২ ॥
শৈল পরিক্রমা করি' গোবিন্দকুণ্ডে আসি' ।
স্নান করি, বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি' ॥ ২৩ ॥

গোপবালকবেশে কৃষ্ণের ভক্ত-পুরীকে দুগ্ধ-দান ঃ—

গোপ-বালক এক দুগ্ধ-ভাণ্ড লঞা ।
আসি' আগে ধরি' কিছু বলিল হাসিয়া ॥ ২৪ ॥
"পুরী, এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান ।
মাগি' কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান ॥" ২৫ ॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ ।
তাহার মধুর-বাক্যে গেল ভোক-শোষ ॥ ২৬ ॥

পুরীর বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা ঃ—

পুরী কহে,—"কে তুমি, কাঁহা তোমার বাস ।
কেমতে জানিলে, আমি করি উপবাস ॥" ২৭ ॥

বালকের আত্মগোপন ঃ—

বালক কহে,—"গোপ আমি, এই গ্রামে বসি ।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥ ২৮ ॥
কেহ অন্ন মাগি' খায়, কেহ দুগ্ধাহার ।
অযাচক-জনে আমি দিয়ে ত' আহার ॥ ২৯ ॥
জল নিতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি' গেল ।
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল ॥ ৩০ ॥
গোদোহন করিতে চাহি, শীঘ্র আমি যাব ।
পুনঃ আসি' আমি এই ভাণ্ড লইব ॥" ৩১ ॥

দুগ্ধ দিয়াই বালকের অন্তর্দ্ধান ঃ—

এত বলি' গেলা বালক না দেখিয়ে আর ।
মাধব-পুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ ৩২ ॥

দুগ্ধ-পানান্তে পুরীর বালকের জন্য প্রতীক্ষা ঃ—

দুগ্ধ পান করি' ভাণ্ড ধুঞা রাখিল ।
বাট দেখে, সে বালক পুনঃ না আইল ॥ ৩৩ ॥

সমাধিতে বালকরূপী কৃষ্ণের দর্শনলাভ ঃ—

বসি' নাম লয় পুরী, নাহি নিদ্রা হয় ।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল,—বাহ্যবৃত্তি-লয় ॥ ৩৪ ॥

স্বপ্নে মাধবেন্দ্রকে বালকরূপী কৃষ্ণের এক কুঞ্জে আনয়ন ঃ—

স্বপ্নে দেখে, সেই বালক সম্মুখে আসিঞা ।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিঞা ॥ ৩৫ ॥

সেবা-শৈথিল্যহেতু গিরিধারীর দুঃখ-জ্ঞাপন ঃ—

কুঞ্জ দেখাঞা কহে,—"আমি এই কুঞ্জে রই ।
শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নিতে মহা-দুঃখ পাই ॥ ৩৬ ॥

পর্ব্বতোপরি এক মঠ নির্ম্মাণপূর্ব্বক গিরিধারী গোপাল প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ ঃ—

গ্রামের লোক আনি' আমা কাঢ়' কুঞ্জ হৈতে ।
পর্ব্বত-উপরি লঞা রাখ ভালমতে ॥ ৩৭ ॥
এক মঠ করি' তাঁহা করহ স্থাপন ।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন ॥ ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। মাধবপুরী—মাধবেন্দ্রপুরী।

২৬। ভোক-শোষ—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

অনুভাষ্য

১৭। বঞ্চন—যাপন।

২৩। শৈল—গোবর্দ্ধনশৈল, মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। বাট—পথ ; উৎকল ভাষার শব্দ।

৩৭। 'কাঢ়'—বাহির কর ; মঠ—মন্দির।

অনুভাষ্য

৩৪। নাম—হরিনাম। বাহ্যবৃত্তি-লয়—ভক্তি-সমাহিত হইলেন।

ভক্তের প্রতীক্ষায় ভগবান্ ঃ—

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন ॥ ৩৯ ॥

তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার ।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ৪০ ॥

গিরিধারীর নিজ-পরিচয়-দান ঃ—

'শ্রীগোপাল' নাম মোর,—গোবর্দ্ধনধারী ।
বজ্রের স্থাপিত, আমি ইঁহা অধিকারী ॥ ৪১ ॥

শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা ।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা ॥ ৪২ ॥

সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ-স্থানে ।
ভাল, আইলা তুমি, আমা কাঢ় সাবধানে ॥" ৪৩ ॥

গোপালের অন্তর্দ্ধান ঃ—

এত বলি' যেই বালক অন্তর্দ্ধান হৈল ।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥ ৪৪ ॥

মাধবেন্দ্রের বিচার ঃ—

'শ্রীকৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে ।'
এত বলি' প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪৫ ॥

গিরিধারী-প্রকটনের জন্য পুরীর যত্ন ঃ—

ক্ষণেক রোদন করি' মন কৈল স্থির ।
আজ্ঞা-পালন লাগি' হইলা সুস্থির ॥ ৪৬ ॥

প্রাতঃস্নান করি' পুরী গ্রামমধ্যে গেলা ।
সব লোক একত্র করি' কহিতে লাগিলা ॥ ৪৭ ॥

গ্রামবাসিগণকে সহায়তার জন্য প্রণোদন ঃ—

"গ্রামের ঈশ্বর তোমার—গোবর্দ্ধনধারী ।
কুঞ্জে আছে, চল, তাঁরে বাহির যে করি ॥ ৪৮ ॥

কুঠারি, কোদালি লহ দ্বার করিতে ।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ,—নারি প্রবেশিতে ॥ ৪৯ ॥

গ্রামবাসীর সমবেত যত্ন ঃ—

শুনি' লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে ।
কুঞ্জ কাটি' দ্বার করি' করিলা প্রবেশে ॥ ৫০ ॥

সকলের লুক্কায়িত গিরিধারী-দর্শন ও আনন্দ ঃ—

ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত ।
দেখি' সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত ॥ ৫১ ॥

বিগ্রহের অত্যধিক গুরুত্ব ঃ—

আবরণ দূর করি' করিল চিহ্নিতে ।
মহা-ভারী ঠাকুর—কেহ নারে চালাইতে ॥ ৫২ ॥

মহা-মহা-বলিষ্ঠ লোক একত্র করিঞা ।
পর্ব্বত-উপরি গেল পুরী ঠাকুর লঞা ॥ ৫৩ ॥

পর্ব্বতোপরি বিগ্রহের অভিষেকারম্ভ ঃ—

পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল ।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥ ৫৪ ॥

নৈবেদ্য ও পূজোপকরণ ঃ—

গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা ।
গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা ॥ ৫৫ ॥

নবশতঘট জল কৈল উপনীত ।
নানা বাদ্য-ভেরী বাজে, স্ত্রীগণ গায় গীত ॥ ৫৬ ॥

কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল ।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল ॥ ৫৭ ॥

ভোগ-সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত ।
নানা উপহার, তাহা কহিতে পারি কত ॥ ৫৮ ॥

তুলসী আদি, পুষ্প, বস্ত্র আইল অনেক ।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক ॥ ৫৯ ॥

অঙ্গমলা দূর করি' করাইল স্নান ।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥ ৬০ ॥

পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃতে স্নান করাঞা ।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিঞা ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। বজ্রের স্থাপিত—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র, যাঁহাকে পাণ্ডবগণ দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরায় রাজা করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলার স্থানসকল আবিষ্কার করিয়া কয়েকটী শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল ঐ মূর্ত্তির মধ্যে একটী মূর্ত্তি।

৬১। পঞ্চগব্য—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোমূত্র এবং গোময় ; পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং চিনি।

অনুভাষ্য

৪৭-১৬৯। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে এই যত্ন জড়বিষয়ভোগচেষ্টা নহে।

৫৯। হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৬৫—"ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদ্ ঘণ্টাদিনিঃস্বনৈঃ। মূলেনাষ্টাক্ষরেণাপি ধূপয়ন্নন্তরান্তরা।।"*

৬০। যবচূর্ণ, গোধূমচূর্ণ, লোধ্রচূর্ণ, কুঙ্কুমচূর্ণ, মসূরচূর্ণ বা মাষচূর্ণদ্বারা সম্মার্জ্জন। কলায় ও পিষ্টচূর্ণের উদ্বর্ত্তন বা আবাটা-

---

* *স্নানপাত্রে ভগবন্মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ঘণ্টাদি-বাদ্যদ্বারা ধূপ অর্পণ করত শঙ্খস্থিত জলদ্বারা মধ্যে মধ্যে অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র-সহকারে অভিষেক করণীয়।*

পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ।
শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাধান ॥ ৬২ ॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি' বস্ত্র পরাইল ।
চন্দন, তুলসী, পুষ্প-মালা অঙ্গে দিল ॥ ৬৩ ॥

ভোগারাত্রিক ঃ—

ধূপ, দীপ, করি' নানা ভোগ লাগাইল ।
দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যত কিছু আইল ॥ ৬৪ ॥
সুবাসিত জল নবপাত্রে সমর্পিল ।
আচমন দিয়া সে তাম্বুল নিবেদিল ॥ ৬৫ ॥
আরাত্রিক করি' কৈল বহুত স্তবন ।
দণ্ডবৎ করি' কৈল আত্মসমর্পণ ॥ ৬৬ ॥

পক্কান্ন-ভোগ সমর্পণ—অন্নকূট ঃ—

গ্রামের যতেক তণ্ডুল, দালি, গোধূম-চূর্ণ ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥ ৬৭ ॥
কুম্ভকার-ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন ।
সব আনাইল প্রাতে, চড়িল রন্ধন ॥ ৬৮ ॥

বিবিধ রন্ধনোপচার ঃ—

দশবিপ্র অন্ন রান্ধি' করে এক স্তূপ ।
জনা-পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ ॥ ৬৯ ॥
বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন ।
কেহ বড়া-বড়ি-কড়ি করে বিপ্রগণ ॥ ৭০ ॥
জনা পাঁচ-সাত রুটি করে রাশি-রাশি ।
অন্ন-ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি' ॥ ৭১ ॥

নববস্ত্র পাতি' তাহে পলাশের পাত ।
রান্ধি' রান্ধি' তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥ ৭২ ॥
তার পাশে রুটি-রাশির পর্ব্বত হৈল ।
সূপ-আদি-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ॥ ৭৩ ॥
তার পাশে দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী ।
পায়স, মথনি, সর পাশে ধরি' আনি' ॥ ৭৪ ॥

পুরীগোঁসাইর স্বয়ং ভোগ-নিবেদন ঃ—

হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন ।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥ ৭৫ ॥
অনেক ঘট ভরি' দিল সুবাসিত জল ।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥ ৭৬ ॥

গোপালের সব নৈবেদ্য ভোজনেও হস্তস্পর্শে পুনঃপূরণ ঃ—

যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল ।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥ ৭৭ ॥

ভগবল্লীলা ভক্তেরই গোচর ঃ—

ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি ।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই ॥ ৭৮ ॥
একদিন-উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল ।
গোপাল-প্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল ॥ ৭৯ ॥

গোপালের আরাত্রিক ঃ—

আচমন দিয়া দিল বিড়ক-সঞ্চয় ।
আরতি করিল, লোকে করে জয় জয় ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। শঙ্খ-গন্ধোদক—শঙ্খোদক অর্থাৎ শঙ্খে রাখা জল ; গন্ধোদক অর্থাৎ পুষ্পচন্দনদ্বারা গন্ধজল।

অনুভাষ্য

দ্বারা এবং উষীরাদি-নির্ম্মিত কূর্চ্চ, গো-পুচ্ছলোম-নির্ম্মিত কূর্চ্চ প্রভৃতিদ্বারা অঙ্গময়লা দূর হয়। ঐ হঃ ভঃ বিঃ—"তত্র তু প্রথমং ভক্ত্যা বিদধীত সুগন্ধিভিঃ। দিব্যৈস্তৈলাদিভির্দ্রব্যৈরভ্যঙ্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ।।" অভ্যঙ্গদ্রব্যাণি—"মালতীযূথীমাদায় সুগন্ধানাস্ত বা পুনঃ। তথান্যপুষ্পজাতীনাং গৃহীত্বা ভক্তিতো নরাঃ।। যঃ পুনঃ পুষ্পতৈলেন দিব্যৌষধিযুতেন হি। অভ্যঙ্গং কুরুতে বিষ্ণোর্মধ্যে ক্ষিপ্ত্বা তু কুঙ্কুমম্। গন্ধ-তৈলানি দিব্যানি সুগন্ধীনি শুচীনি চ।।"*

৬১। হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৭২—"ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ। দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্।।"*

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। মাঠা—ঘোল ; শিখরিণী—দধি, দুগ্ধ, চিনি, কর্পূর এবং মরীচ, (এই) পঞ্চদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া 'শিখরিণী' প্রস্তুত করে ; মথনি—নবনীত হৈয়ঙ্গব।

৮০। বিড়ক—পানের বিড়ে ; সঞ্চয়—সংগ্রহ।

অনুভাষ্য

মহাস্নান—হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৭৫—"দ্বে সহস্রে পলানাস্ত মহাস্নানে চ সংখ্যয়া।" দেবপ্রতিমাস্থলে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইতে হয়। মহাস্নানে ঘৃত ও স্নানজল,—প্রত্যেকের পরিমাণ দুই হাজার পল। চারিতোলায় পল হইলে মহাস্নানে আড়াইমণ জল লাগিবে।

৬২। হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ১০৭—"ততঃ কোষ্ণেন সংস্নাপ্য সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা। শীতলেনাম্বুনা শঙ্খভৃতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ।। চন্দনোষীর-কর্পূরকুঙ্কুমাগুরু-বাসিতৈঃ। সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রী

** স্নানকার্য্যে প্রথমে দিব্য সুগন্ধি তৈলাদি দ্রব্যদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ধীরে ধীরে শ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিতে হইবে। মালতী, যূথি কিংবা অন্যান্য সুগন্ধিজাতীয় পুষ্প লইয়া এবং দিব্য ওষধিযুক্ত কুঙ্কুমমিশ্রিত সুগন্ধী পবিত্র পুষ্পতৈলদ্বারা ভক্তিসহকারে বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গমর্দ্দন করণীয়।*

** বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দন হইলে পর শঙ্খে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্রূপে স্নান করাইতে হইবে।*

ঠাকুরের শয্যা ও শয়ন বন্দোবস্ত ঃ—

শয্যা করাইল, নূতন খাট আনাঞা ।
নববস্ত্র আনি' তার উপরে পাতিয়া ॥ ৮১ ॥
তৃণ-টাটি দিয়া চারিদিক্ আবরিল ।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥ ৮২ ॥

সকলের অন্নকূটের মহাপ্রসাদ-সেবন ঃ—

পুরী-গোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে ।
আ-বাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥৮৩॥
সবে বসি' ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল ।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥ ৮৪ ॥

দর্শক-মাত্রেরই প্রসাদ-সম্মান ঃ—

অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল ।
গোপাল দেখিয়া সেহ প্রসাদ পাইল ॥ ৮৫ ॥

পুরীর প্রভাবদর্শনে বিস্ময়, অন্নকূট-দর্শনে নন্দোৎসব-স্মরণ ঃ—

দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার ।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥ ৮৬ ॥

পুরী-কৃপায় ব্রাহ্মণগণের বৈষ্ণবতা ঃ—

সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল ।
সেই সেই সেবা-মধ্যে সবা নিয়োজিল ॥ ৮৭ ॥

পুনঃ দিন-শেষে প্রভুর করাইল উত্থান ।
কিছু ভোগ লাগাইল করাইল জলপান ॥ ৮৮ ॥

সর্ব্বত্র গোপালের প্রাকট্য-প্রচার ও অন্নকূট-ভোগ ঃ—

গোপাল প্রকট হৈল,—দেশে শব্দ হৈল ।
আশ-পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥ ৮৯ ॥
একেক দিন একেক গ্রামে লইল মাগিঞা ।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা ॥ ৯০ ॥

পুরীগোসাইর রাত্র্যাহার ঃ—

রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন ।
পুরী-গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥ ৯১ ॥

পরদিন প্রাতেও পূর্ব্ব-দিবসবৎ সেবা ঃ—

প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন ।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥ ৯২ ॥
অন্ন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ,—গ্রামে যত ছিল ।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল ॥ ৯৩ ॥
পূর্ব্বদিন-প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন ।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥ ৯৪ ॥

ব্রজবাসী ও কৃষ্ণ, উভয়ের প্রতি উভয়ের স্বাভাবিক প্রীতি ঃ—

ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজে প্রীতি ।
গোপালের সহজে প্রীতি ব্রজবাসি-প্রতি ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। দ্বাপরে ব্রজবাসী গোপসকল ইন্দ্রপূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ পূজা রহিত করিয়া গিরিগোবর্দ্ধনের পূজা ও তাঁহাকে (গিরিরাজকে) অন্নকূট ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সাতদিন বর্ষণ করত গোকুল বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর বর্ষাতপত্ররূপে ধারণ করত গোকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই গোবর্দ্ধন-পূজায় যে বৃহৎ অন্নকূট হইয়াছিল, মাধবেন্দ্রপুরীও সেইরূপ অন্নকূট করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

নিত্যদা বিভবে সতী।।" জল-পরিমাণ—"স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ। পলানাং দ্বে সহস্রে তু মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্।।"*

৬৯-৭৫। এস্থলেও গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বিবিধ রন্ধন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে।

অনুভাষ্য

৭৫। অন্নকূট—অন্নের পর্ব্বত। কূট—দুর্গ, গড়, পর্ব্বত।

৭৮। আদি, ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৬। পূর্ব্ব অন্নকূট—শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শক্রমে গোপগণ দ্বাপরান্তে ইন্দ্রপূজা-ত্যাগপূর্ব্বক গো, ব্রাহ্মণ ও গোবর্দ্ধনগিরির পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্যরূপ ধারণ করিয়া 'আমি শৈল' এই বাক্য বলিয়া ভূরি পূজোপকরণ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।২৪।২৬, ৩১-৩৩)—"পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পয়সাদয়ঃ। সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্।। প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্ণন্ত তদ্বচঃ। তথা চ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যদাহ মধুসূদনঃ।। বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্।। উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাম্।।"*

৯১। গব্য—দুগ্ধ।

** শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ মার্জ্জনান্তে সর্ব্বৌষধি প্রভৃতিদ্বারা সংস্কৃত সুগন্ধি ঈষৎ উষ্ণ জলদ্বারা স্নান করাইয়া পরে শঙ্খস্থিত শীতল জলদ্বারা স্নান করাইতে হইবে। বৈভব থাকিলে দীক্ষিত ব্যক্তি চন্দন, উষীর (বেণার মূল), কর্পূর, কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দনাক্ত জলদ্বারা প্রত্যহ স্নান করাইবেন। স্নানে একশত পল ও অভ্যঙ্গ-স্নানে পঞ্চবিংশতি পল পরিমাণে জল দিতে হইবে। দুই সহস্র পল জলে মহাস্নান হইয়া থাকে।*

** শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণকে বলিলেন,—"তোমরা পায়স হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্গসূপ পর্য্যন্ত ও গোধূমজাত পিষ্টক, শষ্কুলী প্রভৃতি রন্ধন কর এবং সকলে তোমাদের দোহন-জাত দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি আনয়ন কর।" শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে তাহা শুনিয়া নন্দাদি গোপগণ*

মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক ।
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৯৬ ॥

প্রত্যহ নানা উপহার ও মহোৎসব ঃ—

আশ-পাশ ব্রজভূমের যত লোক সব ।
এক এক দিন সবে করে মহোৎসব ॥ ৯৭ ॥
গোপাল-প্রকট শুনি' নানা দেশ হৈতে ।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিল আসিতে ॥ ৯৮ ॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী ।
ভক্তি করি' নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি' ॥ ৯৯ ॥
স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধ, ভক্ষ্য-উপহার ।
অসংখ্য আইসে, নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ॥ ১০০ ॥

গোপালের মন্দির নির্ম্মাণ ঃ—

এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির ।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল, কেহ ত' প্রাচীর ॥ ১০১ ॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল ।
দশসহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥ ১০২ ॥

দুই উদাসীন ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ ও সেবা-সমর্পণ ঃ—

গৌড় হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ ।
পুরী-গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥ ১০৩ ॥
সেই দুই শিষ্য করি' সেবা সমর্পিল ।
রাজ-সেবা হয়,—পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৪ ॥

দুই বৎসর পুরীর গোপাল-সেবা ঃ—

এইমত বৎসর দুই করিল সেবন ।
একদিন পুরী-গোসাঞি দেখিল স্বপন ॥ ১০৫ ॥

স্বপ্নে পুরীর নিকট গোপালের চন্দনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

গোপাল কহে,—"পুরী, আমার তাপ নাহি যায় ।
মলয়জ-চন্দন লেপ', তবে সে যুড়ায় ॥ ১০৬ ॥
মলয়জ আন যাঞা নীলাচল হৈতে ।
অন্যে হৈতে নহে, তুমি চলহ ত্বরিতে ॥" ১০৭ ॥
স্বপ্ন দেখি' পুরী-গোসাঞি হৈল প্রেমাবেশ ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ ॥ ১০৮ ॥

পুরীপথে পুরীপাদের গৌড়ে আগমন ঃ—

সেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন ।
আজ্ঞা মাগি' গৌড়-দেশে করিল গমন ॥ ১০৯ ॥

শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে আগমন ও অদ্বৈতের দীক্ষা ঃ—

শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে ।
পুরীর প্রেম দেখি' আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥ ১১০ ॥
তাঁর ঠাঞি মন্ত্র লৈল যত্ন করিঞা ।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিঞা ॥ ১১১ ॥

রেমুণায় গোপীনাথ-দর্শন ও নৃত্যগীত ঃ—

রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ-দরশন ।
তাঁর রূপ দেখিঞা হৈল বিহ্বল-মন ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য

১০৬। মলয়জ—মলয়দেশোৎপন্ন ; ইহাকে 'চন্দনগিরি' বলে। মলয়দেশ বা মালাবারদেশ 'পশ্চিমঘাট'-নামক গিরিপুঞ্জের দক্ষিণভাগ। 'নীলগিরি'কে কেহ কেহ মলয়পর্ব্বত বলেন। মলয়জ-শব্দে চন্দনকেও বুঝায়।

১১১। শ্রীমাধবসম্প্রদায়-গুরু যতিরাজ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকট হইতে অদ্বৈতপ্রভু দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অভিপ্রায়মত "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।"—উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চরাত্রমতে,—গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত দীক্ষা-দানে কাহারও অধিকার নাই ; যেহেতু, দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষা লাভ করিলে দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতা লাভ করেন ; সুতরাং অব্রাহ্মণের অপরকে ব্রহ্মণ্য সঞ্চার করিবার ক্ষমতা না থাকায় ব্রাহ্মণত্ব স্বতঃই দীক্ষাদাতার প্রয়োজনীয় গুণ-বিশেষ ও বৈষ্ণবাচার্য্যত্বে (তাহা) অনুস্যূত। বর্ণাশ্রমস্থিত গৃহস্থ-ব্যক্তি স্বীয় অর্জ্জিত শুক্ল-বিত্তদ্বারা নানা উপচার সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রদ্বারা ভগবদর্চ্চনে সমর্থ। তাদৃশ অভিজ্ঞ গৃহস্থগুরুর নিকট প্রাকৃতচেষ্টাপর শিষ্য ভগবৎ-সেবাই বর্ণাশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়া নিজের গৃহবাসনা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা করেন, তজ্জন্যই গুরুর প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থ হওয়া আবশ্যক। সন্ন্যাসি-গুরুর অর্চ্চন-পরতায় নানা অসুবিধা। পারমার্থিক গুরু-করণে সাধারণ বিধি উপেক্ষিত-প্রায় হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উপেক্ষিত হয় নাই। শৌক্র-বিপ্রত্ব বা শৌক্র-শূদ্রত্ব কিছু গুরু-বিষয়ে ব্রাহ্মণতার লক্ষীভূত যোগ্যতা নহে, সাবিত্র ও দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতাই উদ্দেশ্য, কেননা, শ্রীমহাপ্রভু জীব-হৃদয়ের ও সমাজের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া শৌক্র-জন্মেই একমাত্র জনসাধারণের জাতিবিষয়ক অশুদ্ধ ধারণা পর্য্যবসিত জানিয়া "কিবা বিপ্র" পদ্যে ঐ প্রকার উক্তি করিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন মাত্র ; যেহেতু, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে সাবিত্র বা দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।' 'গৃহিগুরু'

তাহা সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন—স্বস্ত্যয়ন পাঠ করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণদ্বারা গোবর্দ্ধন গিরি এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন এবং গোসকলকে সাদরে তৃণাদি প্রদান করিলেন।

ভোগের পারিপাট্য শ্রবণে সুখ ঃ—

'নৃত্যগীত করি' জগমোহনে বসিলা ।
'ক্যা ক্যা ভোগ লাগে?' বৈরাগী ব্রাহ্মণে পুছিলা॥১১৩॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি' আনন্দিত মনে ।
'উত্তম ভোগ লাগে'—ইহা কৈলুঁ অনুমানে ॥ ১১৪ ॥

গোপালকে ঐরূপ ভোগ দিবার ইচ্ছায় পূজারীকে জিজ্ঞাসা ও পূজারীকর্ত্তৃক গোপীনাথের ক্ষীরভোগের প্রশংসা ঃ—

'যেমন ইহা ভোগ লাগে, সকল শুনিব ।
তেমন অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাইব ॥' ১১৫ ॥
এই লাগি' পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে ।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ-বিবরণে ॥ ১১৬ ॥
"সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—'অমৃতকেলি'-নাম ।
দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি' অমৃত-সমান ॥ ১১৭ ॥
'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি' প্রসিদ্ধ নাম যার ।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর ॥" ১১৮ ॥

গোপীনাথের ক্ষীরভোগের অনুরূপ গোপালকে দিবার ইচ্ছা ঃ—

হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল ।
শুনি' পুরী-গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥ ১১৯ ॥
'অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই ।
স্বাদ জানি' তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥' ১২০ ॥

পুরীর উহাকে জিহ্বা-বেগ জানিয়া লজ্জা ও আরতি-দর্শনান্তে স্থানত্যাগ ঃ—

এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল ।
হেনকালে ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥ ১২১ ॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার ।
বাহির হৈলা, কারে কিছু না কহিল আর ॥ ১২২ ॥

পুরীর আচার ঃ—

অযাচিত-বৃত্তি পুরী—বিরক্ত, উদাস ।
অযাচিত পাইলে খা'ন, নহে উপবাস ॥ ১২৩ ॥
প্রেমামৃতে তৃপ্তি, নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে ।
ক্ষীর-ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥ ১২৪ ॥
গ্রামের শূন্য হট্টে বসি' করেন কীর্ত্তন ।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥ ১২৫ ॥

স্বপ্নে পূজারীকে গোপীনাথের আদেশ ঃ—

নিজ-কৃত্য করি' পূজারী করিল শয়ন ।
স্বপ্নকালে ঠাকুর আসি' বলিলা বচন ॥ ১২৬ ॥
"উঠহ পূজারী, কর দ্বার বিমোচন ।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসি-কারণ ॥ ১২৭ ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয় ।
তোমরা না জানিলা তাহা, আমার মায়ায় ॥ ১২৮ ॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা ।
তাহাকে ত' এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥" ১২৯ ॥

পূজারীর নিদ্রাভঙ্গ ও গোপীনাথাপহৃত ক্ষীর-প্রাপ্তি ঃ—

স্বপ্ন দেখি' পূজারী উঠি' করিলা বিচার ।
স্নান করি' কপাট খুলি' মুক্ত কৈল দ্বার ॥ ১৩০ ॥
ধড়ার আঁচলতলে পাইল সেই ক্ষীর ।
স্থান লেপি' ক্ষীর লঞা হইল বাহির ॥ ১৩১ ॥

ক্ষীরহস্তে পূজারীর মাধবেন্দ্রকে অন্বেষণ ঃ—

দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা ।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিঞা ॥ ১৩২ ॥
"ক্ষীর লহ এই, যার নাম 'মাধবপুরী' ।
তোমা লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥ ১৩৩ ॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে ।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥" ১৩৪ ॥
এত শুনি' পুরী-গোসাঞি পরিচয় দিল ।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ হৈল ॥ ১৩৫ ॥

পূজারীমুখে গোপীনাথের চৌর্য্য-শ্রবণে পুরীর প্রেম ঃ—

ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী ।
শুনি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। জগমোহন—মন্দিরের সম্মুখে যে দালান হইতে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহার নাম 'জগমোহন'।

বৈরাগী ব্রাহ্মণ—'যে ব্রাহ্মণ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া অপেক্ষা-শূন্য হন, অথচ আশ্রম ত্যাগ করেন নাই, তিনিই 'বৈরাগী ব্রাহ্মণ'।

ক্যা ক্যা—পাঠান্তরে 'কাঁহা কাঁহা'; ইহার মৎলব—"ক্যেয়া ক্যেয়া" (কি কি) ভোগ লাগে।

১১৭। ক্ষীর—পরমান্ন।

অনুভাষ্য

বলিলে গৃহব্রত ইন্দ্রিয়দাসগণকে বুঝায় না ; আবার 'বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী' বলিলে বর্ণাশ্রমাভিমানপর ব্যক্তিকেও বুঝায় না।

১২০। অযাচিত—অযাচিতভাবে।

১২১। সরি'—সম্পাদিত হইয়া।

১২৩। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপ্রভুর সহজ-পারমহংস্যাবস্থা,—তিনি কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাস অর্থাৎ উদাসীন।

১২৪। নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে—ক্ষুত্তৃষ্ণাতীত, বিজিতষড়্গুণ।

১২৭। কারণ—নিমিত্ত।

পূজারী-কর্ত্তৃক পুরীকে কৃষ্ণবশকারি-ভক্ত বলিয়া অনুমান ঃ—

প্রেম দেখি' সেবক কহে হইয়া বিস্মিত ।
'কৃষ্ণ সে ইঁহার বশ,—হয় যথোচিত ॥' ১৩৭ ॥

পুরীর ক্ষীর-প্রসাদ সম্মান আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ নহে ঃ—

এত বলি' নমস্করি' করিলা গমন ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥ ১৩৮ ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি' খণ্ড খণ্ড কৈল ।
বহির্ব্বাসে বান্ধি' সেই ঠিকারি রাখিল ॥ ১৩৯ ॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়,—অদ্ভুত-কথন ॥ ১৪০ ॥

পুরীর প্রতিষ্ঠার ভয় ও পুরীধাম যাত্রা ঃ—

'ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল'—লোক সব শুনি' ।
দিনে লোক-ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি' ॥ ১৪১ ॥
সেই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী ।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি ' ॥ ১৪২ ॥

পুরীধামে জগন্নাথ-দর্শনে প্রেম ঃ—

চলি' চলি' আইলা পুরী শ্রীনীলাচল ।
জগন্নাথ দেখি' হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল ॥ ১৪৩ ॥
প্রেমাবেশে উঠে, পড়ে, হাসে, নাচে, গায় ।
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায় ॥ ১৪৪ ॥

প্রতিষ্ঠা না চাহিলেও পুরীর প্রতিষ্ঠা ঃ—

'মাধবপুরী শ্রীপাদ আইল',—লোকে হৈল খ্যাতি ।
সব লোক আসি' তাঁরে করে বহু ভক্তি ॥ ১৪৫ ॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত ।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥ ১৪৬ ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা ।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥ ১৪৭ ॥

প্রতিষ্ঠার স্থলে থাকিতে না চাহিলেও প্রভুসেবার্থ অবস্থান ঃ—

যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন ।
ঠাকুরের চন্দন-সাধন হইল বন্ধন ॥ ১৪৮ ॥

জগন্নাথসেবকগণকে গোপালের অভিপ্রায় জ্ঞাপন ঃ—

জগন্নাথের সেবক যত, যতেক মহান্ত ।
সবাকে কহিল সব গোপাল-বৃত্তান্ত ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তগণের নানাভাবে চন্দন-সংগ্রহে যত্ন ঃ—

গোপাল চন্দন মাগে,—শুনি' ভক্তগণ ।
আনন্দে চন্দন লাগি' করিল যতন ॥ ১৫০ ॥
রাজপাত্র-সনে যার যার পরিচয় ।
তারে মাগি' কর্পূর-চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥ ১৫১ ॥

লোকসহ চন্দন দিয়া পুরীকে প্রেরণ ঃ—

এক বিপ্র, এক সেবক, চন্দন বহিতে ।
পুরী-গোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল-সহিতে ॥ ১৫২ ॥

অনুভাষ্য

১২৮। ধড়া—বসন ; এক—একপাত্র পূর্ণ।

১৩২। বুলে—ঘুরে ফিরে, বেড়ায়।

১৩৫। দণ্ডবৎ—দণ্ডবৎপ্রণত।

১৩৭। যথোচিত—উপযুক্ত বা যোগ্য।

১৩৯। ঠিকারি—খাপরা, খোলা।

১৪৬-১৪৭। বদ্ধজীবসকলের অনেকেই মৎসরতা-ধর্ম্ম-সম্পন্ন। যিনি সুখ্যাতি লাভ করেন, তাঁহার প্রতি বিপক্ষতাচরণে মৎসরগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। এজন্য প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির হিংসাপরায়ণ জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠা পাইবার পরিবর্তে হিংসিত হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু, যাঁহারা দৈন্যবশে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাদিগকে মৎসর সমাজ নিতান্ত অসমর্থ ও দীন-জ্ঞানে দয়া করিয়া প্রতিষ্ঠামূলক উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ জড়জগতে তাদৃশ প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক নহেন। পাছে জাগতিক প্রতিষ্ঠা হয়, এজন্য বৈষ্ণবরাজ শ্রীমাধবেন্দ্র লোক-চক্ষের অন্তরালে আপনার ভগবৎপ্রিয়ত্বের ঘটনা আবৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য কৃষ্ণপ্রেমচেষ্টা-দর্শনে জগতের সকল লোক উহাকে শ্রীভগবানের তদীয় ভক্তের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা ও চেষ্টার নিদর্শন বলিয়া থাকেন ; বাস্তবিকপক্ষে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাই শ্রীপুরীপাদের স্বাভাবিক প্রাপ্য। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ভাবগৃহের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া কপট দৈন্য অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জিত বলিয়া ছলনা করেন, তাঁহাদের বৈষ্ণবজনোচিত দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

১৪৮। যদিও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠার হস্ত হইতে মুক্ত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৬। যিনি প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা না করিয়া সৎকার্য্য করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা বিধাতা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে ; অর্থাৎ যিনি প্রতিষ্ঠার আশায় সৎকর্ম্ম করেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় না—ইহাই প্রতিষ্ঠার রহস্য।

১৫১-১৫২। কর্পূর—শ্রীকর্পূর, যাহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের আরাত্রিক হয়। সেই শ্রীকর্পূর ও মলয়জ চন্দন জগন্নাথের সেবক-গণ রাজপাত্রগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পুরীগোঁসাইর সহিত একজন বিপ্র ও একজন সেবক এবং তাহাদের পথখরচ দিলেন।

নিরাপদে গমন-জন্য ছাড়-পত্র দান ঃ—

ঘাটী-দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে।
রাজলেখা করি' দিল পুরী-গোসাঞির করে ॥ ১৫৩ ॥

রেমুণাতে উপস্থিতি ও গোপীনাথ-দর্শনে নৃত্য-গীত ঃ—

চলিল মাধবপুরী চন্দন লঞা।
কতদিনে রেমুণাতে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৫৪ ॥
গোপীনাথ-চরণে কৈল বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার ॥ ১৫৫ ॥
পুরী দেখি' সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীরপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥ ১৫৬ ॥

স্বপ্নে পুরীকে গোপালকর্ত্তৃক গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন-লেপন জন্য আদেশ ঃ—

সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন ॥ ১৫৭ ॥
গোপাল আসিয়া কহে,—"শুনহ, মাধব।
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ ১৫৮ ॥
কর্পূর-সহিত ঘষি' এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥ ১৫৯ ॥
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়।
ইঁহাকে চন্দন দিলে, আমার তাপ-ক্ষয় ॥ ১৬০ ॥
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি' চন্দন দেহ আমার বচনে ॥" ১৬১ ॥

সেবকগণকে গোপালের আজ্ঞা-জ্ঞাপন ঃ—

এত বলি' গোপাল গেল, গোসাঞি জাগিল।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিল ॥ ১৬২ ॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল,—"এই কর্পূর-চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ ১৬৩ ॥
ইঁহাকে চন্দন দিলে, গোপাল হইবেন শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর,—তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥ ১৬৪ ॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।"
শুনি' আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥ ১৬৫ ॥

সঙ্গীদ্বয়কে চন্দন-ঘর্ষণে নিয়োগ ঃ—

পুরী কহে,—"এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা-দুই দেহ, দিব যে বেতন ॥" ১৬৬ ॥

পুরীর কথামত সেবকগণের সহর্ষে চন্দন-লেপন ঃ—

এই মত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥ ১৬৭ ॥

সমগ্র গ্রীষ্মকালে চন্দন-শেষ পর্য্যন্ত পুরীর রেমুণায় অবস্থান ঃ—

প্রত্যহ চন্দন পরায়, যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥ ১৬৮ ॥

পুরীর নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥ ১৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৩। ঘাটী—ঘাটওয়াল, যাহারা পথের শুল্ক আদায় করে। দানী—যাহারা পারের পয়সা লয়। সেই সকলকে ছাড়াইবার জন্য অর্থাৎ তাহাদিগকে পয়সা না দিয়া যাইবার জন্য, রাজপাত্র-দ্বারা রাজলেখা অর্থাৎ পরওয়ানা পুরীগোঁসাইর হস্তে দেওয়া হইল।

১৬৬। এই দুই—পুরীর সহিত যাঁহারা আসিয়াছেন।

অনুভাষ্য

হইবার উদ্দেশ্যে পুরী হইতে পলাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, তথাপি গোপালের জন্য চন্দন-সংগ্রহরূপ সেবা তাঁহার বন্ধনের কারণরূপে প্রতিষ্ঠাসঙ্কুল-নীলাচলে অবস্থিতি ঘটাইল।

১৫২। সম্বল—পথব্যয়।

১৫৯-১৬০। গোপাল না পরিয়া গোপীনাথের চন্দন পরিবার তাৎপর্য্য এই যে,—গোপালের ভূমি বৃন্দাবন—রেমুণা হইতে বহু-যোজন দূরবর্ত্তী; বিশেষতঃ তথায় যাইতে বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছগণের দ্বারা শাসিত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; তাহাতে বহু বাধা-বিঘ্ন, সুতরাং প্রিয়তম-ভক্তশ্রেষ্ঠ পুরী গোস্বামীর কষ্ট হইবে জানিয়া ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ গোপাল তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গেই চন্দন লেপিবার জন্য বলিয়া দিয়া ভক্তের শ্রম সফল ও লাঘব করিলেন। পরবর্ত্তী ১৭৬-১৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৪। স্বতন্ত্র—স্বেচ্ছাময়।

১৬৯। চাতুর্ম্মাস্য—আষাঢ়শুক্লপক্ষে শয়ন-একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক-শুক্লপক্ষে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস-চতুষ্টয়; অথবা আষাঢ়ী-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস-চতুষ্টয়; অথবা শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সৌরমাস-চতুষ্টয় কাল—চাতুর্ম্মাস্য-বর্ষাকাল। এই চারিমাস কালব্যাপি-ব্রত—চারিআশ্রমের সকলেরই পাল্য। উদ্দেশ্য,—সর্ব্বভোগ-ত্যাগ। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ পরিত্যাজ্য। জড়-ভোগযোগ্য-বিষয়-ত্যাগই এই চাতুর্ম্মাস্যের শিক্ষা-তাৎপর্য্য।

প্রভুর পুরীচরিত্র বর্ণন করিয়া আনন্দ ঃ—

শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত-চরিত ।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥ ১৭০ ॥

নিতাইকে প্রভুর পুরীর প্রেম-মহিমা-কথন ঃ—

প্রভু কহে,—"নিত্যানন্দ, করহ বিচার ।
পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥ ১৭১ ॥
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল ।
তিনবারে স্বপ্নে আসি' যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥ ১৭২ ॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইল ।
সেবা অঙ্গীকার করি' জগত তারিল ॥ ১৭৩ ॥
যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি' ॥ ১৭৪ ॥
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল ।
আনন্দে পুরী-গোসাঞির প্রেম উথলিল ॥ ১৭৫ ॥

গোপালের পরিবর্ত্তে গোপীনাথের চন্দন পরিবার তাৎপর্য্য ঃ—

ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল ।
পুরী দুঃখ পাবে, ইহা জানিয়া গোপাল ॥ ১৭৬ ॥
মহা-দয়াময় প্রভু—ভকতবৎসল ।
চন্দন পরি' ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ ১৭৭ ॥

পুরীর প্রেম ও চরিত্র-মাহাত্ম্য ঃ—

পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার ।
অলৌকিক প্রেমে চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ ১৭৮ ॥
পরম-বিরক্ত, মৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন ।
গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গ-হীন ॥ ১৭৯ ॥

সেব্যের আজ্ঞাপালনে নিঃসম্বল পুরীর অপূর্ব্ব অধ্যবসায় ঃ—

হেন-জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা ।
সহস্র ক্রোশ আসি' বুলে চন্দন মাগিঞা ॥ ১৮০ ॥
ভোকে রহে, তবু অন্ন মাগিঞা না খায় ।
হেন-জন চন্দন-ভার বহি' লঞা যায় ॥ ১৮১ ॥

নিজের বহু দুঃখসত্ত্বেও প্রভুর সেবাতেই পুরীর আনন্দ ঃ—

'মণেক চন্দন, তোলা-বিশেক কর্পূর ।
গোপালে পরাইব',—এই আনন্দ প্রচুর ॥ ১৮২ ॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিঞা ।
তাঁহা এড়াইল রাজপত্র দেখাঞা ॥ ১৮৩ ॥
ম্লেচ্ছদেশে দূর পথ, জগাতি অপার ।
কেমতে চন্দন নিব—নাহি এ বিচার ॥ ১৮৪ ॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটীদান দিতে ।
তথাপি উৎসাহ বড়, চন্দন লঞা যাইতে ॥ ১৮৫ ॥

কৃষ্ণপ্রেমিকের লক্ষণ ঃ—

প্রগাঢ়-প্রেমের এই স্বভাব-আচার ।
নিজ-দুঃখ-বিঘ্নাদির না করে বিচার ॥ ১৮৬ ॥

কৃষ্ণের স্বভক্ত-মাহাত্ম্য-প্রদর্শন ঃ—

এই তার গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে ।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥ ১৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৬-১৭৭। ম্লেচ্ছদেশে—মেদিনীপুর-জেলার অনেকাংশ পর্য্যন্ত উৎকল-রাজাদিগের রাজ্য ছিল ; তাহা হিন্দু-রাজার দেশ। তাহার পর প্রায় সমস্ত দেশই ম্লেচ্ছ-রাজার অধীন। স্থানে স্থানে ম্লেচ্ছরাজের চরসকল পথিকগণের সহিত ভালদ্রব্য থাকিলে কাড়িয়া লইত। গৌড়দেশে ঐ কর্পূর-চন্দন দুর্ল্লভ। ঐরূপ জঞ্জাল ঘটিবে, এই আশঙ্কায় পুরীগোঁসাই বৃন্দাবন-পর্য্যন্ত যাইতে অনেক কষ্ট মনে করিবেন, সেই কষ্ট দূর করিবার জন্য রেমুণাস্থ শ্রীগোপীনাথকে চন্দন অর্পণ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন।

১৮১। ভোকে রহে—ক্ষুধিত থাকে।

১৮৪। জগাতি—জগাইত, যাহারা প্রহরীচ্ছলে পথে জাগিয়া থাকে।

১৮৫। বট—কড়ি, কপর্দ্দক।

অনুভাষ্য

১৭৮। কৃষ্ণবিরহ বা চিদ্‌বিপ্রলম্ভই জীবের একমাত্র সাধন। জড়বিরহোত্থ নির্ব্বেদ জড়েরই আসক্তি প্রকাশ করে ; কিন্তু কৃষ্ণবিরহোত্থ নির্ব্বেদ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এস্থলে মূল-মহাজন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অপূর্ব্ব কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কৃষ্ণসেবার্থী জীবের একমাত্র আদর্শ ও বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয়—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় অন্তরঙ্গ শক্তিগণ পরে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

১৭৯। গ্রাম্যবার্ত্তা—স্ত্রী-পুরুষঘটিত কথা, গ্রামসম্বন্ধীয় সকল কথা ; গ্রাম—ভাঃ ১১।২৫।২৫ শ্লোকে—"গ্রামো রাজস উচ্যতে" ; ঐ ২৮ ও ২৯ শ্লোকে—"রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠম্", "বিষয়োথন্ত রাজসম্"—নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বা বিষয়ভোগজনিত অর্থাৎ প্রাকৃত কামোদ্দীপক ব্যাপারমাত্রই রাজস বা গ্রাম্য।

১৮৩। রাখে—আটক করিয়াছিল।

১৮৬। গাঢ়প্রেমিকগণের নৈসর্গিক আচরণে ইহাই দেখা যায় যে, নিজকামনা-পরিতৃপ্তির বিপরীত ভাব দুঃখ-বিঘ্নাদি তাঁহাদের প্রতিবন্ধক হয় না ; পরন্তু শতসহস্র বিঘ্ন ও নিরন্তর দুঃখের মধ্যেই তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় প্রীতির পরিচয়ই দিয়া থাকেন। এই জড়জগতের বদ্ধানুভূতি ও দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইবার যোগ্যপাত্র বিবেচনায়, "তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ" এই

বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল ।
আনন্দ বাড়িল মনে, দুঃখ না গণিল ॥ ১৮৮ ॥

ভক্তকে পরীক্ষা ও ভক্তের পরীক্ষোত্তরণ ঃ—

পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান ।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্ ॥ ১৮৯ ॥

ভক্ত ও ভগবান্—পরস্পরের অলৌকিকী রতি ঃ—

এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার ।
বুঝিতেও আমা-সবার নাহি অধিকার ॥" ১৯০ ॥

প্রভুর পুরী-কৃত অতুল মহিমান্বিত শ্লোক-পাঠ বর্ণন ঃ—

এত বলি' পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক ।
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক ॥ ১৯১ ॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার ।
গন্ধ বাড়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ ১৯২ ॥
রত্নগণ-মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি ।
রসকাব্য-মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥ ১৯৩ ॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী ।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥ ১৯৪ ॥

শ্রীরাধা, মাধবেন্দ্র ও গৌর—তিনেরই আস্বাদন-যোগ্যতা ঃ—

কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন ।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥ ১৯৫ ॥
শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে ।
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥ ১৯৬ ॥

পদ্যাবলীতে চতুঃশতাঙ্কধৃত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদবাক্য—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥১৯৭॥

প্রভুর মূর্চ্ছা ও বিপ্রলম্ভ-ভাবোন্মাদ ঃ—

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে ।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িল ভূমিতে ॥ ১৯৮ ॥
আস্তে ব্যস্তে কোলে করি' নিল নিত্যানন্দ ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ ১৯৯ ॥
প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি' ইতি-উতি ধায় ।
হুঙ্কার করয়ে, হাসে, কান্দে, নাচে, গায় ॥ ২০০ ॥
'অয়ি দীন', 'অয়ি দীন' বলে বারবার ।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ২০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৫। চৌঠজন—চতুর্থজন ; অর্থাৎ রাধাঠাকুরাণী, মাধবেন্দ্র-পুরী ও মহাপ্রভু,—এই তিনজনেই এই শ্লোকের আস্বাদন করিয়াছেন ; অন্য চতুর্থব্যক্তি ইহা আস্বাদনের যোগ্য ছিলেন না।

১৯৭। ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত! আমি এখন কি করিব?

তাৎপর্য্য,—শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ; তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণবসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু লক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই অপূর্ব্ব শ্লোক-রচনাদ্বারা শৃঙ্গার-রসময়ীভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, মথুরারাজ্যপ্রাপ্ত-শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে 'দীনদয়ার্দ্রনাথকে' এই-ভাবে ডাকিবেন। **জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।** কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—"হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল ; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীনজন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।" শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব-দর্শনে যে ভাববৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনা-য়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, শৃঙ্গার-রসতরুর মূল—মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী—তাহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাহার মূলস্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাহার শাখাপ্রশাখা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ভাগবতীয় শ্লোকের অবতারণা। ভগবানের গাঢ়প্রণয়িজন বাহ্য-জগতের কোন অভাব, বিঘ্ন ও দুঃখাদি গণনা করেন না। "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ।।"

অনুভাষ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর "আশ্লিষ্য বা পাদরতাম্" বচনে এই চরম শিক্ষাই আমরা লক্ষ্য করি।

১৯৭। অয়ি (শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিন্যাঃ স্বরমণং প্রতি মধুর-সম্বোধনং) হে দীনদয়ার্দ্র (দীনানাং কৃষ্ণবিরহকাতরানাং গোপী-নাং স্বজনানাং সম্বন্ধে যা দয়া, তাসাং বিপ্রলম্ভাপনোদিনী সাক্ষাদ্-রূপগুণলীলা-স্ফূর্ত্তিবিধায়িনী কৃপা, তয়া আর্দ্র, সরসহৃদয়,—

কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য ।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ২০২ ॥
এই শ্লোকে উঘাড়িলা প্রেমের কপাট ।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ ২০৩ ॥

প্রভুর বাহ্যদশা ও গোপীনাথের ভোগারতি ঃ—

লোকের সংঘট্ট দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ।
ঠাকুরের ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥ ২০৪ ॥

পূজারীর প্রভু-নিকট ১২টী পাত্রে ক্ষীর-আনয়ন ঃ—

ঠাকুরে শয়ন করাঞা পূজারী হৈল বাহির ।
প্রভুর আগে আনি' দিল প্রসাদ বার ক্ষীর ॥ ২০৫ ॥

ক্ষীর-দর্শনে প্রভুর আনন্দ এবং পাঁচটী গ্রহণ ও সাতটী প্রত্যর্পণ ঃ—

ক্ষীর দেখি' মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল ।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥ ২০৬ ॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল ।
পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল ॥ ২০৭ ॥
গোপীনাথ-রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন ।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২০৮ ॥

প্রাতে তথা হইতে পুরী-পথে যাত্রা ঃ—

নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইলা ।
মঙ্গল-আরতি দেখি' প্রভাতে চলিলা ॥ ২০৯ ॥

এই আখ্যানে প্রভুর ও তদীয় ভক্তের অপূর্ব্ব প্রীতি ও গুণ-মাহাত্ম্য ঃ—

এই ত' আখ্যানে কহিলা দোঁহার মহিমা ।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য, আর ভক্তপ্রেম-সীমা ॥ ২১০ ॥
ভক্ত-সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন ।
গোপাল-গোপীনাথ-পুরীগোসাঞির গুণ ॥ ২১১ ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ ২১২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-চরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

উৎকটবিরহ-তাপার্ত্ত-গোপীকৃপাপরকোমলচিত্ত) হে নাথ (মাদৃশ-গোপীজনৈকবল্লভ) হে মথুরানাথ (মাথুরজনেশ্বর, চেৎ গোপীজনবল্লভাভিমানস্তব বর্ত্ততে, তদা অস্মান্ গোপীঃ বিস্মৃত্য কথম্ ঐশ্বর্য্যবাসনয়া মাথুর-সাধারণী-কান্তামোদার্থং তত্রাবস্থিতিঃ, অতঃ, গোপীকৃপারহিতকঠিনহৃদয়) কদা ত্বং [বিরহকাতরয়া গোপ্যা তদ্ভাবাশ্রিতয়া ময়া] অবলোক্যসে? হে দয়িত (হে প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তম) ত্বদলোককাতরং হৃদয়ং (তব দর্শনায় কাতরং ব্যাকুলং উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদিময়ং গোপীজনহৃদয়ং) ভ্রাম্যতি (উন্মদয়তি) কিং করোমি, [তৎ কথয়]।

২০২। জাড্য—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ)—"জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ। বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থা পরাপি চ।।" অর্থাৎ ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ, দর্শন ও বিরহাদিদ্বারা যে বিচারশূন্যতা, তাহাকে 'জাড্য' বলে। ইহা মোহের পূর্ব্ব ও পর অবস্থা।

২০৩। প্রেমনাট—প্রেমবশে নৃত্য।

২০৫। বার—দ্বাদশটী পাত্রপূর্ণ।

২০৭। বাহুড়িয়া—অগ্রসর হইয়া ফিরাইয়া।

২০৮। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহরূপে ঐ ক্ষীরই পূর্ব্বে ভোজন করিয়াছিলেন, তথাপি লোকশিক্ষকরূপে তিনি কৃষ্ণভজন প্রদর্শন করিবার জন্য ক্ষীর-মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

২০৯। গোঙাইল—যাপন করিলেন।

২১০। প্রভু ও ভক্তের, উভয়েরই পরস্পরের প্রতি প্রেম অতুলনীয়।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
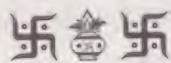
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু যাজপুর হইয়া কটকনগরে পৌঁছিলে তথায় শ্রীসাক্ষিগোপাল-দর্শনে গিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর মুখে গোপালের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলেন। বিদ্যানগর-নিবাসী দুইটী (একটী বৃদ্ধ, অপরটী যুবা) ব্রাহ্মণ বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলে, বৃদ্ধ-বিপ্র যুবা-বিপ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কন্যা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যুবাবিপ্র বৃদ্ধবিপ্রকে বৃন্দাবনস্থ গোপালের সম্মুখে ঐ বিষয় অঙ্গীকার করাইয়া গোপালকে সাক্ষী রাখিলেন। স্বদেশে আসিয়া যুবাবিপ্র বিবাহের প্রস্তাব করিলে বৃদ্ধবিপ্র স্বীয় পুত্র-কলত্রাদির অনুরোধে কহিলেন, —'আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ নাই।' তাহাতে যুবাবিপ্র গোপালের নিকট পুনরায় গিয়া সমস্ত নিবেদন করত ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে বাধ্য করিয়া দক্ষিণদেশে আনিলেন। গোপাল যুবাবিপ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নূপুরের ধ্বনি করিয়া বিদ্যানগরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় স্থিত হইলেন। যুবাবিপ্র তদ্দেশস্থ ভদ্রগণকে, বৃদ্ধবিপ্র ও তাহার পুত্রকে তথায় উপস্থিত করাইয়া গোপালের সাক্ষ্য দেওয়াইলে তাহারা চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধবিপ্রের কন্যার সহিত যুবাবিপ্রের উদ্বাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করাইল। তদ্দেশীয় রাজা গোপালের প্রতি ভক্তি করিয়া মন্দিরাদি করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেবকে বিদ্যানগরের রাজা জগন্নাথের ঝাড়ুদার বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া স্বীয় কন্যা দিতে অস্বীকার করায় পুরুষোত্তমদেব শ্রীজগন্নাথের সহায়তা লাভ করত ঐ রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা ও রাজ্য গ্রহণ করিলেন। সেইসময় হইতে বৈষ্ণবরাজ পুরুষোত্তমদেবের ভক্তিডোরে বদ্ধ হইয়া গোপাল কটকনগরে আনীত হন। এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু মহাপ্রেমের সহিত গোপাল দর্শন করিলেন। কটক হইতে ভুবনেশ্বরে শিব দর্শন করত কমলপুরে ভার্গী-নদীতীরে কপোতেশ্বর-শিবদর্শন-ছলে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের হস্তে স্বীয় দণ্ড রাখিয়া যা'ন। তিনি দণ্ডটিকে তিনখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভার্গী-নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। 'আঠারনালা'র নিকটে গিয়া মহাপ্রভু দণ্ড না পাইয়া সঙ্গিগণকে রাখিয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তবশ সাক্ষিগোপালকে প্রণাম ঃ—

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্ ।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর যাজপুরে বরাহদেব-দর্শন ঃ—

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর-গ্রাম ।
বরাহ-ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম ॥ ৩ ॥

নৃত্যগীত কৈল প্রেমে, বহুত স্তবন ।
যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন ॥ ৪ ॥

কটকে সাক্ষিগোপাল-দর্শন ঃ—

কটকে আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে ।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি' হৈলা আনন্দিতে ॥ ৫ ॥

প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ ।
আবিষ্ট হঞা কৈল গোপাল-স্তবন ॥ ৬ ॥

নিত্যানন্দমুখে প্রভুর সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত-শ্রবণ ঃ—

সেই রাত্রি তাঁহা রহি' ভক্তগণ-সঙ্গে ।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে তীর্থভ্রমণোপলক্ষে নিতাইর
শ্রবণ-সুযোগ ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা ।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য শতদিবস চলিলে যে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথায় পদ-চালনপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতচেষ্ট সাক্ষি-গোপালকে আমি প্রণাম করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ (গোপালঃ) প্রতিমাস্বরূপঃ (অর্চ্চ্যাশ্রিতবিগ্রহঃ) ব্রহ্মণ্যদেবঃ পদ্ভ্যাং চলন্ বিপ্রকৃতে (ব্রাহ্মণস্যোপকারায়) হি শতাহগম্যং (শতদিবস-প্রাপ্যং) দেশং (মাথুরমণ্ডলাৎ বিদ্যা-নগরং) যযৌ, অহং তম্ অদ্ভুতেহহং (অপূর্ব্বচেষ্টাসমন্বিতং) সাক্ষিগোপালং নতোঽস্মি (প্রণমামি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩। যাজপুরগ্রাম—উৎকল-দেশে বৈতরণী-নদীতীরে বিরজা-ক্ষেত্রে নাভিগয়ারূপ তীর্থবিশেষ।

৮। সাক্ষিগোপাল—মহানদীতীরে প্রধান নগর—কটক ;

সাক্ষিগোপালের কথা শুনি' লোকমুখে।
সেই কথা কহেন, প্রভু শুনে মহাসুখে ॥ ৯ ॥

সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত ; দুই বিপ্রের কথা ঃ—

পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত' ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দুঁহে করিলা গমন ॥ ১০ ॥
গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ—সকল করিয়া।
মথুরাতে আইলা দুঁহে আনন্দিত হঞা ॥ ১১ ॥
বনযাত্রায় বন দেখি' দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ-বন দেখি' শেষে গেলা বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয়।
সে-মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয় ॥ ১৩ ॥
কেশীতীর্থ, কালীয়-হ্রদাদিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি' তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥ ১৪ ॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দুঁহার মন নিল হরি'।
সুখ পাঞা রহে তাঁহা দিন দুই-চারি ॥ ১৫ ॥
দুইবিপ্র-মধ্যে এক বিপ্র—বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র—যুবা, তাঁর করেন সহায় ॥ ১৬ ॥
ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৭ ॥
বিপ্র বলে,—"তুমি মোর বহু সেবা কৈলা।
সহায় হঞা আর তীর্থ করাইলা ॥ ১৮ ॥
পুত্রেও পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥ ১৯ ॥
কৃতঘ্নতা হয়, তোমায় না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান ॥" ২০ ॥
ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, বিপ্র-মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে, যেই নাহি হয় ॥ ২১ ॥
মহাকুলীন তুমি—বিদ্যা-ধনাদি-প্রবীণ।
আমি অকুলীন আর ধন-বিদ্যা-হীন ॥ ২২ ॥
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীত্যে করি তোমার সেবা-ব্যবহার ॥ ২৩ ॥
ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি-সম্পদ্ বাড়য় ॥" ২৪ ॥
বড়বিপ্র কহে,—"তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি, ইথে কি বিস্ময় ॥" ২৫ ॥
ছোটবিপ্র বলে,—"তোমার স্ত্রী-পুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব ॥ ২৬ ॥
তা'-সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৭ ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা,—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে ॥" ২৮ ॥
বড়বিপ্র কহে,—"কন্যা মোর নিজ-ধন।
নিজ-ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন ॥ ২৯ ॥
তোমাকে কন্যা দিব, সবাকে করি' তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি, করহ স্বীকার ॥" ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তথায় সে-সময়ে সাক্ষিগোপাল বিরাজমান ছিলেন। সাক্ষি-গোপাল দক্ষিণদেশ হইতে আনীত হইলে প্রথমে কটকে কিছুদিন থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে কিছুদিন রহিলেন। তথায় কোনপ্রকার প্রেমকলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলপতি মহারাজ, পুরুষোত্তম হইতে তিনক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী'-নামে একটী গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় গোপালকে রাখেন। এখন সেই গ্রামে একটী পাকা মন্দিরে শ্রীসাক্ষিগোপাল বিরাজমান।

১২। দ্বাদশবন—যথা ;—ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর ও মহাবন, এই পাঁচটী বন—যমুনার পূর্ব্বে ; মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন, এই শেষ সাতটী বন—যমুনার পশ্চিমে। এই দ্বাদশবন দেখিয়া শেষে 'পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন'-নামক স্থানে গমন করিল। তাৎপর্য্য এই যে, দ্বাদশবন-মধ্যে যে বৃন্দাবন, তাহা এই বৃন্দাবন হইতে আরম্ভ হইয়া নন্দগ্রাম, বর্ষাণ পর্য্যন্ত ষোলক্রোশ-ব্যাপৃত ; তন্মধ্যে 'পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন'-নামক গ্রাম।

অনুভাষ্য

৩। যাজপুর—কটকজেলার এক মহকুমা ; ইহাকে 'নাভি-গয়া' কহে। এখানে 'ব্রাহ্মণনগর'-পল্লীতে বরাহদেব আছেন।

২৩-২৪। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ছোটবিপ্র ভগবদ্ভক্ত বড়বিপ্রের সেবা করিয়াছিলেন, তৎফলেই স্বভক্তের মানরক্ষার্থ শ্রীগোপালঠাকুর সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। নতুবা ছোটবিপ্রের এইরূপ বড়বিপ্রকে সেবা ও তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মতিপ্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ড হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কখনই উহাকে আদর করিতেন না।

২৮। (ভাঃ ১০।৫২।২১)"রাজাসীদ্ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধি-পতির্মহান্। তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা রুচিরাননা।। বন্ধুনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ। ততো নিবার্য্য কৃষ্ণদ্বিট্ রুক্মী চৈদ্যমমন্যত।।" (ভাঃ ১০।৫৩।২)—"শ্রীভগবানুবাচ—তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি। বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ।।"

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মী কৃষ্ণকর্ত্তৃক স্বীয় ভগিনী

ছোটবিপ্র কহে,—"যদি কন্যা দিতে আছে মন ।
গোপালের আগে কহ এ সত্য-বচন ॥" ৩১ ॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল ।
"তুমি জান, নিজ-কন্যা ইহারে আমি দিল ॥" ৩২ ॥
ছোটবিপ্র বলে,—"ঠাকুর, তুমি মোর সাক্ষী ।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু, যদি অন্যথা দেখি ॥"৩৩ ॥
এত বলি' দুইজনে চলিলা দেশেরে ।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোটবিপ্র বহু সেবা করে ॥ ৩৪ ॥
দেশে আসি' দুইজনে গেলা নিজ-ঘরে ।
কতদিনে বড়বিপ্র চিন্তিত অন্তরে ॥ ৩৫ ॥
'তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিলুঁ,—কেমতে সত্য হয় ।
স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥' ৩৬ ॥
একদিন নিজ-লোক একত্র করিল ।
তা-সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ ৩৭ ॥
শুনি' সব গোষ্ঠী তার করে হাহাকার ।
"ঐছে বাত্ মুখে তুমি না আনিবে আর ॥ ৩৮ ॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ ।
শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস ॥" ৩৯ ॥
বিপ্র বলে,—"তীর্থ-বাক্য কেমনে করি আন ।
যে হউক্, সে হউক্, আমি দিব কন্যাদান ॥"৪০ ॥
জ্ঞাতি লোক কহে,—"মোরা তোমাকে ছাড়িব ।"
স্ত্রী-পুত্র কহে,—"বিষ খাইয়া মরিব ॥" ৪১ ॥
বিপ্র বলে,—"সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায় ।
জিতি' কন্যা লবে, মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম হয় ॥" ৪২ ॥

পুত্র বলে,—"প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূর দেশে ।
কে তোমার সাক্ষী দিবে, চিন্তা কর কিসে ॥ ৪৩ ॥
'নাহি কহি'—না কহি' এ মিথ্যা-বচন ।
সবে কহিবে—'মোর কিছু নাহিক স্মরণ ॥' ৪৪ ॥
তুমি যদি কহ,—'আমি কিছুই না জানি ।'
তবে আমি ন্যায় করি' ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥" ৪৫ ॥
এত শুনি' বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন ।
একান্ত-ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল-চরণ ॥ ৪৬ ॥
'মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ-জন ।
দুই রক্ষা কর, গোপাল, লইনু শরণ ॥' ৪৭ ॥
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল ।
আর দিন লঘুবিপ্র তাঁর ঘরে আইল ॥ ৪৮ ॥
আসিঞা পরম-ভক্ত্যে নমস্কার করি' ।
বিনয় করিঞা কহে কর-দুই যুড়ি' ॥ ৪৯ ॥
"তুমি মোরে কন্যা দিতে কর্যাছ অঙ্গীকার ।
এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার ব্যবহার ॥" ৫০ ॥
এত শুনি' সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি' ।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি' ॥ ৫১ ॥
"অরে অধম! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে ।
বামন হঞা চন্দ্রে যেন চাহ ত' ধরিতে ॥" ৫২ ॥
ঠেঙ্গা দেখি' সেই বিপ্র পলাঞা গেল ।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল ॥ ৫৩ ॥
সব লোক বড়বিপ্রে ডাকিয়া আনিল ।
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য

রুক্মিণী-হরণকালে তাঁহাকে কুকথা বলায় কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ হয় ; তৎফলে বিনষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে রুক্মিণীর অনুরোধে জীবন লাভ করেন। কৃষ্ণ অসিদ্বারা তাহার শ্মশ্রুকেশ কর্ত্তন ও মুণ্ডনপূর্ব্বক বিরূপ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

৪২। বড়-বিপ্র বলিলেন যে,—আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে ছোট-বিপ্রকে কন্যা প্রদান না করিলে, ছোট-বিপ্র শ্রীগোপাল-বিগ্রহকে সাক্ষ্য মানিয়া বলপূর্ব্বক আমার কন্যা জয় করিয়া লইবে ; তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম তখন নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

৪৩-৪৫। বড়-বিপ্রের নাস্তিক, স্মার্ত্ত, বিষয়চতুর কিন্তু মূর্খ পুত্রটী শ্রীবিগ্রহের চেতনত্বে ও বিভুত্বে বিশ্বাস না করিয়া পৌত্তলিকের ন্যায় শ্রীবিগ্রহে শিলা-কাষ্ঠবুদ্ধিপূর্ব্বক পিতাকে কহিলেন যে,—"একে ঐ প্রতিমা—সাক্ষী, অতএব তিনি যে চেতনবস্তুর ন্যায় কথা বলিবেন, ইহা বিশ্বাস্য নহে ; তাহাতে আবার তিনি বহুদূরবর্ত্তী, সুতরাং অতদূর হইতে এখানে সাক্ষ্য

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। 'আমি কন্যা দিব, বলি নাই'—এরূপ মিথ্যা বচন কহিবে না, কেবল এইমাত্র কহিবে যে,—'ইহা স্মরণ নাই।'

অনুভাষ্য

দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয় ; অতএব আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আপনি স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা একেবারে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই বাক্যের ন্যায় এইমাত্র বলিবেন বা এইরূপ ভাব দেখাইবেন যে, আপনার কিছুই স্মরণ হইতেছে না, অর্থাৎ আপনি ঐ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাহা হইলেই আমি ছোট-বিপ্রকে কূটতর্কের ফাঁকিতে ফেলিয়া তাহাকে পরাজিত করিব, আর আপনাকেও কন্যাদানরূপ বিপদ্ হইতে সর্ব্বসমক্ষে উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক আপনার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ঘটিতে না দিয়া আমাদের কুলের সম্মান রক্ষা করিব।" ন্যায়—তর্ক।

"ইঁহো মোরে কন্যা দিতে কর্য়াছে অঙ্গীকার ।
এবে যে না দেন, পুছ ইঁহার ব্যবহার ॥" ৫৫ ॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন ।
"কন্যা কেনে না দেহ, যদি দিয়াছ বচন ॥" ৫৬ ॥
বিপ্র কহে,—"শুন, লোক, মোর নিবেদন ।
কবে কি বলিয়াছি, মোর নাহিক স্মরণ ॥" ৫৭ ॥
এত শুনি' তাঁর পুত্র বাক্য-ছল পাঞা ।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিঞা ॥ ৫৮ ॥
"তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন ।
ধন দেখি' এই দুষ্টের লৈতে হৈল মন ॥ ৫৯ ॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি, এই সঙ্গে একল ।
ধুতুরা খাওয়াঞা বাপে করিল পাগল ॥ ৬০॥
সব ধন লঞা কহে,—'চোরে লইল ধন ।'
'কন্যা দিতে চাহিয়াছে'—উঠাইল বচন ॥ ৬১ ॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে ।
'মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥" ৬২ ॥
এত শুনি' লোকের মনে হইল সংশয় ।
'সম্ভবে,—ধনলোভে ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥' ৬৩ ॥
তবে ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, মহাজন ।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য-বচন ॥ ৬৪ ॥
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা ।
'তোরে আমি কন্যা দিব' আপনে কহিলা ॥ ৬৫ ॥
তবে মুঞি নিষেধিনু,—'শুন, দ্বিজবর ।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর ॥ ৬৬ ॥
'কাঁহা তুমি পণ্ডিত, ধনী, পরম-কুলীন ।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র, মূর্খ, নীচ, কুলহীন ॥' ৬৭ ॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার ।
'তোরে কন্যা দিব, তুমি করহ স্বীকার ॥' ৬৮ ॥
তবে আমি কহিলাঙ,—'শুন, মহামতি ।
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥ ৬৯ ॥
কন্যা দিতে নারিবে, হবে অসত্য-বচন ।'
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥ ৭০ ॥
'কন্যা তোরে দিব, দ্বিধা না করিহ চিত্তে ।
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে ॥' ৭১ ॥
তবে আমি কহিলাঙ দৃঢ় করি' মন ।
'গোপালের আগে কহ এ-সত্য-বচন ॥' ৭২ ॥
তবে ইঁহো গোপালের আসিয়া কহিল ।
'তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥' ৭৩ ॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিঞা ।
কহিলাঙ তাঁর পদে প্রণত হইঞা ॥ ৭৪ ॥
'যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যাদান ।
সাক্ষী বোলাইমু তোমায়, হইও সাবধান ॥' ৭৫ ॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন ।
যাঁর বাক্য সত্য করি' মানে ত্রিভুবন ॥"৭৬ ॥
তবে বড়বিপ্র কহে,—"এই সত্য কথা ।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন, আপনে আসি' এথা ॥ ৭৭ ॥
তবে কন্যা দিব আমি, জানিহ নিশ্চয় ।"
তাঁর পুত্র কহে,—"এই ভাল বাত হয় ॥" ৭৮ ॥
বড়বিপ্রের মনে,—'কৃষ্ণ বড় দয়াবান্ ।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ ॥' ৭৯ ॥
পুত্রের মনে,—'প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে ।'
এই বুদ্ধ্যে দুইজন হইলা সম্মতে ॥ ৮০ ॥
ছোটবিপ্র বলে,—"পত্র করহ লিখন ।
পুনঃ যেন নাহি চলে এসব বচন ॥" ৮১ ॥
তবে সব লোক মেলি' পত্র ত' লিখিল ।
দুঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল ॥ ৮২ ॥
তবে ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, সর্ব্বজন ।
এই বিপ্র—সত্য-বাক্, ধর্ম্মপরায়ণ ॥ ৮৩ ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন ।
স্বজন-মৃত্যু-ভয়ে কহে অসত্য-বচন ॥ ৮৪ ॥
ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি' সাক্ষী বোলাইব ।
তবে এই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥" ৮৫ ॥
এত শুনি' নাস্তিক লোক উপহাস করে ।
কেহ বলে, 'ঈশ্বর—দয়ালু, আসিতেহ পারে ॥' ৮৬ ॥

অনুভাষ্য

৫৮। ছল—বক্তা যে-শব্দ যে-অর্থে প্রয়োগ করেন, সে-শব্দের সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীতার্থ কল্পনাপূর্ব্বক প্রতিবাদী যে-সকল মিথ্যা দোষারোপ করে, তাহাই 'ছল'।

৬৩। অর্থলোভে লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক সব লোপ পায়, সুতরাং ছোট-বিপ্র ঐ সময় অর্থলালসায় বড়-বিপ্রের উপর অত্যাচার করিতেও পারে,—লোকে এইরূপ সন্দেহ করিল।

৭৬। মহাজন—দেবতা।

৮৬। নাস্তিক—কেননা, কৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব ও ভক্ত-বাৎসল্যে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার অর্চ্চাবিগ্রহে ভৌম-বুদ্ধি-কারী।

তবে সেই ছোটবিপ্র গেলা বৃন্দাবন ।
দণ্ডবৎ করি' কহে সব বিবরণ ॥ ৮৭ ॥
"ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি —বড় দয়াময় ।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হঞা সদয় ॥ ৮৮ ॥
কন্যা পাব,—মোর মনে ইহা নাহি সুখ ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়,—এই বড় দুঃখ ॥ ৮৯ ॥
এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ, দয়াময় ।
জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয় ॥" ৯০ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"বিপ্র, তুমি যাহ স্বভবনে ।
সভা করি' মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥ ৯১ ॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব ।
তবে দুই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥" ৯২ ॥
বিপ্র বলে,—"যদি হও চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥ ৯৩ ॥
এই মূর্ত্তি গিয়া, যদি এই শ্রীবদনে ।
সাক্ষী দেহ যদি, তবে সর্ব্ব লোক শুনে ॥" ৯৪ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"প্রতিমা চলে, কোথাহ না শুনি ।"
বিপ্র বলে,—"প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥ ৯৫ ॥
প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ ॥" ৯৬ ॥
হাসিঞা গোপাল কহে,—"শুনহ ব্রাহ্মণ ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ ৯৭ ॥
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে ।
আমাকে দেখিলে, আমি রহিব সেই স্থানে ॥ ৯৮ ॥
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবা ।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা ॥ ৯৯ ॥
একসের অন্ন রান্ধি' করিহ সমর্পণ ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥" ১০০ ॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি' চলিল ব্রাহ্মণ ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ॥ ১০১ ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি' আনন্দিত মন ।
উত্তমান্ন পাক করি' করায় ভোজন ॥ ১০২ ॥
এইমতে চলি' বিপ্র নিজ-দেশে আইলা ।
গ্রামের নিকট আসি' মনেতে চিন্তিলা ॥ ১০৩ ॥
'এবে মুঞি গ্রামে আইনু, যাইমু ভবনে ।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর গমনে ॥ ১০৪ ॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয় ।
ইঁহা যদি রহেন, তবু নাহি কিছু ভয় ॥' ১০৫ ॥
এত ভাবি' সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল ।
হাসিঞা গোপালদেব তথায় রহিল ॥ ১০৬ ॥
ব্রাহ্মণেরে কহে,—"তুমি যাহ নিজ-ঘর ।
এথায় রহিব আমি, না যাব অতঃপর ॥" ১০৭ ॥
তবে সেই বিপ্র যাই' নগরে কহিল ।
শুনিঞা সকল লোক চমৎকার হৈল ॥ ১০৮ ॥
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে ।
গোপাল দেখিঞা লোক দণ্ডবৎ করে ॥ ১০৯ ॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে আনন্দিত ।
প্রতিমা চলিঞা আইলা,—শুনিঞা বিস্মিত ॥ ১১০ ॥
তবে সেই বড়বিপ্র আনন্দিত হঞা ।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১১১ ॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল ।
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥ ১১২ ॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর ।
"তুমি-দুই—জন্মে-জন্মে আমার কিঙ্কর ॥ ১১৩ ॥
দুঁহার সত্যে তুষ্ট হইলাঙ, দুঁহে মাগ' বর ।"
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর ॥ ১১৪ ॥
"যদি বর দিবে, তবে রহ এইস্থানে ।
কিঙ্করেরে দয়া তব সর্ব্বলোকে জানে ॥" ১১৫ ॥
গোপাল রহিলা, দুঁহে করেন সেবন ।
দেখিতে আইলা সব দেশের লোক-জন ॥ ১১৬ ॥

অনুভাষ্য

৮৯। বড়-বিপ্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার ভোগসুখ-বর্দ্ধনরূপ স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার জন্য তোমাকে সাক্ষ্য দিতে বলিতেছি না,—তোমার ভক্ত বড়-বিপ্রের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-জনিত পাপ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার বাক্য রক্ষা করিবার জন্যই তোমাকে বলিতেছি।

৯৫-৯৬। ছোট-বিপ্রকে যাহাতে কেহ বিষ্ণুর অর্চ্চাবিগ্রহে শিলা-কাষ্ঠবুদ্ধিকারী অক্ষজজ্ঞানরত দেহারামী 'পৌত্তলিক' বলিয়া না ভাবে, তজ্জন্য তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ অপবাদ হইতে মুক্ত করিবার জন্যই ভগবানের ঐ প্রশ্নভঙ্গী এবং বিপ্রেরও সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসকারী যথার্থ ভক্তের ন্যায় উত্তর দান।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। বিপ্রের উপকারের জন্য তুমি তোমার অকরণীয় কার্য্য-সকল করিয়া থাক।

শ্রীগোপাল ও উৎকলরাজ পুরুষোত্তমের কথা ঃ—

সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিঞা ।
পরম সন্তোষ পাইল গোপালে দেখিঞা ॥ ১১৭ ॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল ।
'সাক্ষিগোপাল' বলি' তাঁর নাম খ্যাতি হৈল ॥ ১১৮ ॥
এই মত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল ।
সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন চিরকাল ॥ ১১৯ ॥
উৎকলের রাজা—শ্রীপুরুষোত্তম-নাম ।
সেই দেশ জিনি' নিল করিয়া সংগ্রাম ॥ ১২০ ॥
সেই রাজা জিনি' নিল তাঁর সিংহাসন ।
'মাণিক্য-সিংহাসন' নাম অনেক রতন ॥ ১২১ ॥
পুরুষোত্তম-দেব সেই বড় ভক্তরাজ ।
গোপাল-চরণে মাগে,—'চল মোর রাজ ॥' ১২২ ॥
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল ।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল ॥ ১২৩ ॥
জগন্নাথে আনি' দিল মাণিক্য-সিংহাসন ।
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন ॥ ১২৪ ॥

শ্রীগোপাল ও রাজ্ঞীর কথা ঃ—

তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে ।
ভক্তি করি' বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥ ১২৫ ॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয় ।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল, মনেতে চিন্তয় ॥ ১২৬ ॥
'ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত ।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত ॥' ১২৭ ॥
এত চিন্তি' নমস্করি' গেলা স্বভবনে ।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে ॥ ১২৮ ॥
"বাল্যকালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি' ।
মুক্তা পরাঞাছিল বহু যত্ন করি' ॥ ১২৯ ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে ।
সেই মুক্তা পরাহ, যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥" ১৩০ ॥
স্বপ্নে দেখি' সেই রাণী রাজাকে কহিল ।
রাজাসহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥ ১৩১ ॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা ।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা ॥ ১৩২ ॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি ।
এই লাগি' 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি ॥ ১৩৩ ॥

নিতাইমুখে সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত-শ্রবণে সগণ প্রভুর আনন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ-মুখে শুনি' গোপাল-চরিত ।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত-সহিত ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুকে ভক্তগণের গোপালের সহিত অভেদ-দর্শন ঃ—

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি ।
ভক্তগণে দেখে—যেন দুঁহে একমূর্ত্তি ॥ ১৩৫ ॥
দুঁহে—একবর্ণ, দুঁহে—প্রকাণ্ড-শরীর ।
দুঁহে—রক্তাম্বর, দুঁহার স্বভাব—গম্ভীর ॥ ১৩৬ ॥
মহা-তেজোময় দুঁহে কমল-নয়ন ।
দুঁহার ভাবাবেশ, দুঁহে—চন্দ্রবদন ॥ ১৩৭ ॥

তদ্দর্শনে ভক্তগণসহ নিতাইর হাস্যরঙ্গ ঃ—

দুঁহা দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে ।
ঠারাঠারি করি' হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে ॥ ১৩৮ ॥

প্রাতে সকলের পুরীপথে যাত্রা ঃ—

এইমত মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিঞা ।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিঞা ॥ ১৩৯ ॥

চৈতন্যভাগবতে ভুবনেশ্বর-দর্শন প্রভৃতি বর্ণিত ঃ—

ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে কৈল দরশন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। চৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলা ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কটক হইতে রাজপথে বাহির হইয়া বালিহস্তা বা বালকাটীচটি হইয়া ভুবনেশ্বর—দুই-তিন ক্রোশ।

অনুভাষ্য

১১৯। বিদ্যানগর—ত্রৈলঙ্গদেশে গোদাবরী-নদী পূর্ব্বসমুদ্রে বঙ্গোপসাগরে যথায় মিলিতা হইয়াছেন, তাহা 'কোটদেশ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যা-রাজের তৎপ্রদেশে এক প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, তাহার নাম 'বিদ্যানগর'। ঐ নগর গোদাবরী-নদীর দক্ষিণপারে অবস্থিত ছিল। উৎকলরাজ পূর্ব্বপুরুষোত্তম সেই দেশ নিজাধিকারে আনয়ন করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা দ্বারা রাজ্য শাসন করিতেন। বর্ত্তমান গোদাবরীর উত্তর-তটস্থিত রাজমহেন্দ্রী হইতে বিদ্যানগর ২০।২৫ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণপারে অবস্থিত। প্রতাপরুদ্রের কালে রামানন্দরায় তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ভিজিয়ানগরম্, ভিজিয়ানা-গ্রাম বা বিজয়নগর এই বিদ্যানগর নহে।

১২২। রাজ—রাজ্যে।

১৪০। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ২য় অঃ—"তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর। গুপ্তকাশী-বাস যথা করেন শঙ্কর।। সর্ব্বতীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি'। 'বিন্দুসরোবর' শিব সৃজিলা আপনি।।

প্রভুর নিতাইকে দণ্ডপ্রদান ও কমলপুরে ভার্গীনদী-স্নান ঃ—

কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল ।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥ ১৪১ ॥

প্রভুর কপোতেশ্বর-দর্শন, অগোচরে নিতাইর প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ ঃ—

কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ-সঙ্গে ।
এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪১। ভার্গীনদী—এক্ষণে 'দণ্ডভাঙ্গা'-নদী বলিয়া বিখ্যাত; পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে।

১৪২। কপোতেশ্বর—দণ্ডভাঙ্গা-নদীর নিকটে।

অনুভাষ্য

শিবপ্রিয় সরোবর জানি' শ্রীচৈতন্য। স্নান করি' বিশেষে করিলা অতি ধন্য।।"

স্কন্দপুরাণে, শিবের একাম্রকানন-লাভের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। 'কাশীরাজ'-নামে একরাজা পূজা করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ; শিব তাঁহার সহায়তা করেন। পরে কাশীরাজ বিনষ্ট এবং শিবের পাশুপত-অস্ত্র বিফল হইলে, কৃষ্ণ কাশী দগ্ধ করেন। শিব কৃষ্ণমাহাত্ম্য অবগত হইয়া নিজাপরাধ ক্ষমাপণ করাইয়া শ্রীনীলাচলের নিকট 'একাম্রকানন' লাভ করেন। এখানে কেশরীবংশীয় রাজগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া কয়েকশতাব্দী উৎকলদেশে রাজ্য করেন।

১৪২। কপোতেশ্বর—শিবলিঙ্গ।

১৪৩। দণ্ড—শ্রীগৌরসুন্দর কাটোয়ায় শাঙ্কর-ভারতী-সম্প্রদায়ে একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই সন্ন্যাসদণ্ড তিন ভাগে ভাঙ্গিয়া ভার্গী (বর্ত্তমান 'দণ্ডভাঙ্গা')-নদীতে ফেলিয়া দেন। সন্ন্যাসাশ্রমে 'কুটীচক' ও 'বহূদক'-অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়, কিন্তু 'হংস' ও 'পরমহংস' অবস্থায় দণ্ডত্যাগ করাই বিধেয়। চতুর্দ্দশভুবনপতি গৌরহরির অন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় ন্যূনাধিকার-প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই জানিয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেন।

তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিল ভাসাঞা ।
ভক্ত-সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিঞা ॥ ১৪৩ ॥

পুরীর মন্দির দেখিয়া কৃষ্ণবিরহাতুর প্রভুর নৃত্য ও আবেশ ঃ—

জগন্নাথের দেউল দেখি' আবিষ্ট হৈলা ।
দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। দণ্ড—সন্ন্যাস করিয়া মহাপ্রভু যে দণ্ডটী পাইয়াছিলেন, তাহা নিত্যানন্দপ্রভুর হস্তে রাখিয়া কপোতেশ্বর যান। নিত্যানন্দপ্রভু ঐ দণ্ডকে তিনখণ্ড করিয়া ভার্গীর জলে ভাসাইয়া দেওয়ায়, ভার্গীর নাম 'দণ্ডভাঙ্গা' হইয়াছে। কায়, বাক্ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ডও ধারণ করেন। শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-ধারণবিধি। শ্রীমহাপ্রভুর সেরূপ দণ্ডধারণ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, নিত্যানন্দ-প্রভু তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

অনুভাষ্য

অমৃতাণুকণা—১৪৩। "দণ্ড হাতে করি' হাসে নিত্যানন্দ-রায়। দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়।। 'অহে দণ্ড, আমি যাঁরে বহিয়ে হৃদয়ে। সে তোমারে বহিবেক এ'ত যুক্ত নহে।।' এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড। ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি' করি তিন খণ্ড।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।২০৬-২০৮)। ইহার 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—চতুর্দ্দশ-ভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সর্ব্বদা হৃদয়ে বহন করি ; আমরা তাঁহার নিত্য ভৃত্য ; তুমি আমাদের সেই নিত্য প্রভুকে বাহকরূপে সাজাইয়া অপরাধ করিতেছ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া যে-সকল বিধি-গ্রহণ বা নিষেধ-ত্যাগের চিহ্ন নিজ-হস্তে ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন, সেই বহনকার্য্য আমাদেরই শোভা পায়। হে দণ্ড, তুমি আমার প্রভুর প্রভু হইও না, তুমি আর তোমাকে মহাপ্রভুর দ্বারা বহন করাইও না। প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্তব্রুবগণ কৃষ্ণের নিকট হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি বাঞ্ছা করিয়া তাঁহার দ্বারা সেবা করাইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করে। ভক্তগণের ঐরূপ মনের ভাব নহে।

"কেবলাদ্বৈতী পরমহংস-ব্রুব একদণ্ডিগণ ত্রিদণ্ডিগণের চিরদিনই অবজ্ঞা করে। শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ড-গ্রহণছলনা-লীলা প্রদর্শন করায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই দণ্ডকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে ত্রিদণ্ডরূপে পরিণত করিলেন এবং ঐ দণ্ডবহন-ভার ভগবৎসেবকগণের নিকট ন্যস্ত করিলেন। তজ্জন্যই অতি প্রাচীনকালে মহাভারতে যে হংস-গীতি আছে, তন্মধ্যস্থ "বাচো বেগম্" শ্লোকটী ত্রিদণ্ড-গ্রহণের নিদর্শন ও যোগ্যতা সূচনা করে এবং ত্রিদণ্ডিগণেরই যে রূপানুগত্ব, ইহা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু 'উপদেশামৃতে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী মায়াবাদিগণ ত্রিদণ্ডের বিরুদ্ধে 'পরিমল'-নামক টীকায় প্রচুর গালিগালাজ করিয়াছেন। ভাবিকালে মায়াবাদী অপ্যয়দীক্ষিত 'ন্যায়রক্ষামণি', 'শিবার্ক-মণিদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের অভ্যন্তরে যে-সকল ভক্তিবিরোধী মতবাদ লিখিবেন, তাহার অযোগ্যতা-প্রদর্শন-উদ্দেশ্যে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ড ত্রিদণ্ডে পরিণত করিলেন। (আবার,) 'শুদ্ধদ্বৈত'মতাবলম্বিগণের (তথা শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের) শিষ্য-পারম্পর্য্যে যে একদণ্ডগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে,—ইহা জানাইবার জন্যও বলদেবপ্রভু সন্ন্যাস-বেষী শ্রীচৈতন্যদেবের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিয়াছেন ; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্মত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একমাত্র বিচার। 'ত্রিদণ্ডী' না হইলে কেহই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হন না। কর্ম্মকাণ্ডীয় ত্রিদণ্ডে ইন্দ্রদণ্ড, বজ্রদণ্ড ও ব্রহ্মদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সমাবেশ

ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা, সবে নাচে গায় ।
প্রেমাবেশে প্রভু-সঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥ ১৪৫ ॥
হাসে, কান্দে, নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন ।
তিনক্রোশ পথ হৈল—সহস্র-যোজন ॥ ১৪৬ ॥

আঠারনালা আসিয়া প্রভুর বাহ্যদশা ও নিজদণ্ড-যাচ্ঞা ঃ—

চলিতে চলিতে প্রভু আইলা 'আঠারনালা' ।
তাঁহা আসি' প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ ১৪৭ ॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—"দেহ মোর দণ্ড ।"
নিত্যানন্দ বলে,—"দণ্ড হৈল তিনখণ্ড ॥ ১৪৮ ॥

নিতাইর চাতুর্য্য ও দণ্ডভঙ্গ-বার্ত্তা-নিবেদন ঃ—

প্রেমাবেশে পড়িলা তুমি, তোমারে ধরিনু ।
তোমা-সহ তেরছে দণ্ড-উপরে পড়িনু ॥ ১৪৯ ॥
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ।
সেই দণ্ড কাঁহা পড়িল, কিছু না জানিল ॥ ১৫০ ॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হইল খণ্ড ।
যে উচিত হয়, মোর কর তাহা দণ্ড ॥" ১৫১ ॥

প্রভুর দুঃখ ও ঈষৎ ক্রোধ ঃ—

শুনি' কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা ।
ঈষৎ ক্রোধ করি' কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১৫২ ॥

প্রভুর অনুযোগ ও নিঃসঙ্গ হইয়া জগন্নাথ-দর্শনে ইচ্ছাপ্রকাশ ঃ—

"নীলাচলে আসি' মোর সবে হিত কৈলা ।
সবে দণ্ডধন ছিল, তাহা না রাখিলা ॥ ১৫৩ ॥
তুমি-সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে ।
কিবা আমি আগে যাই, না যাহ সহিতে ॥" ১৫৪ ॥

মুকুন্দের প্রভুকে অগ্রে গমনের অনুরোধ ঃ—

মুকুন্দ দত্ত কহে,—"প্রভু, তুমি যাহ আগে ।
আমি-সব পাছে যাব, না যাব তোমার সঙ্গে ॥" ১৫৫ ॥

দুইপ্রভুর ভাব—অচিন্ত্য ঃ—

এত শুনি' প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি ।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ॥ ১৫৬ ॥
ইঁহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায় ।
ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তেঁহো ইঁহাকে দোষায় ॥ ১৫৭ ॥

উভয়ে অভেদ-দর্শনকারী ভক্তই এই লীলা বুঝিতে সমর্থ ঃ—

দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই—পরম-গম্ভীর ।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যাঁর ভক্তি ধীর ॥ ১৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৭। আঠারনালা—পুরীনগরে প্রবেশ করিবার যে সেতু আছে, তাহার নাম 'আঠারনালা'; তাহাতে ১৮টী খিলান আছে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৪৪। দেউল—দেবালয়; অনঙ্গভীমরাজ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বর্ত্তমান শ্রীজগন্নাথের মন্দির। উপলভোগের মন্দির, ভোগবর্দ্ধন-খণ্ড এবং বাহিরের উচ্চ চত্বর তৎকালে নির্ম্মিত হয় নাই।

১৪৫। রাজমার্গ—জগন্নাথ-দর্শনের যাত্রিগণ বঙ্গদেশ হইতে যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমে গমন করেন।

১৪৬। শ্রীমহাপ্রভু তিনক্রোশ দূর হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির দর্শন করিয়া বিরহাতিশয্যে সাত্ত্বিক বিকার লাভ করিয়া ভগবদ্দর্শনের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। উৎকট-বিপ্রলম্ভে যে-প্রকার ক্ষণকালের বিরহ যুগবৎ প্রতীত হয়, চক্ষুর পলক থাকার জন্য গোপীগণ যে-প্রকার বিধির মূর্খতা নির্দ্দেশ করেন, তদ্রূপ তিন ক্রোশ পথ মহাপ্রভুর নিকট সুদূর সহস্র-যোজন বলিয়া অনুমিত হইল।

১৫২। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর বৈধসন্ন্যাস-যোগ্য এক-দণ্ডের অকর্ম্মণ্যতা জানিয়া বৈধসন্ন্যাস-দণ্ডবহন হইতে প্রভুকে অব্যাহতি দেন; তাহাতে মহাপ্রভু তাদৃশ দণ্ডত্যাগকার্য্যে বিবিৎসা-সন্ন্যাসপর অযোগ্য-দণ্ডিগণের যোগ্যতার পূর্ব্বে বৈদিক-বিধি শিথিল হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। মহতের আচরণ জগতের অন্যান্য লোক অনুবর্ত্তন করেন, তজ্জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-কথিত ভক্ত্যনুকূল বৈধমার্গের অবহেলনপূর্ব্বক উহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যাঁহারা বিশৃঙ্খল-মার্গকে অনুরাগ-পথ বা অবধূতাচার মনে করেন, তাদৃশ ভ্রান্তচিত্তের অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া এই ক্রোধ-প্রদর্শন-লীলা।

১৫৮। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ধীরভাবে যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রভুদ্বয়ের স্বরূপ ও দণ্ডভঙ্গ-লীলার তাৎপর্য্য ধারণা হইবে। পূর্ব্বমহাজনগণ কৃষ্ণপদসেবা-

আছে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ড-ব্যাখ্যায় কায়-মনোবাক্-দণ্ডের কথা পারমার্থিক ত্রিদণ্ডিগণকে জানাইয়াছেন। ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত-বিচারে ত্রিদণ্ডের পারমহংস-ধর্ম্মে একদণ্ডই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে একদণ্ডে জড়গুণত্রয়ের সম্মেলনে 'গুণবিধৌত অবস্থা' নামক একদণ্ড, উহা একায়ন-পদ্ধতিতে কলঙ্ক আরোপ করে বলিয়া ত্রিদণ্ড-সম্মেলনে একদণ্ডই একায়ন-পদ্ধতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে, ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ে ও ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সার্ব্বজনীন-বৈষ্ণব-সমাজে সেই প্রথা চিরদিনই ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে অবস্থিত।"

বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই ভগবান্ বলিয়া সাক্ষিগোপাল-
বৃত্তান্ত—অলৌকিক ঃ—

ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য ।
নিত্যানন্দ—বক্তা যার, শ্রোতা—শ্রীচৈতন্য ॥ ১৫৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতার বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তারে গোপাল-চরণ ॥ ১৬০ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষি-
গোপাল-চরিত্র-বর্ণনং নাম
পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

দ্বারা গৃহীতদণ্ড হইয়া সংসারাভিনিবেশ ত্যাগ করেন। সাধক-ভাবে মহাজনগণের অনুগমন করিয়া বৈধসন্ন্যাসের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহা মহাপ্রভুও স্বীকার করেন। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসে দণ্ডের আবশ্যকতা না থাকিলেও বিবিৎসা-সন্ন্যাস বা বিষয়-ত্যাগের ক্রমপন্থারূপ ভক্ত্যনুকূল অনুষ্ঠান—লোকশিক্ষার্থে সাধকজীবনে যে আবশ্যক,—ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। দাস নিত্যানন্দ,—প্রভু-গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের প্রারম্ভরূপ দণ্ডবহন-কার্য্য বস্তুতঃ উচ্চ পরমহংসাধিকারে প্রয়োজন নাই—জানিয়া, অন্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুকে 'কুটীচক' বা 'বহূদক'-অবস্থায় স্থিত বলিয়া ভ্রম করিয়া অপরাধ না করে, তজ্জন্য পরমোচ্চতম অবস্থার আদর্শ দেখাইবার জন্য দণ্ডত্যাগ করাইলেন।

১৫৯। (১) শ্রীগোপালমূর্ত্তি নিত্যসত্য বিগ্রহ ; (২) স্বয়ং-সত্য বিগ্রহ—জড়ের লৌকিক বিধি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করেন ; (৩) ব্রাহ্মণ-জীবনে সত্যে অবস্থান—বিশেষভাবে প্রয়োজন ; (৪) ব্রহ্মণ্যের স্থাপনকর্ত্তা ও ব্রহ্মণ্যের বশীভূত স্বয়ং কৃষ্ণ ; অতএব কৃষ্ণাশ্রিত ব্রহ্মণ্য কেবল মায়িক নহে।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

******

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদর্শনে মহাপ্রেমে মহাভাবরূপ সাত্ত্বিক বিকার লাভ করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজ-গৃহে উঠাইয়া লইলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপী-নাথাচার্য্য মুকুন্দকে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও নীলাচল-আগমনের কথা শুনিলেন। লোক-পরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করত সকলেই সার্ব্বভৌমের ভবনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দাদি সকলে সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত জগন্নাথ-দর্শন করিয়া আসিলে, তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর চৈতন্য (বাহ্যদশা) হইল। সার্ব্বভৌম যত্নপূর্ব্বক সকলকে মহাপ্রসাদ সেবা করাইলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে স্বীয় মাতৃস্বসাগৃহে বাসা-ঘর করিয়া দিলেন। গোপীনাথাচার্য্য মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন করিলে সার্ব্বভৌম ও তচ্ছিষ্য-দিগের সহিত তাঁহার অনেক বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না এবং পাণ্ডিত্যক্রমে ঈশ্বর পরিজ্ঞাত হন না,—এইসকল কথা গোপীনাথ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান্, তাহা ভাগবত ও ভারত হইতে প্রতিপন্ন করিলেন ; তথাপি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সে কথার প্রতি পরিহাস করিলে ঐ সব কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইল। মহাপ্রভু কহিলেন,—ভট্টাচার্য্য আমাদের গুরু, স্নেহ করিয়া যাহা বলেন, তাহা আমাদের মঙ্গলজনক। ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মহাপ্রভু তাহা স্বীকারপূর্ব্বক সপ্তদিন পর্য্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—হে কৃষ্ণচৈতন্য, তুমি বেদান্ত বুঝিতে পার না? প্রভু উত্তর করিলেন,—আপনি শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিতেছি ; ব্যাসকৃত সূত্রগুলি আমি বেশ বুঝিতে পারি, কেবল আপনি যে মায়াবাদি-ভাষ্য পড়িতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু উপনিষদ্ ও বেদান্ত ব্যাখ্যাপূর্ব্বক 'সবিশেষবাদ' স্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন,—

বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই ভগবান্ বলিয়া সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত—অলৌকিক ঃ—

ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য ।
নিত্যানন্দ—বক্তা যার, শ্রোতা—শ্রীচৈতন্য ॥ ১৫৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতার বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তারে গোপাল-চরণ ॥ ১৬০ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষি-গোপাল-চরিত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

দ্বারা গৃহীতদণ্ড হইয়া সংসারাভিনিবেশ ত্যাগ করেন। সাধক-ভাবে মহাজনগণের অনুগমন করিয়া বৈধসন্ন্যাসের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহা মহাপ্রভুও স্বীকার করেন। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসে দণ্ডের আবশ্যকতা না থাকিলেও বিবিৎসা-সন্ন্যাস বা বিষয়-ত্যাগের ক্রমপন্থারূপ ভক্ত্যনুকূল অনুষ্ঠান—লোকশিক্ষার্থে সাধকজীবনে যে আবশ্যক,—ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। দাস নিত্যানন্দ,—প্রভু-গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের প্রারম্ভরূপ দণ্ডবহন-কার্য্য বস্তুতঃ উচ্চ পরমহংসাধিকারে প্রয়োজন নাই—জানিয়া, অন্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুকে 'কুটীচক' বা 'বহূদক'-অবস্থায় স্থিত বলিয়া ভ্রম করিয়া অপরাধ না করে, তজ্জন্য পরমোচ্চতম অবস্থার আদর্শ দেখাইবার জন্য দণ্ডত্যাগ করাইলেন।

১৫৯। (১) শ্রীগোপালমূর্ত্তি নিত্যসত্য বিগ্রহ ; (২) স্বয়ং-সত্য বিগ্রহ—জড়ের লৌকিক বিধি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করেন ; (৩) ব্রাহ্মণ-জীবনে সত্যে অবস্থান—বিশেষভাবে প্রয়োজন ; (৪) ব্রহ্মণ্যের স্থাপনকর্ত্তা ও ব্রহ্মণ্যের বশীভূত স্বয়ং কৃষ্ণ ; অতএব কৃষ্ণাশ্রিত ব্রহ্মণ্য কেবল মায়িক নহে।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

******

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদর্শনে মহাপ্রেমে মহাভাবরূপ সাত্ত্বিক বিকার লাভ করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজ-গৃহে উঠাইয়া লইলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপী-নাথাচার্য্য মুকুন্দকে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও নীলাচল-আগমনের কথা শুনিলেন। লোক-পরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করত সকলেই সার্ব্বভৌমের ভবনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দাদি সকলে সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত জগন্নাথ-দর্শন করিয়া আসিলে, তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর চৈতন্য (বাহ্যদশা) হইল। সার্ব্বভৌম যত্নপূর্ব্বক সকলকে মহাপ্রসাদ সেবা করাইলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে স্বীয় মাতৃস্বসাগৃহে বাসা-ঘর করিয়া দিলেন। গোপীনাথাচার্য্য মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন করিলে সার্ব্বভৌম ও তচ্ছিষ্য-দিগের সহিত তাঁহার অনেক বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না এবং পাণ্ডিত্যক্রমে ঈশ্বর পরিজ্ঞাত হন না,—এইসকল কথা গোপীনাথ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান্, তাহা ভাগবত ও ভারত হইতে প্রতিপন্ন করিলেন ; তথাপি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সে কথার প্রতি পরিহাস করিলে ঐ সব কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইল। মহাপ্রভু কহিলেন,—ভট্টাচার্য্য আমাদের গুরু, স্নেহ করিয়া যাহা বলেন, তাহা আমাদের মঙ্গলজনক। ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মহাপ্রভু তাহা স্বীকারপূর্ব্বক সপ্তদিন পর্য্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—হে কৃষ্ণচৈতন্য, তুমি বেদান্ত বুঝিতে পার না? প্রভু উত্তর করিলেন,—আপনি শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিতেছি ; ব্যাসকৃত সূত্রগুলি আমি বেশ বুঝিতে পারি, কেবল আপনি যে মায়াবাদি-ভাষ্য পড়িতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু উপনিষদ্ ও বেদান্ত ব্যাখ্যাপূর্ব্বক 'সবিশেষবাদ' স্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন,—

"মায়াবাদীর মতে, ব্রহ্ম—নিরাকার ও শক্তিহীন। মায়াবাদী-দিগের এই দুইটীই মহাভ্রম। বেদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দ, অপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছেন। বেদমতে, ঈশ্বর ও জীব—যুগপৎ স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ নিত্য ভিন্ন এবং নিত্য অভিন্ন। ফলতঃ অচিন্ত্যভেদা-ভেদ-সিদ্ধান্তই বেদ ও বেদান্তের মত। মায়াবাদিগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে নাস্তিক।" ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার করিয়া পরাস্ত হইয়া গেলেন। (অতঃপর প্রভু) ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনামত 'আত্মারাম'-শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। ভট্টাচার্য্যের যখন জ্ঞানোদয় হইল, তখন প্রভু তাঁহাকে নিজরূপ দেখাইলেন। ভট্টাচার্য্য শতশ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভুর অলৌকিক কৃপা দেখিয়া গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই হর্ষযুক্ত হইলেন। পরে একদিবস মহাপ্রভু অরুণোদয়কালে (শ্রীজগন্নাথের) শয্যোত্থান-লীলা দর্শনপূর্ব্বক 'পাকাল' প্রসাদ লইয়া ভট্টাচার্য্যকে দিলেন। ভট্টাচার্য্য তখন মতবাদজনিত জাড্যশূন্য হইয়া পরমানন্দে 'মহাপ্রসাদ' প্রাপ্ত হইলেন। অন্য দিবস ভট্টাচার্য্য ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ জানিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে 'নামসঙ্কীর্ত্তন' করিতে উপদেশ দিলেন। আর একদিন সার্ব্বভৌম 'তত্তেঽনু-কম্পাং' শ্লোকের শেষাংশে 'মুক্তি-পদে'র পরিবর্ত্তন করিয়া, 'ভক্তিপদে' এই শব্দ যোজনপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে শুনাইলেন। প্রভু কহিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। 'মুক্তিপদ'-শব্দে 'কৃষ্ণ'কে বুঝায়। ভট্টাচার্য্য সে-সময়ে শুদ্ধভক্তির পাত্র হইয়া কহিলেন,—যদিও 'মুক্তিপদ'-শব্দে 'কৃষ্ণ' এই অর্থ হয়, তথাপি আশ্লিষ্য-দোষে 'মুক্তিপদ'-শব্দটী ব্যবহার করিতে রুচি হয় না ; 'ভক্তিপদ' বলিলে ভক্তের বড় সুখ হয়। ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ হইতে নিস্তার কথা শুনিয়া নীলাচলবাসী পণ্ডিতগণ প্রভুর শরণাগত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সার্ব্বভৌম-বিজয়ী গৌরকে প্রণাম ঃ—

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্ ।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রেমাবেশে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া প্রভুর মূর্চ্ছা ঃ—

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে ।
জগন্নাথ দেখি' প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥ ৩ ॥

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাঞা ।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হঞা ॥ ৪ ॥

দৈবাৎ সার্ব্বভৌমের প্রভুকে দর্শন ও আঘাত হইতে রক্ষণ ঃ—

দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন ।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥ ৫ ॥

সার্ব্বভৌমের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার ।
দেখি' সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার ॥ ৬ ॥

প্রভুর চৈতন্য হইতে বিলম্ব দেখিয়া প্রভুকে নিজগৃহে আনয়ন ঃ—

বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল ।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥ ৭ ॥

শিষ্য পড়িছা-দ্বারা নিল বহাঞা ।
ঘরে আনি' পবিত্র-স্থানে রাখিল শোয়াঞা ॥ ৮ ॥

প্রভুকে মৃতের ন্যায় অচেতন দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের আশঙ্কা ঃ—

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন ।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥ ৯ ॥

প্রভুর চৈতন্য-পরীক্ষা ও ভট্টাচার্য্যের কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ঃ—

সূক্ষ্ম তুলা আনি' নাসা-অগ্রেতে ধরিল ।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি' ধৈর্য্য হৈল ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যে সর্ব্বভূমা পুরুষ কুতর্ক-কর্কশ-হৃদয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

৫। পড়িছা—শ্রীমন্দিরের দারোগার ন্যায় কর্ম্মচারি-বিশেষ। সেই পড়িছা সার্ব্বভৌমের শিক্ষা-শিষ্য ছিল।

অনুভাষ্য

১। যঃ সর্ব্বভূমা (সর্ব্বেভ্যঃ দেবীধামান্তর্গত-সর্ব্বোপাধি-ধারিভ্যঃ দেব-নরেভ্যঃ ব্রহ্মলোক-বৈকুণ্ঠগোলোকাদ্যবস্থিতেভ্যঃ কৃষ্ণেতর-সর্ব্ববস্তুভ্যঃ ভূমা মহত্ত্বং যস্য সঃ পরমপরমাত্মা গৌরচন্দ্রঃ) কুতর্ক-কর্কশাশয়ং (কুতর্কেণ স্বরূপস্ববৃত্ত্যাদিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণ-সেবনেতর-চেষ্টয়া কুজ্ঞানাশ্রিতেন কর্কশঃ জড়াভিমানপূর্ণঃ আশয়ঃ চিত্তং যস্য তং) সার্ব্বভৌমং (বাসুদেবাখ্যং পণ্ডিত-রাজং) ভক্তিভূমানং (শুদ্ধভক্তিপূর্ণং পাত্রম্) আচরৎ (কারয়ামাস, স্বপদসেবকং চকার ইত্যর্থঃ) তং (গৌরচন্দ্রং) নৌমি।

৮। ঘরে—শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম তৎকালে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে বালুখণ্ডে মার্কণ্ডেয়-সরস্তটে বাস করিতেন। অতঃপর, বর্ত্তমানকালে ঐ গৃহ 'গঙ্গামাতামঠ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভট্টাচার্য্যের প্রভুদেহে মহাপ্রেম-বিকার জ্ঞান ঃ—

বসি' ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার ।
'এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥ ১১ ॥

সূদ্দীপ্ত ভাব ঃ—

'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক' এই নাম যে 'প্রণয়' ।
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে সে 'সূদ্দীপ্ত ভাব' হয় ॥ ১২ ॥

প্রভুর দেহে লোকাতীত মহাভাব ঃ—

'অধিরূঢ়-মহাভাব' যাঁর, তাঁর এ বিকার ।
মনুষ্যের দেহে দেখি,—বড় চমৎকার ॥' ১৩ ॥

ভট্টাচার্য্যের চিন্তা ঃ—

এত চিন্তি' ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া ।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৪ ॥

নিত্যানন্দাদির আঠারনালা হইতে পুরীতে আগমন ও লোক-মুখে প্রভুর ভট্টাচার্য্য-গৃহে অবস্থান-শ্রবণ ঃ—

তাঁহা শুনি' লোকে কহে অন্যোন্যে বাত্ ।
'এক সন্ন্যাসী আসি' দেখি' জগন্নাথ ॥ ১৫ ॥
মূর্চ্ছিত হৈল, চেতন না হয় শরীরে ।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপনার ঘরে ॥' ১৬ ॥

অনুভাষ্য

১১। মধ্য, ৩য় পঃ ১৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২। সূদ্দীপ্ত—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ)—অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারের গোপনচেষ্টা দ্বিবিধা,—'ধূমায়িতা' ও 'জ্বলিতা'। ধূমায়িতা—"অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ। ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ।।" এক অথবা দুইটী ভাব সহজ-ভাবুকের শরীরে ঈষৎ প্রকাশিত হইলে যে ভাবের গোপন সম্ভবপর হয়, সেই ভাবকে 'ধূমায়িতা' বলে। জ্বলিতা—"দ্বৌ বা ত্রয়ো বা যুগপদ্ যান্তঃ সুপ্রকটাং দশাম্। শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।।" এককালে দুই বা তিনটী সাত্ত্বিকভাব প্রকাশমান এবং কষ্টে তাহার সঙ্গোপন সম্ভব হইলে তাহাকে 'জ্বলিতা' বলে। দীপ্তা—'প্রৌঢ়াস্ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্গতাঃ। সম্বরিতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ।।" তিন-চারিটী প্রৌঢ়ভাবের এককালীন উদয়ে উহাদিগের সম্বরণ করিবার চেষ্টা বিফল হইলে, ভাবজ্ঞ ধীরগণ তাহাকে 'দীপ্তা' বলেন। উদ্দীপ্তা—"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চধাঃ সর্ব্ব এব বা। আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।।" এক-কালে পাঁচটী অথবা সকল ভাব প্রকাশিত হইয়া প্রেমের পরমোৎকর্ষতায় আরোহণ করিলে তাহাকে 'উদ্দীপ্তা' বলে। (উঃ নীঃ—) "উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সূদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ। সাত্ত্বিকাঃ পরমোৎকর্ষকোটীমাত্রৈব বিভ্রতি।।" উদ্দীপ্ত ভাবসমূহের প্রকার-ভেদই কোন কোন স্থলে 'সূদ্দীপ্ত' বলিয়া আখ্যাত হয়। সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোটীগুণিত হইয়া পরমোৎকর্ষতা লাভ করিলে যখন প্রেমপরাকাষ্ঠা সুন্দররূপে প্রকাশ পায়, তখন 'সূদ্দীপ্ত' সংজ্ঞা লাভ করে।

নিত্যসিদ্ধভক্ত—পার্ষদভক্ত, দিব্যসূরি ; মধ্য ২৪ পঃ ২৮৩ সংখ্যা—"বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ—'পারিষদ দাস'। 'সখা', 'গুরু', 'কান্তাগণ'—চারিবিধ প্রকাশ।।"

১৩। অধিরূঢ় মহাভাব,—উজ্জ্বলনীলমণৌ—'অনুরাগ'—"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ-সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।।" অর্থাৎ প্রীতিপাত্র নায়কের রূপ-গুণ-মাধুর্য্য পূর্ব্বে নিত্য আস্বাদন করা সত্ত্বেও অনাস্বাদিত-বোধে নায়িকার অনুভবে নায়িকার যে রাগ নায়ককে নূতন নূতন বোধ করায়, সেই রাগ নূতন নূতন হইয়া 'অনুরাগ' নামে কথিত হয়। 'ভাব'—"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ'। যাবদাশ্রয়-বৃত্তিশ্চেৎ ভাব ইত্যভিধীয়তে।।' অর্থাৎ নিজানুরাগদ্বারা অনুরাগের সম্বেদনযোগ্য দশা লাভ করিয়া প্রকাশযুক্ত হইলে যদি অনুরাগ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'ভাব' বলে। প্রকাশবিশিষ্ট না হইলে যাবদাশ্রয়বৃত্তির অভাববশতঃ আপনার দ্বারা সম্বেদনযোগ্য দশায় কেবলমাত্র 'অনুরাগ' থাকে, তাহাকে 'ভাব' বলা যায় না। 'মহাভাব',—"মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতি-দুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে।।" রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে—মহাভাব—"বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ। স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ।।" রূঢ়-মহাভাব—"উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।।" অধিরূঢ়-মহাভাব—"রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে।।" এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবৃন্দে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ; কেবল ব্রজগোপী-গণেরই এই মহাভাব একমাত্র সম্বেদ্য ; অর্থাৎ গোপী-ব্যতীত অন্য ললনায় মহাভাব লক্ষিত হয় না। লৌকিক আস্বাদনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে অমৃতাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। অমৃত-সদৃশ 'মহাভাব'—প্রেমের অবস্থা-বিশেষ, তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে মনের স্থিতি হয় না অর্থাৎ মন মহাভাবাত্মক হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের মনোবৃত্তিরূপা গোপীগণের, মন প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গণের মহাভাব-রূপত্ব-নিবন্ধন সেই সেই ব্যাপারে সকলগুলিরই শ্রীকৃষ্ণের অতিবশ্যত্ব যুক্তিসিদ্ধ। পট্টমহিষীগণের সম্ভোগেচ্ছাবশতঃ পৃথক্ অবস্থিত বলিয়া মন সম্যক্ প্রেমাত্মিকা নহে, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে মহাভাবের সম্ভাবনা নাই। মহাভাব—'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়'-ভেদে দ্বিবিধ। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ উদ্দীপ্ত, তাহাই

সার্ব্বভৌম-ভগ্নীপতি গোপীনাথের তথায় গমন ঃ—

শুনি' সবে জানিলেন মহাপ্রভুর কার্য্য ।
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৭ ॥
নদীয়া-নিবাসী, বিশারদের জামাতা ।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো, প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে মুকুন্দাদির সহিত আলাপ-সম্ভাষণান্তে প্রভুর সংবাদ-শ্রবণ ঃ—

মুকুন্দ-সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয় ।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময় ॥ ১৯ ॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি' কৈল নমস্কার ।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥ ২০ ॥
মুকুন্দ কহে,—"প্রভুর ইঁহা হৈল আগমনে ।
আমি-সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥" ২১ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞিকে আচার্য্য কৈল নমস্কার ।
সবে মেলি' পুছে প্রভুর বার্ত্তা বার বার ॥ ২২ ॥
মুকুন্দ কহে,—"মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা-সবা লঞা ॥ ২৩ ॥
আমা-সবা ছাড়ি' আগে গেলা দরশনে ।
আমি-সব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে ॥ ২৪ ॥
অন্যোন্যে লোকের মুখে যে কথা শুনিল ।
সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভু,—অনুমান কৈল ॥ ২৫ ॥
ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন ॥ ২৬ ॥
তোমার মিলনে যবে আমার হৈল মন ।
দৈবে সেই ক্ষণে পাইলুঁ তোমার দরশন ॥ ২৭ ॥

জগন্নাথাপেক্ষা প্রভুর প্রতি প্রেমাধিক্য ঃ—

চল, সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন ।
প্রভু দেখি' পাছে করিব ঈশ্বর-দর্শন ॥" ২৮ ॥

সকলের সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন ঃ—

এত শুনি' গোপীনাথ সবারে লঞা ।
সার্ব্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হঞা ॥ ২৯ ॥

তথায় প্রভুকে দর্শন, গোপীনাথের প্রভু-দর্শনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ ঃ—

সার্ব্বভৌম-স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল ।
প্রভু দেখি' আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈল ॥ ৩০ ॥

সকলকে গৃহাভ্যন্তরে প্রেরণ ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ ঃ—

সার্ব্বভৌমে জানাঞা সবে নিল অভ্যন্তরে ।
নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে ॥ ৩১ ॥
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন ।
প্রভু দেখি' সবার হৈল হরষিত মন ॥ ৩২ ॥

পুত্র চন্দনেশ্বর-সঙ্গে সকলকে জগন্নাথদর্শনে প্রেরণ ঃ—

সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে ।
'চন্দনেশ্বর' নিজপুত্র দিল সবার সাথে ॥ ৩৩ ॥

জগন্নাথ-দর্শনে নিতাইর প্রেমাবেশ ঃ—

জগন্নাথ দেখি' সবার হইল আনন্দ ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৪ ॥
সবে' মেলি' ধরি' তাঁরে সুস্থির করিল ।
ঈশ্বর-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥ ৩৫ ॥
প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে ।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ৩৬ ॥

প্রভুর নিকট সকলের উচ্চকীর্ত্তন ও প্রভুর বাহ্যদশা-প্রাপ্তি ঃ—

উচ্চ করি' করে সবে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ ৩৭ ॥

সার্ব্বভৌমের শিষ্টাচার ঃ—

হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি' 'হরি' বলি' ।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি ॥ ৩৮ ॥

অনুভাষ্য

'রূঢ়' ভাব ; রূঢ়ভাবে কথিত অনুভাবসমূহ হইতে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোন বিশিষ্টতা লাভ করিলে যে-অনুভাব লক্ষিত হয়, তাহাই 'অধিরূঢ়'-মহাভাব। উহা 'সূদ্দীপ্ত' ভাব নহে। অধিরূঢ়-ভাবে 'মোদন' ও 'মাদন'-ভেদ আছে। রাধাকৃষ্ণের সাত্ত্বিক ভাবসমূহ যে অধিরূঢ়-মহাভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সুষ্ঠুতা লাভ করে, তাহাই 'মোদন' ; হ্লাদিনীসার প্রেম যদি সর্ব্বভাবের উদ্গমনে উল্লাসশীল হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'মাদন' বলে। ইহা পরাৎপর অর্থাৎ মোহনাদি ভাবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; ইহা কেবল শ্রীরাধিকাতেই সতত সম্ভব।

১৭। বিশারদ—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহাধ্যায়ী মহেশ্বর বিশারদ সমুদ্রগড়ের নিকটবর্ত্তী 'বিদ্যানগরে' বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়—মধুসূদন বাচস্পতি ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম, এবং জামাতা—গোপীনাথাচার্য্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। দর্শন করিতে—জগন্নাথদেব দর্শন করিতে।

সার্ব্বভৌমের নিমন্ত্রণ ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—“শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন ।
মুঞি ভিক্ষা দিব আজি মহাপ্রসাদান্ন ॥ ৩৯ ॥

স্নানান্তে সগণ প্রভুর প্রসাদ-সম্মান ঃ—

সমুদ্রস্নান করি' প্রভু শীঘ্র আইলা ।
চরণ পাখালি' প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৪০ ॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল ।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল ॥ ৪১ ॥
সুবর্ণ-থালাতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন ।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥ ৪২ ॥

সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক পরিবেশন ঃ—

সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে ।
প্রভু কহে,—“মোরে দেহ লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে ॥ ৪৩ ॥
পীঠা-পানা দেহ তুমি ইঁহা সবাকারে ।”
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি' দুই করে ॥ ৪৪ ॥
“জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥” ৪৫ ॥
এত বলি' পীঠা-পানা সব খাওয়াইলা ।
ভিক্ষা করাঞা আচমন করাইলা ॥ ৪৬ ॥

গোপীনাথসঙ্গে সার্ব্বভৌমের প্রভুসমীপে আগমন ঃ—

আজ্ঞা মাগি' গোপীনাথ আচার্য্যকে লঞা ।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া ॥ ৪৭ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রণাম ও প্রভুর আশীর্ব্বাদ ঃ—

'নমো নারায়ণায়' বলি' নমস্কার কৈল ।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' গোসাঞি কহিল ॥ ৪৮ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়স্থ-জ্ঞান ঃ—

শুনি' সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল ।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইঁহো, বচনে জানিল ॥ ৪৯ ॥

গোপীনাথের নিকট প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমানুসন্ধান ঃ—

গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম ।
“গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম ॥” ৫০ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক পরিচয় প্রদান ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য কহে,—“নবদ্বীপে ঘর ।
'জগন্নাথ'—নাম, পদবী—'মিশ্র পুরন্দর' ॥ ৫১ ॥
'বিশ্বম্ভর' নাম ইঁহার, তাঁর ইঁহো পুত্র ।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥” ৫২ ॥
সার্ব্বভৌম কহে,—“নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ।
বিশারদের সমাধ্যায়ী,—এই তাঁর খ্যাতি ॥ ৫৩ ॥
'মিশ্র পুরন্দর' তাঁর মান্য, হেন জানি ।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য করি' মানি ॥” ৫৪ ॥

প্রভুর পরিচয়-শ্রবণে সার্ব্বভৌমের আনন্দ ঃ—

নদীয়া-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা ।
প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥

সার্ব্বভৌমের দৈন্য-বিনয় ঃ—

“সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ত' সন্ন্যাস ।
অতএব হঙ তোমার আমি নিজ দাস ॥” ৫৬ ॥

প্রভুর মানদ ধর্ম্ম ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন ॥ ৫৭ ॥
“তুমি জগদ্‌গুরু—সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা ।
বেদান্ত পড়াও, সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। প্রভুর ভোজনের পর সার্ব্বভৌম তাঁহার আজ্ঞা লইয়া গোপীনাথাচার্য্যের সহিত ভোজন করিয়া পুনরায় প্রভুর নিকট আসিলেন।

অনুভাষ্য

৩৯। করহ মধ্যাহ্ন—দিবাভাগে স্নানাহার সম্পাদন কর।

৪৩। লাফ্‌রা-ব্যঞ্জন—নানাদ্রব্য ঘণ্ট করিয়া মিশাইয়া জিরা, মরীচ, সরিষা দিয়া যে তরকারী প্রস্তুত হয়।

৪৮। চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসিগণকে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া সম্বোধন করার প্রথা আছে। সন্ন্যাসিগণের 'নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ'-বিধি স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে ; কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ আপনাকে কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণসেবনই সর্ব্বোত্তম জানিয়া জগতের সকলকেই 'কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হউক' এই করুণাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

৫০। পূর্ব্বাশ্রম—সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের পূর্ব্বে গৃহাবস্থান-কালে কোন্ নামে পরিচিত ছিলেন ও কোন্ স্থানে বাস করিতেন।

৫৬। তোমার নৈসর্গিক-বৃত্তির ঔৎকর্ষ বিচার করিলে তুমি আমার পূজনীয় ; আবার বাহ্য আশ্রমবিচারে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করায় আমাদের ন্যায় গৃহস্থাশ্রমীর পূজ্য। সুতরাং আমি—তোমার ভৃত্য, তুমি—আমার সেব্য।

৫৮। তুমি জগতের গুরুপদে আসীন, বেদান্তাধ্যাপক, অনভিজ্ঞ ছাত্রগণের শিক্ষাদাতা, সন্ন্যাসিগণের শুভাকাঙ্ক্ষী ; তাহাদিগকে বেদান্তার্থ শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্য উপদেশ দিয়া

প্রভুর আপনাকে লাল্য ও সার্ব্বভৌমকে লালক-জ্ঞান ঃ—

আমি বালক-সন্ন্যাসী—ভাল-মন্দ নাহি জানি ।
তোমার আশ্রয় নিলুঁ, গুরু করি' মানি ॥ ৫৯ ॥
তোমার সঙ্গ লাগি' মোর ইঁহা আগমন ।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে আমায় পালন ॥ ৬০ ॥

প্রভুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ—

আজি যে হৈল আমার বড়ই বিপত্তি ।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥" ৬১ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুপ্রতি স্নেহোপদেশ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"একলে তুমি না যাইহ দর্শনে ।
আমার সঙ্গে যাবে, কিম্বা আমার লোক-সনে ॥" ৬২ ॥

প্রভুর সম্মতিসূচক উক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"মন্দির-ভিতরে না যাইব ।
গরুড়ের পাশে রহি' দর্শন করিব ॥" ৬৩ ॥

ভগ্নীপতিকে প্রভুর তত্ত্বাবধান-জন্য অনুরোধ ঃ—

গোপীনাথাচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম ।
"তুমি গোসাঞিরে করাইহ দরশন ॥ ৬৪ ॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ—নির্জ্জন স্থান ।
তাঁহা বাসা দেহ, কর সর্ব্ব সমাধান ॥" ৬৫ ॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল ।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল ॥ ৬৬ ॥

গোপীনাথের প্রভুকে জগন্নাথসেবা-প্রদর্শন ঃ—

আর দিন গোপীনাথ প্রভু-স্থানে গিয়া ।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা ॥ ৬৭ ॥

মুকুন্দ-সঙ্গে সার্ব্বভৌম-গৃহে আগমন ঃ—

মুকুন্দদত্ত লঞা আইলা সার্ব্বভৌম-স্থানে ।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিলা বচনে ॥ ৬৮ ॥

সার্ব্বভৌমের স্নেহপ্রীতিভরে প্রভুর সন্ন্যাস-পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

"প্রকৃতি—বিনীত, সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর ।
আমার বহুপ্রীতি বাড়ে ইঁহার উপর ॥ ৬৯ ॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস কর্য্যাছেন গ্রহণ ।
কি নাম ইঁহার, শুনিতে হয় মন ॥" ৭০ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক পরিচয়-প্রদান ঃ—

গোপীনাথ কহে,—"ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
গুরু ইঁহার কেশব-ভারতী মহাধন্য ॥" ৭১ ॥

সার্ব্বভৌমের সম্প্রদায়-সমালোচনা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"ইঁহার নাম সর্ব্বোত্তম ।
ভারতী-সম্প্রদায় এই—হয়েন মধ্যম ॥" ৭২ ॥

গোপীনাথের প্রভুর সম্প্রদায়-সমর্থন ঃ—

গোপীনাথ কহে,—"ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা ।
অতএব বড় সম্প্রদায়ের নাহিক অপেক্ষা ॥" ৭৩ ॥

অনুভাষ্য

অজ্ঞান দূর করিয়া থাক এবং ভিক্ষুগণকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া তাঁহাদের উপকার কর।

৬১। শ্রীজগন্নাথদর্শনে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম, তুমি আমার শুশ্রূষাভার গ্রহণ করিয়া অজ্ঞান নিরসনপূর্ব্বক চেতন করিয়াছ অর্থাৎ আমাকে অন্তর্দশা হইতে বহির্দশায় উপনীত করাইয়াছ।

৬৯। মহাপ্রভু প্রকৃত সন্ন্যাসীর অধিকার গ্রহণ করিয়াও দৈন্যক্রমে সন্ন্যাসীর শিষ্য 'ব্রহ্মচারী'-নামেই পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন। বাস্তবিক সন্ন্যাসী হইয়া 'ব্রহ্মচারী'-পরিচয়—নৈসর্গিক-বিনয়ের আদর্শ।

৭২-৭৩। শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে 'তীর্থ', 'আশ্রম', ও 'সরস্বতী'—সর্ব্বোচ্চ। শৃঙ্গেরী-মঠে 'সরস্বতী'—উত্তম, 'ভারতী'—মধ্যম ও 'পুরী'—কনিষ্ঠ—এই ত্রিবিধ সন্ন্যাসীর উপাধি আছে।

শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের যেরূপ তীর্থাদি দশনামী সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যা প্রকাশিত আছে, তাহা এই,—

যিনি ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্থে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। শয্যোত্থান—জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান।

অনুভাষ্য

বাক্যানুসারে তত্ত্বার্থ বুঝিয়া স্নান করেন, তিনি 'তীর্থ'-নামে কথিত। যিনি সন্ন্যাস-আশ্রমে আগ্রহবিশিষ্ট অথবা সমাবর্ত্তনে বীতস্পৃহ এবং আশাবন্ধহীন এবং যোনিভ্রমণমুক্ত, তিনি 'আশ্রম'-নামে পরিচিত। যিনি মনোহর নির্জ্জনস্থল বা বনে বাস করেন এবং আশাবন্ধন হইতে মুক্ত, তিনি 'বন'-নামে উক্ত। যিনি নিত্যকাল অরণ্যে থাকিয়া আনন্দরূপ নন্দনকাননে বাস করিবার জন্য এই বিশ্বের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন, তিনি 'অরণ্য'। যিনি পর্ব্বতকাননে বাস করিয়া সর্ব্বদা গীতাধ্যয়নে রত, যাঁহার বুদ্ধি অচলের ন্যায় গম্ভীর, তিনি 'গিরি'। যিনি পর্ব্বতবাসী প্রাণিগণের মধ্যে বাস করিয়া গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া সংসারের সার এবং অসার বস্তুর ভেদ জানিয়াছেন, তিনি 'পর্ব্বত'। যিনি তত্ত্বসাগরে জ্ঞানরূপ রত্ন আহরণ করিয়া কখনও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনি 'সাগর'। যিনি উদাত্তাদি অথবা ষড়জ-ঋষভাদি স্বরজ্ঞান-চর্চ্চায় রত, স্বরালাপাদি-নিপুণ এবং অসার-সংসারবিনাশকারী, তিনি 'সরস্বতী'। যিনি বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করিয়া অবিদ্যার সকল

মর্ত্ত্য যুবা-জ্ঞানে প্রভুপ্রতি ভট্টাচার্য্যের গুরুবৎ উপদেশোক্তি ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হবেক রক্ষণ ॥ ৭৪ ॥
নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব ॥ ৭৫ ॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগ-পট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম-সম্প্রদায়ে আনিয়া ॥" ৭৬ ॥

প্রভুর প্রতি শাসন-দর্শনে ভক্তদ্বয়ের দুঃখ ঃ—

শুনি' গোপীনাথ মুকুন্দ, দুঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥

সার্ব্বভৌমের অজ্ঞতা-দর্শনে গোপীনাথের প্রভু-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

"ভট্টাচার্য্য, তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥ ৭৮ ॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর।
অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥" ৭৯ ॥

তর্কপন্থী ও শ্রৌতপন্থীর বিচার ; তর্কপন্থায় ভগবান্ অলভ্য, শ্রৌতপন্থায় সুলভ ঃ—

শিষ্যগণ কহে,—"ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে।"
আচার্য্য কহে,—"বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ॥" ৮০ ॥
শিষ্য কহে,—"ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে।"
আচার্য্য কহে,—"অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে ॥" ৮১ ॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥ ৮২ ॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। এই মায়িক জগৎকে কাকবিষ্ঠাবৎ তুচ্ছ জ্ঞানমূলক কেবল-অদ্বৈতপথে প্রবেশ করাইয়া দিব।

৭৬। যোগপট্ট—সন্ন্যাসীদিগের বেষবিশেষ। উত্তম সম্প্রদায়-যোগ্য যোগপট্ট অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহার্য্য বস্ত্র দিয়া পুনরায় সংস্কার করিয়া দিব।

৭৮-৮৩। বিজ্ঞের যে তত্ত্বগোচর হয়, তাহা অজ্ঞলোকের নিকট কিছুই নয়—এই কারণেই তুমি ইঁহাকে 'সামান্য মনুষ্য' বলিয়া স্থির করিতেছ ; বস্তুতঃ ইঁহাতে ভগবত্তা-লক্ষণের সীমা আছে। সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ গোপীনাথকে কহিল,—'তুমি কোন্ প্রমাণে ইঁহাকে 'ঈশ্বর' বল? গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'বিজ্ঞজন যে-লক্ষণে ঈশ্বর স্থাপন করেন, আমি সেই লক্ষণেই ইঁহাকে ঈশ্বর বলি।' শিষ্যগণ কহিল,—ঈশ্বরতত্ত্ব অনুমানের দ্বারা জানা যায়। ব্যাপ্তিজ্ঞান-লক্ষণই অনুমান ; যথা, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' অর্থাৎ যেখানে ধূম দেখা যাইবে, সেখানে অগ্নি আছে, জানিতে হইবে ; 'ধূম দেখা যাইতেছে, অতএব পর্ব্বতে অগ্নি আছে', এইটী এস্থলে সাধিত হয়। ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান এরূপ কার্য্য করে ;—যথা, যত বস্তু দেখা যায়, সকলেরই কারণ আছে; এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটী বস্তু ; সুতরাং ইহার একটী কারণ না থাকিলে হয় না। অতএব 'ঈশ্বর—বিশ্বের কারণ', এই তত্ত্বটী সাধিত হইল। আমরা এই প্রণালীতে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করি। আপনি যদি দেখান যে, এই সন্ন্যাসী এই যুক্তিক্রমে ঈশ্বর হইতে পারেন, তবে মানিতে পারি।' গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে হইলে অনুমান প্রমাণরূপে কার্য্য করিতে পারে না, কেননা, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না।'

অনুভাষ্য

ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কোন দুঃখভারে পীড়িত হন না, তিনি 'ভারতী'। যিনি তত্ত্বজ্ঞানে পারঙ্গত এবং পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল পরব্রহ্মচর্চ্চায় রত, তিনি 'পুরী'-নামে খ্যাত।

শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে 'ব্রহ্মচারী' নামের অর্থ যেরূপ প্রদত্ত হয়, তাহা এই,—

যিনি নিজস্বরূপ বিশেষরূপে জানেন, স্বধর্ম্ম পরিচালন করেন এবং নিত্যকাল স্বানন্দে মগ্ন, তিনি 'স্বরূপ'-নামক ব্রহ্মচারী। যিনি স্বয়ং জ্যোতির্ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানেন এবং তত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশ-দ্বারা বিশেষরূপে যোগযুক্ত, তিনি 'প্রকাশ'-নামে কথিত। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্মকে সর্ব্বদা ধ্যান করেন এবং স্বানন্দে বিহার করেন, তিনি 'আনন্দ'-নামে খ্যাত। যিনি অচিন্মিশ্রভাবাতীত চিন্মাত্র, জড়প্রতিফলিত চিত্তবিকার-রহিত, অনন্ত, অজর এবং মঙ্গলময় ব্রহ্মকে জানেন, তিনি বিদ্বান্ এবং 'চৈতন্য'-নামে অভিহিত হন (মঞ্জুষা ২য় সংখ্যা)।

সার্ব্বভৌম কহিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম—'শ্রীকৃষ্ণ' এবং ব্রহ্মচারী-উপাধি—'চৈতন্য'। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্ব-নামাপেক্ষা উত্তম, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বোচ্চ সরস্বতী-সম্প্রদায়ে প্রবেশ না করিয়া মধ্যম-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।" এতদুত্তরে গোপীনাথ কহিলেন যে,—"ইঁহার মধ্যম-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার কারণ এই যে, ইঁহার বাহ্যাপেক্ষা নাই। অন্তরে মর্য্যাদাহঙ্কার থাকিলে মানব মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইবার প্রয়াস করেন। অকিঞ্চন হইয়া দীনভাবে হরিভজন করিতে ইচ্ছা হইলে ভারতী-

কৃপা বিনা কেবল জ্ঞানমার্গে ভগবান্ অগোচর—
শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।২৯)—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ৮৪ ॥

মানদ হইয়াও ভট্টাচার্য্যের নাস্তিকতা-দর্শনে
গোপীনাথের অনাদর ঃ—

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি—শাস্ত্র-জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥ ৮৫ ॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে ॥ ৮৬ ॥
তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে ॥" ৮৭ ॥

সার্ব্বভৌমের কুতর্ক ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—'আচার্য্য, কহ সাবধানে।
তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥" ৮৮ ॥

গোপীনাথের তন্নিরাস ঃ—

আচার্য্য কহে,—"বস্তু-বিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে,—প্রমাণ ॥ ৮৯ ॥

প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-লক্ষণ দেখিয়াও ঈশ্বরে অবিশ্বাস—
মায়ার খেলা ঃ—

ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহা-প্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। হে দেব, তোমার পদাম্বুজদ্বয়ের প্রসাদ-লেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন ; কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমানদ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতে-ছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারে না।

৮৭-১০০। গোপীনাথ কহিলেন,—'শাস্ত্রে ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন যে, পাণ্ডিত্যাদিগুণে ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, সুতরাং তোমার ইহাতে দোষ কি? এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন,—'আচার্য্য, তুমি একটু সাবধানে কথা কও ; তোমার প্রতি যে ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কি?' গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'পরমতত্ত্ববস্তু বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহাকে 'বস্তু-জ্ঞান' বলে এবং বস্তুতত্ত্বজ্ঞানই ঈশ্বরের কৃপার প্রমাণ। তুমি ইঁহার মহাপ্রেমাবেশরূপ ঈশ্বর-লক্ষণ দেখিয়াছ ; তবুও ঈশ্বরের

অনুভাষ্য

সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়া সরস্বতী-সম্প্রদায় অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা হয় না।"

৭৪-৭৫। সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদা বেদান্তবাক্য অনুশীলন করিয়া বিষয়-বিরাগ উৎপন্ন করেন এবং কৌপীনাশ্রিত হইয়া কৌপীনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। সর্ব্বদা শমদমাদি সাধন-ষট্‌কে পারদর্শী হইতে হইলে ভক্তি-রহিত বিচারকের যুক্তিতে জ্ঞানবৈরাগ্যের উপাসনা আবশ্যক। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই মায়িক বস্তুর পরাক্রমজন্য আশঙ্কা হয়, সুতরাং জ্ঞানবৈরাগ্যবিশিষ্ট করাইয়া অদ্বৈতপথে প্রবেশ করাইলে যৌবন-বয়সোচিত কামোত্থ চেষ্টা-সমূহ বলবান্ হইতে পারিবে না।

৭৬। মহাপ্রভু যদি উচ্চ সরস্বতী-সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পুনরায় সরস্বতী-সম্প্রদায়স্থ সন্ন্যাসী-দ্বারা তাঁহাকে যোগপট্টাদি ত্যাগীর ঔপকরণিক বিধানসমূহ প্রদান করিয়া উন্নত করাইতে পারি। শৌক্রব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণ উচ্চ 'সরস্বতী'-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারেন না ; সুতরাং 'ভারতী' প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিধির শৈথিল্য থাকায় সরস্বতীগণের ন্যায় উচ্চসম্প্রদায়ের বিচারে 'ভারতী'গণের মধ্যমতা ও 'পুরী'-গণের কনিষ্ঠতা সিদ্ধ।

৮৪। কৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে কৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য-দর্শনে তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন,—

হে দেব [তব মহিমা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তঃ], তথাপি তে (তব) পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ (চরণকমলদ্বয়ানুকম্পা-কণয়া সুভগান্বিতঃ) এব হি জনঃ ভগবন্মহিম্নঃ (ভগবতস্তব মহিম্নঃ ঐশ্বর্য্যস্য) তত্ত্বং জানাতি ; অন্যঃ (কৃষ্ণপ্রসাদরহিতঃ) একঃ (কশ্চিৎ) অপি চিরং (দীর্ঘকালং) বিচিন্বন্ (বিচারয়ন্) অপি ন চ জানাতি।

৮৭। কঠে ১ম অঃ ২য় বঃ ২৩ মন্ত্র—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।" ৯ম মন্ত্র—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" অর্থাৎ পরমাত্ম-ভগবদ্বস্তু ব্যাখ্যানদ্বারা লভ্য হয় না ; স্বকীয় প্রজ্ঞাবলে লভ্য হয় না ; শ্রুতি-পারম্পর্য্য ছাড়িয়া বহু শ্রবণদ্বারা লভ্য হয় না। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে স্বীকার করেন অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তদ্দ্বারা তিনি দৃষ্ট বা লভ্য হন। ভক্তগণই ভগবৎকৃপার (পাত্র) বিষয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া তিনি নিজতনু প্রদর্শন করান। এই ব্রহ্মগোচরা মতি তর্কদ্বারা আনয়ন বা অপনয়ন অর্থাৎ খণ্ডন করা কর্ত্তব্য নহে।

৮৯। সার্ব্বভৌম তর্কাবলম্বনে স্বীয় ভগিনীপতি গোপী-নাথকে বলিলেন,—'আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয় নাই, সত্য;

তবু ত' ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার ।
ঈশ্বরের মায়া,—এই বলি ব্যবহার ॥ ৯১ ॥

বহির্ম্মুখের আবৃত-দর্শনহেতু ভগবদ্দর্শনাভাব ঃ—

দেখিলে না দেখে তারে বহির্ম্মুখ জন ।"
শুনি' হাসি' সার্ব্বভৌম বলিল বচন ॥ ৯২ ॥

সার্ব্বভৌমের ভ্রমপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তি ঃ—

"ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি, কিছু না লইহ দোষ ॥ ৯৩ ॥

প্রভুকে মহাভাগবত-জ্ঞান হইলেও 'ঈশ্বর' বলিয়া অবিশ্বাস ঃ—

মহা-ভাগবত হয় চৈতন্য-গোসাঞি ।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই ॥ ৯৪ ॥
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি বিষ্ণুনাম ।
কলিযুগে অবতার নাহি,—শাস্ত্রজ্ঞান ॥" ৯৫ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের ভ্রান্তসিদ্ধান্ত-নিরাস ও যথার্থ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-প্রদর্শন ঃ—

শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে ।
"শাস্ত্রজ্ঞ হঞা তুমি কর অভিমানে ॥ ৯৬ ॥

মহাভারত ও ভারতার্থবিনির্ণয় ভাগবতই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ ঃ—

ভাগবত-ভারত, দুই—শাস্ত্রের প্রধান ।
সেই দুইগ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান ॥ ৯৭ ॥

এই কলিতে লীলাবতার না থাকিলেও স্বয়ংরূপ অবতারীর আবির্ভাব ঃ—

সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার ।
তুমি কহ,—'কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥' ৯৮ ॥

কলিতে লীলাবতার না হইলেও যুগাবতারাবির্ভাব ঃ—

কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্ ।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তার নাম ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ইঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জানিতে পারিলে না! বহির্ম্মুখজন তাঁহাকে দেখিলেও দেখে না। ঈশ্বরের কৃপার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।' সার্ব্বভৌম হাস্য করিয়া বলিলেন,—'কেবল বিতর্ক ছাড়িয়া অভিলষিত সত্য-বিচারকারী-দিগের মতে, শাস্ত্রদৃষ্টিপূর্ব্বক বিচার করিয়া বলিতেছি, শুন ;—এই চৈতন্য গোসাঞি পরম ভাগবত বটে, কেন না, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না ; এজন্যই বিষ্ণুর 'ত্রিযুগ' একটী নাম।' গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'তুমি (আপনাকে) 'শাস্ত্রজ্ঞ' বলিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান যে 'ভাগবত' ও 'মহাভারত', সেই দুই গ্রন্থবাক্যে তোমার মনোযোগ নাই। সেই দুই গ্রন্থে, কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছে,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিতে ভগবানের লীলাবতার নাই সত্য ; এইজন্যই

অনুভাষ্য

কিন্তু তোমা প্রতি ভগবৎকৃপাই বা কি-প্রকারে হইয়াছে, বুঝাইয়া দাও।' তদুত্তরে আচার্য্য গোপীনাথ বলিলেন,—'বস্তু ও বস্তুশক্তি 'এক' বলিয়া বস্তু-বিষয় হইতেই বস্তু-জ্ঞান হয়। বস্তু—অখণ্ড-জ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, কিন্তু শক্তি—বহুপ্রকার। অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানময় বস্তু খণ্ডজ্ঞানের জ্ঞেয় নহে, কিন্তু বস্তু-বিষয়ক অনুভূতি হইতেই বস্তুজ্ঞান হয়। বস্তুর বিষয় বা শক্তিদ্বারা বস্তু-জ্ঞানের উদয়। দাহিকা-শক্তির জ্ঞানেই অগ্নি-জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তুর উপলব্ধির নিদর্শন—কেবলমাত্র তাঁহার কৃপা (৮৭ সংখ্যার অনু-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। তিনি যাঁহাকে নিজকৃপাদ্বারা স্ব-স্বরূপ দেখাইবেন, তিনিই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন। বস্তুবিষয় ব্যতীত অন্যবিষয়-অবলম্বনে বস্তুজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। কৃপা ব্যতীত তাঁহার দর্শন বা বস্তুজ্ঞান হয় না। যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া কৃপা-ভিক্ষু হইয়াছেন এবং ইতর জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন না।

৯১। তুমি ভগবানের মহাপ্রেমাবেশ দেখিয়াছ। সেই অলৌকিক প্রেমময় পুরুষকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জানিতে না পারিয়া ভগবানের তাদৃশ লীলাকেও মায়িক অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রকারমাত্র বলিয়া মনে করিতেছ।

৯২। যাহাদের অন্তঃকরণে মায়াতীত কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয় নাই, তাহারা নিজ-ভোগময় কর্ম্ম-বুদ্ধিতে বস্তুবিষয় অনুভব করিতেছে বা করিয়াছে, মনে করিলেও, বাস্তবিক পক্ষে প্রেমময় ভগবৎস্বরূপ বাহ্যবিষয়-জ্ঞানে দৃষ্ট হন না।

৯৩। ইষ্টগোষ্ঠী—অভীষ্ট লোক অর্থাৎ অভীষ্টলাভের উদ্দেশে একত্রিত মণ্ডলীর মধ্যে।

৯৫। ত্রিযুগ—(ভাঃ ৭।৯।২৭)—"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব-ঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।" শ্রীধরস্বামিপাদ-টীকা—"কলৌ তু (বধরক্ষণাদিকং) ন করোষি যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবঃ, অতস্ত্রিষ্বেব যুগেষ্বাবির্ভাবাৎ স এবম্ভূতস্ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ।"

৯৭। আদি ৩য় পঃ ৪৯ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং ৫১ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৯৯। লীলাবতার—বিবিধবিচিত্রতাযুক্ত, চেষ্টারহিত, নিত্য-নবনব উল্লাসতরঙ্গোদ্বেলিত, নিজেচ্ছাপরতন্ত্র-লীলাবিশিষ্ট অব-তারকে 'লীলাবতার' বলে। শ্রীসনাতন-শিক্ষায়—মধ্য, ২০ পঃ ২৯৭-২৯৮ সংখ্যায়—"লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন। প্রধান

প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ-অবতার ।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥ ১০০ ॥

চারিযুগে চারিবর্ণ অবতার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১০১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩১-৩২)—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ১০২ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০৩ ॥

মহাভারত দানধর্ম্ম (১৪৯), বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র (৯২, ৭৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১০৪ ॥

ভট্টাচার্য্যকে গোপীনাথের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য ঃ—

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন ।
ঊষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥ ১০৫ ॥

ভগবৎকৃপাতেই ভগবন্মহিমা-জ্ঞান ঃ—

তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে ।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥ ১০৬ ॥

অপ্রাকৃতবস্তু-বিষয়ে কুতর্ক—মায়াজনিত ঃ—

তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক, নানাবাদ ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিই অক্ষজ বিচারকগণের মোহ-জনয়িত্রী ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।৪।৩১)—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ, বিবাদ-সংবাদ-ভুবো-ভবন্তি ।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং, তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥১০৮॥

অধোক্ষজসেবক ব্রাহ্মণই যুক্ত, অক্ষজ-জ্ঞানী মায়াদাস অযুক্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২২।৪)—

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা ।
মায়াং মদীয়মুদগৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥" ১০৯ ॥

গোপীনাথের উপদেশে ভট্টাচার্য্যের অনবধান ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্য কহে,—"যাহ গোসাঞির স্থানে ।
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলিয়াছেন। প্রতিযুগে কৃষ্ণের যে যুগাবতার হয়, তাহা তোমার তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়ে তুমি বুঝিতে পার না।'

অনুভাষ্য

করিয়া কহি দিগ্‌দরশন। মৎস্য-কূর্ম্ম-রঘুনাথ-নৃসিংহ-বামন। বরাহাদি লেখা যাঁর, না যায় গণন।।" ঐ অনুভাষ্য এবং ভাঃ ১০।২।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। লঘুভাগবতামৃতে ২৫টী লীলাবতার কথিত হইয়াছে,—(১) চতুঃসন, (২) নারদ, (৩) বরাহ, (৪) মৎস, (৫) যজ্ঞ, (৬) নর-নারায়ণ, (৭) কপিল, (৮) দত্তাত্রেয়, (৯) হয়শীর্ষ (হয়গ্রীব), (১০) হংস, (১১) পৃশ্নিগর্ভ, (১২) ঋষভ, (১৩) পৃথু, (১৪) নৃসিংহ, (১৫) কূর্ম্ম, (১৬) ধন্বন্তরি, (১৭) মোহিনী, (১৮) বামন, (১৯) পরশুরাম, (২০) রাঘবেন্দ্র, (২১) ব্যাস, (২২) বলরাম, (২৩) কৃষ্ণ, (২৪) বুদ্ধ, (২৫) কল্কি।

১০১। আদি ৩য় পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০২। বিদেহরাজ নিমির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন-মুনি কলিকালের অবতার ও তদ্ভজন-প্রণালী বর্ণন করিতেছেন,—

হে উর্ব্বীশ (পৃথ্বীপতে নিমে), দ্বাপরে [ভক্তাঃ] জগদীশ্বরং (বাসুদেবাদি-চতুষ্টয়ং) স্তুবন্তি (পঞ্চরাত্রাদি-কথিতেন অর্চ্চন-বিধিনা পূজাং কুর্ব্বন্তি)। তথা কলৌ অপি নানাতন্ত্রবিধানেন (যেন যেন পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-তন্ত্রাদ্যুক্ত-বিধিনা) স্তুবন্তি, তৎ [মত্তঃ] শৃণু।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন,—বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সংবাদ উৎপন্ন করে এবং উহাদের আত্মমোহ মুহুর্মুহুঃ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা-পুরুষকে আমি নমস্কার করি।

১০৯। ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র যুক্ত হইয়াছে ; কেন না, মদীয় মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট কিছুই নয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের মায়া অঘটনপটীয়সী শক্তি ; সুতরাং অনেকস্থলে সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন। সেই মায়ার আশ্রয়ে কপিল, গৌতম, জৈমিনী ও কণাদাদি ব্রাহ্মণগণ বহুতর অসার বাক্য যুক্তবাক্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১০৩-১০৪। আদি, ৩য় পঃ ৫১ ও ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৮। ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য-স্তব—

যচ্ছক্তয়ঃ (যস্য বহিরঙ্গা-মায়াবিদ্যাঃ শক্তয়ঃ) বদতাং বাদিনাং (পূর্ব্বোত্তরপক্ষাশ্রিতানাং) বিবাদসংবাদভুবঃ (বিবাদস্য ক্বচিৎ সংবাদস্য চ ভুবঃ উৎপত্তিহেতবঃ) ভবন্তি, এষাং (বিবাদ-শীলানাং) মুহুঃ পুনঃ পুনঃ আত্মমোহং কুর্ব্বন্তি, তস্মৈ অনন্ত-গুণায় (সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টায়) ভূম্নে (পরমাত্মনে) নমঃ।

১০৯। উদ্ধবের তত্ত্বসংখ্যা-বিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণোক্তি,—

প্রসাদ আনি' তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা ।
পশ্চাৎ আসি' আমারে করাইহ শিক্ষা ॥" ১১১ ॥

গোপীনাথের নানাভাবে ভট্টাচার্য্যের উপকার-চেষ্টা ঃ—

আচার্য্য—ভগিনীপতি, শ্যালক—ভট্টাচার্য্য ।
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করা'ন আচার্য্য ॥ ১১২ ॥

ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ-বাক্যে মুকুন্দের রোষই তৎপ্রতি কৃপা ঃ—

আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ-রোষ ॥ ১১৩ ॥

প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

গোসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন ।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১১৪ ॥

মুকুন্দ ও গোপীনাথের ভট্টাচার্য্য-বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ—

মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা ।
ভট্টাচার্য্যে নিন্দা করে, মনে পাঞা ব্যথা ॥ ১১৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ভট্টাচার্য্যকে সম্মান দান ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কহে,—"ঐছে মৎ কহ ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ ॥ ১১৬ ॥
আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে ।
বাৎসল্যে করুণা করেন, কি দোষ ইহাতে ॥" ১১৭ ॥

সার্ব্বভৌমসহ প্রভুর জগন্নাথদর্শনান্তে তদ্গৃহে গমন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সনে ।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ১১৮ ॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা ।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥ ১১৯ ॥

প্রভুকে সার্ব্বভৌমের বেদান্তাধ্যাপন ও উপদেশ ঃ—

বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা ।
স্নেহ-ভক্তি করি' কিছু প্রভুরে কহিলা ॥ ১২০ ॥
"বেদান্ত-শ্রবণ,—এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥" ১২১ ॥

প্রভুর দৈন্য ঃ—

প্রভু কহে,—"মোরে তুমি কর অনুগ্রহ ।
সেই সে কর্ত্তব্য, তুমি যেই মোরে কহ ॥" ১২২ ॥

সার্ব্বভৌমমুখে প্রভুর সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ ও মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণে অনাদরহেতু মৌনবৃত্তি ঃ—

সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে ।
ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসি' মাত্র শুনে ॥ ১২৩ ॥

অষ্টমদিনে সার্ব্বভৌমের তৎকারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

অষ্টম-দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম ।
"সাতদিন কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥ ১২৪ ॥
ভালমন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি' ।
বুঝ, কি না বুঝ,—ইহা জানিতে না পারি ॥" ১২৫ ॥

প্রভুর দৈন্যমুখে মায়াবাদ-ভাষ্যকে উপেক্ষা ঃ—

প্রভু কহে,—"মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন ।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ ১২৬ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি' শ্রবণ মাত্র করি ।
তুমি যেই অর্থ কর, বুঝিতে না পারি ॥" ১২৭ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে অজ্ঞ-জ্ঞানে মৌন ত্যাগ করিয়া পরিপ্রশ্ন করিতে আদেশ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"না বুঝি', হেন-জ্ঞান যার ।
বুঝিবার লাগি' সেহ পুছে পুনর্ব্বার ॥ ১২৮ ॥
তুমি শুনি' শুনি' রহ মৌন-মাত্র ধরি' ।
হৃদয়ে কি আছে তোমার, বুঝিতে না পারি ॥"১২৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের মায়াবাদ-ভাষ্য-ব্যাখ্যান-নিরসন ঃ—

প্রভু কহে,—"সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল ।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত' বিকল ॥ ১৩০ ॥

মুখ্য অভিধা-বৃত্তিতে ব্রহ্মসূত্রার্থ সহজ, গৌণ-লক্ষণায় কল্পনাশ্রয়ে উহা আবৃত ঃ—

সূত্রের অর্থ—ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া ।
ভাষ্য কহ তুমি—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১৩১ ॥

অনুভাষ্য

যথা ব্রাহ্মণাঃ ভাষন্তে (নির্ণীতবন্তঃ), [তৎ] চ সর্ব্বত্র যুক্তং সন্তি। মদীয়াং মায়াং (অচিন্ত্য-স্বরূপশক্তিং, ন তু অবিদ্যাম্) উদ্গৃহ্য (স্বীকৃত্য) বদতাং (জনানাং) কিং দুর্ঘটং নু (প্রশ্নে, ন কিমপীত্যর্থঃ)।

১২১। বেদান্ত—এখানে শঙ্করপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শারীরক-ভাষ্য—"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩১। সূত্রের যে যথার্থ-ভাষ্য, তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলে, কিন্তু তুমি যে ভাষ্য কহিতেছ, তাহা সূত্রের অর্থ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেছে।

অনুভাষ্য

১৩১-১৭৬। আদি, ৭ম পঃ ১০৬-১৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩২। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অভিধাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে

সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান ।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥ ১৩২ ॥

উপনিষৎপ্রতিপাদ্য অর্থই সূত্রাকারে বেদান্তে নিবদ্ধ ঃ—

উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয় ।
সেই অর্থ মুখ্য,—ব্যাসসূত্রে সব কয় ॥ ১৩৩ ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা ।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের 'লক্ষণা' ॥ ১৩৪ ॥

শব্দ বা বেদই মুখ্য প্রমাণ ঃ—

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ—প্রধান ।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ ॥ ১৩৫ ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—

জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ-গোময় ।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥ ১৩৬ ॥

অক্ষজজ্ঞানে অশ্রৌতপন্থায় বেদ দুর্ব্বোধ্য ঃ—

স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয় ।
'লক্ষণা' করিতে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয় ॥ ১৩৭ ॥

শঙ্করভাষ্য—বেদান্ত-বিরুদ্ধ ঃ—

ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥ ১৩৮ ॥

বেদ ও সাত্বতপুরাণে সবিশেষ ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্‌ই উদ্দিষ্ট ঃ—

বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ১৩৯ ॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নির্ব্বিশেষ নহে ঃ—

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩-১৪১। উপনিষদ্-বাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায় এবং শব্দের 'অভিধা-বৃত্তি' ছাড়িয়া যে 'লক্ষণা' করা যায়, তাহা অমঙ্গলজনক। 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান', 'ঐতিহ্য' ও 'শব্দ' এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে, 'শ্রুতিপ্রমাণ' অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণই সকলের প্রধান। শ্রুতিবাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখ, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা—নিতান্ত অপবিত্র ; কিন্তু 'শঙ্খ' ও 'গোময়' তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্য-বলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে 'অনুমানে'র অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মায়াবাদিগণ স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ-মেঘদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বেদ এবং তদনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্ব-ধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত হন। আবার, সেই ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহদ্ব্রহ্মবস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'—ইহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপারবিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রীসংযুক্ত, সুতরাং তিনি

অনুভাষ্য

মুখ্য অর্থ হয়, তাহা ব্যাখ্যা না করিয়া সূত্রার্থ আচ্ছাদন করিয়া লক্ষণাদ্বারা কল্পিতার্থ করিতেছ।

১৩৩-১৩৪। উপনিষদ্—আদি, ২য় পঃ ৫ম সংখ্যার অনুভাষ্যে অন্বয় এবং আদি ৭ম পঃ ১০৬ সংখ্যার অনুভাষ্য ও ১০৮ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৩৫। শ্রীল জীবপ্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে ১০-১১ সংখ্যা ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত টীকা এবং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩), "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) এবং "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) প্রভৃতি সূত্রের শ্রীভাষ্য, শ্রীমাধ্ব-ভাষ্য, শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীবলদেব-কৃত গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। শ্রীজীবপ্রভু 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে লিখিয়াছেন,—"তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। অন্যেষাং প্রায়ঃ পুরুষ-ভ্রমাদি-দোষময়তয়ান্যথা-প্রতীতি দর্শনেনে প্রমাণং বা তদাভাসো বেতি পুরুষৈর্নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ, তস্য তদভাবাৎ।" অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি দশবিধ প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিলেও ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়শূন্য বচনাত্মক 'শব্দ' বা শ্রুতিই মূল-প্রমাণ ; অপর প্রমাণগুলির বিষয়ে মানুষের বাক্যাদি প্রায়ই ভ্রমাদি দোষযুক্ত বলিয়া তদ্দ্বারা অন্যপ্রকার প্রতীতি দেখা যায়, সুতরাং ঐ নয়টী প্রমাণ বস্তুতঃ প্রমাণ, না প্রমাণাভাস, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না, কিন্তু বাস্তব-দর্শনমূলক বলিয়া শব্দপ্রমাণে ঐ আশঙ্কার অভাব।

১৩৭। (ব্রঃ সূঃ ২।১।৫)—'দৃশ্যতে তু' এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ এই 'ভবিষ্যপুরাণের' বাক্যটী উদ্ধার করিয়াছেন —"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব 'বেদ' ইত্যেব শব্দিতাঃ।। পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবানি বিদো বিদুঃ। স্বতঃপ্রামাণ্যমেতেষাং নাত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে।"*

১৪২। যা যা শ্রুতিঃ (বেদমন্ত্রঃ) নির্ব্বিশেষং (ব্রহ্মণঃ

** ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, মহাভারত, পঞ্চরাত্র এবং মূল-রামায়ণ 'বেদ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ যে-সকল বৈষ্ণব অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুরাণ আছে, তাহাদিগকেও এস্থলে 'বেদ' বলিয়া জানেন। ইহাদিগের স্বতঃপ্রামাণ্য-বিষয়ে কোন বিচার (তর্ক) চলে না।*

'নির্ব্বিশেষ' অর্থে প্রাকৃত-বিশেষ বা বৈচিত্র্য-নিরাস ঃ—

'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥ ১৪১ ॥

সবিশেষ শ্রীভগবান্ই শ্রুতির উদ্দিষ্ট ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৬।৬৭)-ধৃত হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রবচন—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব ।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ১৪২ ॥

শ্রীভগবান্ই সর্ব্ব-কারকে উদ্দিষ্ট ঃ—

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয় ।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ ১৪৩ ॥
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন ।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিত্য সবিশেষ ; তাঁহাকে 'নিরাকার' বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। যে-সকল শ্রুতিগণ তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল 'প্রাকৃত-বিশেষ' নিষেধ করিয়া 'অপ্রাকৃত-বিশেষ' স্থাপন করেন। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯) ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে অপ্রাকৃত-সাকার-সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বর্ণন আছে।

১৪২। যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে ; কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।

১৪৩-১৪৮। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—(তৈঃ ভৃঃ ১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই পাওয়া যায় যে, 'এই চরাচর-বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্মদ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মে পুনরায় লীন হয়।' এই সব বেদবাক্যদ্বারা পরব্রহ্মের 'অপাদান', 'করণ' ও 'অধিকরণ'-কারকত্বরূপ তিনপ্রকার লক্ষণ আছে। এই

অনুভাষ্য

বিশেষরহিতভাবং কেবলচিন্মাত্রং) জল্পতি (প্রকাশয়তি), সা সা শ্রুতিঃ সবিশেষং (নামরূপগুণলীলাদিরূপম্) এব অভিধত্তে (মুখ্যয়া অভিধয়া বৃত্ত্যা বদতি) ; হন্ত তাসাং (শ্রুতীনাং) বিচার-যোগে সতি (সূক্ষ্মানুশীলনেন) প্রায়ঃ (সর্ব্বতোভাবেন) সবিশেষম্ এব বলীয়ঃ (বেদ-বচনানাং মুখ্যতাৎপর্য্যম্)।

১৪৩-১৪৪। (ঐতঃ উঃ ১।১।১-২)—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ইমান্ লোকানসৃজত।" (শ্বেঃ উঃ ৪।৯)—"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ।।" (তৈঃ উঃ ভৃঃ ১ অঃ)—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।"—বারুণি-ভৃগু পিতা-বরুণের নিকট ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বরুণের এই বাক্য। এই মন্ত্রে 'যতঃ' (যে ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উদয়)—অপাদান-কারক ; 'যেন' (যে ব্রহ্মকর্ত্তৃক বিশ্ব পালিত)—করণ-কারক ; 'যৎ' অর্থাৎ 'যস্মিন্' (যে-ব্রহ্মে বিশ্বের প্রবেশ)—অধিকরণ-কারক ; শ্রীরাঘ-বেন্দ্র-যতিকৃত-টীকা—"অন্নময়ং প্রাণময়ং চক্ষুর্ময়ং শ্রোত্রময়ং মনোময়ং বাঙ্ময়ং বিজ্ঞানময়ং আনন্দময়ঞ্চ ইত্যেবং নামৈকদেশে নামগ্রহণ-ন্যায়েন অয়ং নির্দ্দেশো ধ্যেয়ঃ। বিজ্ঞানময়ানন্দময় এবাপ্যুপলক্ষ্যৌ, এতেন ব্রহ্মবল্ল্যাং পঞ্চরূপোক্তি-রূপলক্ষণম্। চক্ষুর্ময়-বাঙ্ময়-শ্রোত্রময়া অপি গ্রাহ্যা ইত্যুক্তং ভবতি। তথাহ্যুক্তং 'বাধুল'-শাখায়াম্—"তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্ন-রসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বাঙ্ময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বাঙ্ময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা চক্ষুর্ময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাচ্চক্ষুর্ময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা শ্রোত্র-ময়ঃ। চক্ষুর্ম্ময়ত্বাদেস্তু পূর্ণদর্শনশক্তিত্বাচ্চক্ষুর্ময় ইতীরিতঃ।" ইতি ঐতরেয়ভাষ্যোক্তরীত্যা পূর্ণদর্শন-শক্তিত্ব-পূর্ণশ্রবণশক্তিত্ব-পূর্ণ-বক্তৃত্বশক্তিস্বরূপা বা। যৎপ্রযন্তি প্রলয়ে। যদভি—স্বেচ্ছয়া—সংবিশন্তি মুক্তৌ, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।" (ভাঃ ১।৫।২০)—"ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থান-নিরোধসম্ভবাঃ।"*

১৪৪। ভাঃ ৬।৪।৩০ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিটীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৫। (ছাঃ উঃ ৬ প্রঃ ২য় খঃ ৩)—"তদৈক্ষত বহু স্যাং

---

* *(ঐতরেয় উপনিষৎ—) "সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই যাবতীয় লোক সৃষ্টি করিলেন।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ—) "বেদসমূহ, যজ্ঞসকল, ক্রতুসমগ্র, ব্রতসমুদয়, এই বিশ্ব এবং বেদোক্ত অন্যান্য ভূত ও ভবিষ্যৎ যাহা কিছু, সমস্তই মায়ার অধীশ্বর পরমাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহাতে অন্য জীবসকল সেই মায়াদ্বারা বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—) "যাঁহা হইতে এই সমস্ত জীব উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা সেই জীবসকল বাঁচিয়া আছে, যাঁহাতে ধাবিত হইয়া অবশেষে লীন হইতেছে, তাঁহাই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।" (শ্রীরাঘবেন্দ্র যতিকৃত টীকা—) "নামের একদেশ-গ্রহণদ্বারা সেই নামই গৃহীত হয়—এই ন্যায়ানুসারে 'অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাচং' ইহাদ্বারা অন্নরসময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, মনোময়, বাঙ্ময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়*

অদ্বয়জ্ঞান (এক) কৃষ্ণ হইতে বহু প্রকাশই প্রত্যক্
বা শ্রৌত সিদ্ধান্ত, বহু হইতে একের
সিদ্ধান্ত—অশ্রৌত ঃ—

ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন ।
প্রাকৃত-শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন ॥ ১৪৫ ॥

পূর্ব্বে মায়ার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ, পরে তৎফলে
সৃষ্টি, অতএব ভগবানের দৃক্-
দর্শনাদি অপ্রাকৃত ঃ—

সে-কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন ।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥ ১৪৬ ॥

বিভুচিৎ বা বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্ ঃ—

ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ১৪৭ ॥

বেদার্থপূরণকারী ও প্রাগ্‌বন্ধযুগে প্রকাশিত বলিয়া
পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন নাম ঃ—

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয় ।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয় ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৩২)—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তিনপ্রকার নিত্য-লক্ষণের দ্বারা ভগবান্ নিত্য-সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। "বহু স্যাম্" (তৈঃ উঃ ব্রঃ ৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতিমতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" (ঐতঃ উঃ ১।১) এই বাক্যমতে প্রাকৃত-শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই ; অতএব ভগবান্ যে-মনে চিন্তা করিলেন, যে-নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সেই মন ও নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্র ও মন ছিল, ইহা—সর্ব্ববেদসম্মত। উপনিষদ্বাক্যে প্রায় সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দ পাওয়া যায়। সেই ব্রহ্মই পূর্ণাবস্থায় স্বয়ং ভগবান্,—ইহাই বেদসম্মত এবং শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা কৃষ্ণই যে সেই স্বয়ং ভগবান্, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, বেদে এরূপ স্পষ্টবাক্য নাই (দেখা যায় না), তবে বিচার করিয়া দেখ,—বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদবাক্য-তাৎপর্য্য জগতে বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদতাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।

১৪৯। নন্দ-গোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

প্রজায়েয়েতি।" (তৈঃ উঃ ব্রঃ ৬ অঃ)—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।"

১৪৬। সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে প্রাকৃতশক্তিতে অবলোকন করিবার পূর্ব্বে তিনি অপ্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সেই দর্শনকালে প্রাকৃত চক্ষু সৃষ্ট হয় নাই, যেহেতু প্রাকৃত-সৃষ্টি তৎপূর্ব্বে হইয়া থাকিলে তাঁহার সৃষ্টি-প্রবৃত্তির উল্লেখের আবশ্যক হয় না। তখন সবিশেষ-ব্রহ্মের নিত্য অপ্রাকৃত মন ছিল, যদ্দ্বারা তিনি প্রাকৃতসৃষ্টির মনন করিয়াছিলেন এবং নিত্য অপ্রাকৃত চক্ষুও ছিল, যদ্দ্বারা তিনি প্রকৃতি-শক্তিতে অবলোকন করিয়াছিলেন।

১৪৭। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ—"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।। যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ।। ইতি স্কান্দে।" অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, মহাভারত (পুরাণসহ) সাত্বত-তন্ত্র, পঞ্চরাত্র ও মূলরামায়ণ—ইহারাই 'শাস্ত্র'-শব্দে কথিত ও ইহাদের অনুকূল গ্রন্থগুলিও শাস্ত্রমধ্যে গণিত ; ইহা ব্যতীত অন্য যে-সমস্ত গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্রই নহে, পরন্তু 'কুবর্ত্ম'-শব্দবাচ্য। আদি, ২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৪৮। শ্রীজীবপ্রভুকৃত তত্ত্বসন্দর্ভের ১২-১৭ সংখ্যা ও শ্রীবলদেবকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা একান্ত

ব্রহ্ম এইক্রমে এই নির্দ্দেশ চিন্তনীয়। (তন্মধ্যে) বিজ্ঞানময়, আনন্দময় এই দুইটী উপলক্ষ্য (প্রয়োজনীয়)—এইহেতু ব্রহ্মবল্লীতে কথিত পঞ্চরূপ (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়)-উক্তি উপলক্ষণ। এস্থলে চক্ষুর্ম্ময়, বাঙ্ময়, শ্রোত্রময়ও গ্রহণীয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহা 'বাধুল-শাখা'তে দৃষ্ট হয়, যেমন,—'সেই এই অন্নরসময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা বাঙ্ময়। সেই এই বাঙ্ময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা চক্ষুর্ম্ময়। সেই এই চক্ষুর্ম্ময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা শ্রোত্রময়। চক্ষুর্ম্ময়ত্ব প্রভৃতির পূর্ণদর্শনশক্তিত্ব-হেতু চক্ষুর্ম্ময় বলা হইয়াছে। অথবা ঐতরেয়-ভাষ্যকথিত রীতি-অনুসারে পূর্ণদর্শনশক্তিত্ব, পূর্ণশ্রবণশক্তিত্ব, পূর্ণবক্তৃত্বশক্তিস্বরূপ। 'যৎপ্রযন্তি' অর্থাৎ প্রলয়কালে জীবগণ যাঁহার প্রতি (অভিমুখে) গমন করে। 'যদভিসংবিশন্তি'—মুক্তগণ স্বেচ্ছায় যাঁহাতে সম্যক্ প্রবেশ করেন, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর।" (শ্রীমদ্ভাগবতে—) "এই বিশ্ব ভগবানের অংশস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহা হইতে প্রপঞ্চ পৃথক্ নহে ; পরন্তু এই প্রপঞ্চ হইতে ভগবান্ পৃথক্, যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে।"

শ্রুতিমন্ত্রে জড়বিশেষ নিরাসপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বই উদ্দিষ্ট ঃ—

'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥ ১৫০ ॥

মুখ্যবৃত্তিতে সবিশেষত্ব, গৌণবৃত্তিতে নির্ব্বিশেষত্ব ঃ—

অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ ॥ ১৫১ ॥

চিদ্বিলাসকে নির্ব্বিলাসরূপে স্থাপনই মায়াবাদ ঃ—

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার ।
হেন-ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ?? ১৫২ ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ।
'নিঃশক্তিক' করি' তাঁরে করহ নিশ্চয় ?? ১৫৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬১-৬৩)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১৫৪ ॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা ।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১৫৫ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা ।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১৫৬ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে ॥ ১৫৭ ॥

শক্তিমান্ ভগবানের শক্তিত্রয় ঃ—

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০-১৫৩। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯)—এই শ্রুতি। আদৌ ব্রহ্মের 'প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই' বলিয়া পরে 'শীঘ্র চলে এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে'—এই বাক্যদ্বারা অপ্রাকৃত হস্ত-পদ আছে বলিয়া ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' করিতেছেন। শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণা-বৃত্তিতে ব্রহ্মের সবিশেষ-নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব অন্যায়রূপে স্থাপন করিতেছেন। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে নিত্য নিরাকার বলিয়া সংস্থাপন করেন, পরন্তু শাস্ত্রমতে সেই ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ-বিগ্রহবিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)—এই বেদবাক্যমূলক বহুশাস্ত্রবাক্যে সেই ব্রহ্মের তিনটী স্বাভাবিক শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজবাসিগণের প্রেম-সৌভাগ্যাতিশয্যের প্রশংসা করিতেছেন,—

নন্দ-গোপব্রজৌকসাং (নন্দরাজপ্রমুখ-পঞ্চরসাবস্থিতানাং ব্রজবাসিনাম্) অহো ভাগ্যং ; যৎ (যেষাং ব্রজবাসিনাং) মিত্রং সনাতনং (নিত্যকালপ্রকটিতং) পূর্ণম্ (অখণ্ডং) পরমানন্দং (সচ্চিদ্ঘনানন্দং) ব্রহ্ম।

১৫০। (শ্বেঃ উঃ ৩য় অঃ ১৯)—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।"

১৫১। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিবচনসমূহ ব্রহ্মের বিশেষত্বই নিরূপণ করিয়াছেন ; কিন্তু মুখ্য অভিধাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণা-দ্বারা মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-মতবাদ স্থাপন করেন। লক্ষণা-সিদ্ধ নির্ব্বিশেষত্বও বিশেষবাদের অন্যতম একটী মাত্র পরিচয় ; উহার উদ্দেশ্য—জড়বিশেষ হইতে পার্থক্য-স্থাপনমাত্র।

১৫৩। কেবলাদ্বৈতবাদী শক্তিকে অজ্ঞানপ্রসূত অনিত্য অবস্থা-বিশেষ মনে করায় নিঃশক্তিকত্বই ব্রহ্মত্বের লক্ষীভূত বিষয় বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু ব্রহ্মে তিনটী শক্তি নিত্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও অধ্যারোপবাদ প্রভৃতি বিচার-সাহায্যে ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিয়া নিশ্চয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

১৫৪। আদি, ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৫। হে নৃপ, সর্ব্বগা (চিজ্জড়োভয়গামিনী) সা ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিঃ (জীবাখ্যশক্তিঃ) যয়া (অবিদ্যয়া ভগবদ্বিমুখয়া মায়য়া) বেষ্টিতা (আবৃতা) ; অত্র (দেবীধামনি সংসারে) সা সন্ততান্ (নানাকর্ম্মফলভোগজন্যান্) অখিলান্ (নানাবিধান্) তাপান্ অবাপ্নোতি (লভতে)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫-১৫৬। ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিই জীবশক্তি ; সেই জীবশক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিলতাপ নিত্য ভোগ করেন। আবার, সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা-কুণ্ঠাবৃত হইয়া, হে ভূপাল, সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীব-শক্তি—মধ্যমা এবং অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞিতা মায়াশক্তি—অধমা। জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসারতাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করত উচ্চ-নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

১৫৮-১৬৩। বেদ-বেদান্ত-মতে,—ঈশ্বর, জীব ও মায়া, এই তিন তত্ত্বের স্বরূপ ও সম্বন্ধ জানা আবশ্যক। প্রথমে ঈশ্বর-

আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ॥ ১৫৯ ॥
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া,—তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ ১৬০ ॥

চিদ্বিলাসকে নির্ব্বিশেষরূপে ধারণা—দম্ভমাত্র ঃ—

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান,—পরম সাহস ॥ ১৬১ ॥

ভগবান্ ও জীবে নিত্য ভেদ, কেবল-অভেদবাদ—নাস্তিকতা ঃ—

'মায়াধীশ'-'মায়াবশ'—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ ॥ ১৬২ ॥

গীতায় 'জীব'—ভগবচ্ছক্তি ঃ—

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন-জীবে 'ভেদ' কর ঈশ্বরের সনে ॥ ১৬৩ ॥

ভগবানের গুণ-মায়া ও জীব-মায়া ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৭।৪-৫)—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ১৬৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১৬৫ ॥

ভগবদ্বিগ্রহ—সচ্চিদানন্দময় ঃ—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥ ১৬৬ ॥

নিত্যচিদ্বিলাস অস্বীকার পাষণ্ডতা-মাত্র ঃ—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য ॥ ১৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

স্বরূপ জানা (একান্ত) প্রয়োজন। সচ্চিদানন্দময়ত্বই ঈশ্বরের স্বরূপ। ভগবানের এক চিচ্ছক্তিই 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই তিন অংশে তিনরূপে প্রকাশ পান। আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী' এবং চিদংশে 'সম্বিৎ'। সেই সম্বিদ্ই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি তিনস্বরূপে প্রকাশ পায়—'অন্তরঙ্গা' অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বয়ং, তটস্থা অর্থাৎ 'জীবশক্তি', 'বহিরঙ্গা' অর্থাৎ মায়াশক্তি। এই তিন-প্রকাশে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিতের ক্রিয়ানুসারে তিন তিন ভাব বুঝিতে হইবে। চিচ্ছক্তি স্বীয় হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-সমবেতসার (ভক্তি), জীবকে প্রদান করিবার পর জীবশক্তি তাহা গ্রহণ করিলে মায়াশক্তির আবরণ-বিক্ষেপাত্মক অচিদ্বিক্রম নিষ্কপট-চিচ্ছক্তিভাবে দূরীভূত হইয়া জীবকে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তির অধিকারী করান। পরমেশ্বরের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার ঐশ্বর্য্যবিলাস ; তাঁহাকে 'নিরাকার', 'নিঃশক্তিক' বলিলে নিতান্ত অবৈদিক বাক্যের প্রয়োগ হয়। ঈশ্বর—স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর ; জীব—স্বভাবতঃ অণুচৈতন্যতা-প্রযুক্ত মায়াবশ। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।১।১-২) বলেন,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-ঽভিচাকশীতি।। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীত-শোকঃ।।" অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভুলিলে জীব দণ্ডনীয় হন ; ঈশ্বরের কারাকর্ত্রী মায়া সেই অপরাধে জীবকে কারাবদ্ধ করিয়া দণ্ড বিধান করেন।' এস্থলে ঈশ্বরের স্বভাবে মায়ার অধীশ্বরতাই প্রতিপন্ন হয়, মায়াবশ্যতা নয়।

জীবের স্বভাবে নির্ম্মায়িক সত্তা থাকিলেও মায়াবশ্যতারূপ একটী ধর্ম্ম আছে ; ইহারই নাম 'তটস্থত্ব'। যখন এরূপ স্বভাবগত ও স্বরূপগত নিত্য-ভেদ আছে, তখন কোন অবস্থায়ই জীবসহ ঈশ্বর যে অভেদ, এরূপ বলিতে পার না। আবার গীতাশাস্ত্রে জীবকে 'শক্তি' বলিয়াছেন, তখন 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" এই বেদান্ত-বাক্যমতে ঈশ্বরের সহিত জীব যে অভেদ, ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য আছ। ঈশ্বর ও জীবতত্ত্বের এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদই রহস্য।

১৬৪। ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,—এই আটটী আমারই অপরা-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ; জীবতত্ত্ব ইহা হইতে পৃথক্।

১৬৬-১৬৭। বেদশাস্ত্রমতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—

অনুভাষ্য

১৫৬। হে ভূপাল, তয়া (অবিদ্যয়া) তিরোহিতত্বাৎ (গুণ-মায়াসঙ্গহীনাৎ) ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা শক্তিঃ (জীবশক্তিঃ) [ভগবদ্-বৈমুখ্যবিধায়িণ্যবিদ্যা-বর্ত্তমানত্বাৎ] সর্ব্বভূতেষু তারতম্যেন বর্ত্ততে (অবিদ্যয়া বরাবরা চ মন্যতে)।

১৫৭। আদি, ৪র্থ পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৮-১৫৯। আদি, ৪র্থ পঃ ৬১-৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৪। অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—ভূমিঃ, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, খং, মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ চ ইতি অষ্টধা মে (মম) ভিন্না প্রকৃতিঃ (বহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ) এব। (ভূম্যাদি-শব্দৈঃ পঞ্চ মহাভূতানি, সূক্ষ্মভূতৈঃ রূপরসগন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদিভিঃ সহৈকীকৃত্য সংগৃহ্যন্তে ; অহঙ্কার-শব্দেন তত্তৎকার্য্য-ভূতানীন্দ্রিয়াণি বাকপাণিপাদপায়ূপস্থানি তত্তৎকারণ-ভূতমহত্তত্ত্ব-মপি গৃহ্যতে। বুদ্ধিমনসোঃ পৃথগুক্তিস্তত্ত্বেষু তয়োঃ প্রাধান্যাৎ)।

মায়াবাদী মুখে বৈদিক হইলেও প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ঃ—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক ।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ ১৬৮ ॥

ব্রহ্মসূত্রেই জীবের চরম কল্যাণ, শাঙ্করভাষ্যে জীবের সর্ব্বনাশ নিহিত ঃ—

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস ।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১৬৯ ॥

শক্তিপরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রে উদ্দিষ্ট ঃ—

'পরিণাম-বাদ'—ব্যাসসূত্রের সম্মত ।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥ ১৭০ ॥

প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্ত ; শক্তি পরিণত হইলেও শক্তিমান্ অবিকৃত ঃ—

মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার ।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥ ১৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিত্য। নিরাকার-ধর্ম্ম—প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বৈপরীত্যরূপ বিকার-বিশেষ, অর্থাৎ জড়ীয়সত্ত্বে যে আকার আছে, তন্নিষেধক ভাববিশেষ। প্রকৃতির অতীত যে চিন্ময়-বিগ্রহ, তাঁহার আকারও চিন্ময়। মায়িকসত্ত্বের নিরাকারত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এরূপ শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সে 'পাষণ্ড'-মধ্যে গণ্য।

১৬৮। বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায়, তাঁহাকে বৈদিক আর্য্যগণ 'নাস্তিক' বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয় ; কেন না, স্পষ্টশত্রু অপেক্ষা মিত্র-রূপে সমাগত প্রচ্ছন্নশত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।

১৬৯। ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময় বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহা শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ ; সুতরাং মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয় ; কেননা, ব্রহ্মের সহিত অভেদবাঞ্ছারূপ দুরাশাপ্রদত্ত অভিমানদ্বারা শুদ্ধভক্তি নাশ হয় এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরকে মানা হয় না।

অনুভাষ্য

১৬৫। আদি, ৭ম পঃ ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৬। আদি, ৭ম পঃ ১১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৭। যিনি ভগবানের নিত্য রূপগুণলীলাময় বিগ্রহকে প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার, বা অজ্ঞানসমষ্টির আধারমাত্র বুঝিয়া অপ্রাকৃত বিগ্রহের নিত্য-সেবাপর হন না, তিনি পাষণ্ডী অর্থাৎ অনিত্য কাল্পনিক পঞ্চদেবতার মিথ্যা উপাসনার সহিত ভক্তির সাম্যজ্ঞানহেতু কৃষ্ণের নিত্য কৈঙ্কর্য্য হইতে চ্যুত হন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্পর্শ করেন না বা দর্শন করেন না, যেহেতু তিনি ন্যায় বা অন্যায়ময় কর্ম্মরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া জড়ভোগের জন্য বা ভোগত্যাগের জন্য অনাত্মাকে আত্মজ্ঞানে বরণ করায় শ্রীভগবানের নিত্যবিগ্রহ ও লীলাকে নিজ-ভোগতাৎপর্য্যময়-বিষয়ের অন্যতম বলিয়া জ্ঞান করেন। ভক্তিবিরোধী জড়-ভোগ-ত্যাগের ফল যমদণ্ড তাঁহার ভাগ্যে অব্যর্থ ; কেবলমাত্র ভক্তগণই পাষণ্ড বা যমদণ্ড্য নহেন।

অনুভাষ্য

১৬৮। বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ,—কেবলাদ্বৈতবাদ ; বেদ ত্যাগ করিয়া শাক্যসিংহ বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং প্রাকৃত-নৈষ্কর্ম্ম্য স্থাপন করেন। তাঁহার মতে, পরলোকে সচ্চিদানন্দ-রহিত বিগ্রহ বিরাজমান। মায়াবাদী বেদ মুখে গ্রহণ করিয়া বা মানিয়া নিজভোগপর অজ্ঞানবাচ্য বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানফলে কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান বলিয়া মনে করেন এবং নৈষ্কর্ম্ম্য স্থাপন করেন। তাঁহার পরলোকে নির্ব্বোধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ কেবল চিন্মাত্র বিরাজমান। অজ্ঞানস্থিত মুমুক্ষু জ্ঞানবাদী সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানকে 'খণ্ডজ্ঞান' বা 'অজ্ঞানের প্রতিফলন'-রূপে বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন সম্বিদ্বৃত্তির অনুশীলনকে নিজ-অজ্ঞানের প্রকারভেদমাত্র বলিয়া মনে করিয়া ভগবৎসেবা হইতে নিরস্ত হন ; সুতরাং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অনুভূতি অজ্ঞান-বিগ্রহ জ্ঞানবাদীর অধিগম্য বিষয় নহে; যেহেতু তাঁহার সিদ্ধান্তে নিঃশক্তিক-ব্রহ্ম—জড়ময় অর্থাৎ 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়', 'জ্ঞাতা'—এই অবস্থাত্রয়রহিত এবং তাঁহার জড়াভিমান-গ্রস্ত বিচারনিপুণতারূপ অজ্ঞান প্রবল হওয়ায় সচ্চিদানন্দত্ব চিন্ময় 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়' ও 'জ্ঞাতৃ'-ধর্ম্মবিশিষ্টও নহে ; বস্তুতঃ উহা অজ্ঞানাবস্থার উক্তিবিশেষ-মাত্র। এজন্য মায়াবাদীর প্রকৃতবস্তু-জ্ঞানে অনস্তিত্ব-বুদ্ধি।

১৭০-১৭৫। আদি, ৭ম পঃ ১২১-১৩৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৭১। শক্তিপরিণামবাদই 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রের সম্মত। অসংখ্য, অনন্ত নিত্যশক্তি যাঁহাতে জাত, স্থিত ও অব্যক্ত, শক্তিসমূহ যাঁহার অধীন, এতাদৃশী শক্তিসমূহের প্রভুই 'ঈশ্বর'। অনন্তরূপে বিরাজমান নিত্যানিত্য-শক্তি, আত্মানাত্ম-শক্তি প্রভৃতির যুগপৎ ঈশ্বরে অবস্থিতি কিরূপভাবে সম্ভব, তাহা জীব বর্ত্তমান জড়বদ্ধাবস্থায় মায়াশক্তির অধীনে থাকাকালে বুঝিতে পারে না; তজ্জন্য মানবজ্ঞানে ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসমাশ্রয়—অচিন্ত্য, অথচ ঈশ্বরে নিত্য অবস্থিত। মানব জড়জ্ঞানাহঙ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞানরূপ সামর্থ্যকে মিথ্যা-কল্পনাদ্বারা বিপুল বলিয়া জ্ঞান করিয়া, যে শক্তি-রাহিত্যরূপ একটী অবস্থাকে 'ব্রহ্ম'-রূপে কল্পনা করে, তাহা চিন্ত্য-শক্তির প্রকারভেদ মাত্র। তদ্দ্বারা জগৎকে

গুরু-ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলায় মায়াবাদী—বিবর্ত্তবাদী, অতএব তিনি—শ্রৌতপথ-বিরোধী নাস্তিক ঃ—

ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া ।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ ১৭২ ॥

দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তই মিথ্যা ; জগৎ—সত্য, কিন্তু নশ্বর ঃ—

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয় ।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র হয় ॥ ১৭৩ ॥

ওঙ্কারই আদি-মহাবাক্য ও ঈশ্বর-মূর্ত্তি এবং বেদ-কল্পতরুর বীজ ঃ—

'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি ।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি ॥ ১৭৪ ॥

তত্ত্বমস্যাদি বাক্য—বেদের একদেশ-সূচক ঃ—

'তত্ত্বমসি'—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য ।
প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য ॥" ১৭৫ ॥

সার্ব্বভৌমের নানা পূর্ব্বপক্ষ ও প্রভুর তৎসমুদয়-খণ্ডন ঃ—

এইমতে কল্পিত ভাষ্যে শত দোষ দিল ।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥ ১৭৬ ॥
বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল ।
সব খণ্ডি' প্রভু নিজ-মত সে স্থাপিল ॥ ১৭৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক যথার্থ বেদমত-স্থাপন ঃ—

ভগবান্—'সম্বন্ধ', ভক্তি—'অভিধেয়' হয় ।
প্রেমা—'প্রয়োজন', বেদে তিনবস্তু কয় ॥ ১৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭২। 'পরিণাম-বাদ' মানিলে ঈশ্বর 'বিকারী' হইবেন, সুতরাং ব্যাসকে তখন 'ভ্রান্ত' বলিতে হইবে,—এই বলিয়া সূত্রের মুখ্যার্থে দোষ দিয়া গৌণার্থ করত 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করিয়াছেন।

১৭৫। জীবের চিন্ময় সত্তা বুঝাইবার জন্য 'তত্ত্বমসি' বাক্যটী বেদের এক প্রদেশে পাওয়া যায় ; তাহা মহাবাক্য নয়।

অনুভাষ্য

ঈশ্বরের 'পরিণাম' বলিয়া বুঝিতে গেলে 'বিবর্ত্তবাদ' অবশ্য গ্রহণীয় হয়, কিন্তু ঈশ্বরত্বে যে অচিন্ত্য নিত্যশক্তিমত্তা নিহিত, ইহা বুঝিলে, ঈশ্বরের বহিরঙ্গা-মায়াশক্তি-পরিণত খণ্ডজ্ঞান-গম্য রাজ্যেও যে তিনি প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায়। কোন মণিতে এরূপ শক্তি নিহিত আছে যে, মণি স্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও নিজমণিত্বকে অন্যপ্রকারে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত করে না ; স্বর্ণসৃষ্টির পূর্ব্বে মণি যেরূপ ছিল, স্বর্ণ-প্রসবের পরেও তদ্রূপই থাকে। যে-প্রকার প্রকৃত অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে মণি নিজে বিকার লাভ না করিয়া এবং মণি-ভিন্ন অপরবস্তু (স্বর্ণ) প্রসব করিয়াও নিজ-মণিত্বেই অবস্থিত হইতে পারে, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর স্বীয় মায়াশক্তি পরিচালিত করিয়া তাদৃশ শক্তিকে বিকার-যোগ্য গুণময়-জগদ্রূপে পরিণত করিতে পারেন। ঈশ্বর নিজের অন্যতম শক্তিকে বিকারময় জগদ্রূপে পরিণত করিয়াও নিজ-স্বরূপকে বিকার-রহিত রাখিতে পারেন,—এ নিত্যশক্তি তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে।

১৭২। সেই সূত্রে,—ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভে "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" সূত্রের উত্তরে প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র পরিণামবাদের উদ্দেশেই লিখিত, যথা,—"যতো বা ইমানি ভূতানি"—এই তৈত্তিরীয় বাক্য, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ"—এই মুণ্ডক-বাক্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক-সকলের তাৎপর্য্যই 'পরিণামবাদ'। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য 'পরিণামবাদ' গ্রহণ করিলে পাছে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্র 'দুষ্টসূত্র' ও তল্লেখক শ্রীব্যাসদেব 'ভ্রান্ত' বলিয়া কাল্পনিক লক্ষণাবৃত্তি-বাদিগণের আক্রমণের পাত্র হন, তাহার প্রতিষেধার্থে এবং নিজ-গুরু ব্যাসকে ও 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রকে যথাক্রমে পরিণামবাদী ও পরিণামবাদ বলিয়া গর্হণ না করে, তদুদ্দেশ্যে কাল্পনিক যুক্তি বিস্তারপূর্ব্বক বেদের অংশবিশেষে লিখিত অন্যতাৎপর্য্য-জ্ঞাপক 'বিবর্ত্তবাদ'ই সত্য বলিয়া স্থাপন করিলেন।

১৭৩। নিত্য-কৃষ্ণদাস নির্ম্মল জীব, কর্ম্মফলভোগপর স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয়কে ভ্রমক্রমে যে 'আমি' বুদ্ধি করেন, ঐ বুদ্ধি—মিথ্যা ; উহাই বিবর্ত্তবাদের স্থল। জীবাত্মা 'অনিত্য, কালবশযোগ্য-ব্রহ্মে'র অজ্ঞানজন্য তাৎকালিক স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর নহেন। বিশ্ব বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তবে কালদ্বারা পরিবর্ত্তন-যোগ্য। বিশ্ব-ভোগবুদ্ধিতে জীবের 'বিবর্ত্ত' আছে। এই অচিৎ বিশ্বের স্বরূপ—শক্তি-পরিণত। মায়াবাদী জীব-স্বরূপে ও বিশ্বের স্বরূপে, 'বিবর্ত্ত' বিচার করেন, কিন্তু উভয়ই শক্তি-পরিণাম।

১৭৪। 'প্রণব'—ঈশ্বরের নামবিগ্রহ ; উহাই মহাবাক্য। নামস্বরূপ 'ওঙ্কার' হইতে এই নশ্বর-জগতে থাকাকালেও বিবর্ত্তবুদ্ধি ছাড়িলে অপ্রাকৃত স্বরূপের উদয় হয়।

১৭৫। ঈশ্বর, জীব ও জগতের স্বরূপকে বিবর্ত্তবাদের বিষয় করায় ওঙ্কার-রূপ নামাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে 'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্যের প্রবৃত্তি ; কিন্তু জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়া মিথ্যা-ভ্রম যাহাতে উদিত না হয়, তজ্জন্য উহা বস্তুতঃ কেবল ভ্রান্তজীবের উদ্দেশেই প্রাদেশিক-বাক্য বলিয়া কথিত ; পক্ষান্তরে ব্রহ্মস্বরূপ বেদজীবন 'প্রণব'-নামকেই অনাদর করা হইয়াছে।

১৭৭। বিতণ্ডা—নিজমত স্থাপন না করিয়া কেবল পরমত-খণ্ডন। ছল—শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যকে অপর কাল্পনিক বিষয়রূপে আরোপ করিয়া খণ্ডন। নিগ্রহ—পরপক্ষ-পরাজয়।

ঐ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-নির্দ্দেশ ব্যতীত সব মতবাদই কাল্পনিক ঃ—

আর যে যে-কিছু কহে, সকলই কল্পনা ।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে না করিয়ে লক্ষণা ॥ ১৭৯ ॥

ঈশ্বরের আদেশে শঙ্করের অসুর-মোহন ঃ—

আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল ।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল ॥ ১৮০ ॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড সহস্রনামকথনে (৬২।৩১)—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু ।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ ১৮১ ॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড (২৫।৭)—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥ ১৮২ ॥

প্রভুর ব্যাখ্যাশ্রবণে ভট্টাচার্য্যের বিস্ময় ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত ।
মুখে না নিঃসরে বাণী, হইলা স্তম্ভিত ॥ ১৮৩ ॥

কৃষ্ণভক্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্টাচার্য্য, না কর বিস্ময় ।
ভগবানে ভক্তি—পরম-পুরুষার্থ হয় ॥ ১৮৪ ॥

দিব্যসূরিগণও কৃষ্ণপদে আকৃষ্ট ঃ—

'আত্মারাম' পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন ।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥ ১৮৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥" ১৮৬ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা শুনিতে সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্য কহে,—"শুন, মহাশয় ।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥" ১৮৭ ॥

প্রভুর অনুরোধে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা-মুখে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি কি অর্থ কর, তাহা শুনি' ।
পাছে আমি করিব অর্থ, যেবা কিছু জানি ॥" ১৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। ভগবান্ শ্রীমহাদেবকে কহিলেন,—কল্পিত স্বাগমদ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর ; আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ-জীবের জীববৃদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে।

১৮২। মহাদেব কহিলেন,—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসৎশাস্ত্রদ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত বিধান করিব।

অনুভাষ্য

১৭৯। মায়াবদ্ধ-ভাবাতীত নির্ম্মল জীবই ভগবদ্ভক্ত ; তাঁহার সম্বন্ধ—ভগবান্, অভিধেয়—ভক্তি এবং প্রয়োজন—প্রেমা, ইহাই বেদশাস্ত্রে কথিত। কিন্তু কোন কোন মতবাদে দেখা যায়, জীবের সম্বন্ধ—নিঃশক্তিক ব্রহ্ম, অভিধেয়—জ্ঞানবৈরাগ্য, প্রয়োজন—মুক্তি ; ইহা বদ্ধজীবের কল্পনামাত্র। বেদ স্বয়ংই প্রমাণ ; উহাতে 'লক্ষণা' করিতে গেলে কল্পনা করা হয়।

১৮০। কূর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বভাগে ১৬।১১৫-১১৭ সংখ্যায় শ্রীভগবদ্বাক্য—"তস্মাদ্ হি বেদবাহ্যানাং রক্ষণার্থায় পাপিনাম্। বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যসি বৃষধ্বজ।। এবং সঞ্চোদিতো রুদ্রো মাধবেনাসুরারিণা। চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবে স্থিতঃ।। কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্। পাঞ্চরাত্র-পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ।।"*

১৮১। [হে শিব], ত্বং কল্পিতৈঃ (সত্যাদ্ভ্রষ্টৈঃ মিথ্যা-নির্ম্মিতৈঃ) স্বাগমৈঃ (নিজতন্ত্রাদিকৈঃ) জনান্ (জড়বিষয়রতান্ লোকান্) মদ্বিমুখান্ (হরিজনবিমুখান্ কর্ম্মজ্ঞাননিরতান্) কুরু ; মাং গোপয় চ, যেন (ভগবদ্গোপন-কার্য্যেণ) উত্তরোত্তরা এষা সৃষ্টিঃ (সংসারপ্রবৃত্তিঃ) স্যাৎ।

দেহাত্মবুদ্ধিমূলে কেবল শৌক্রবিচারের প্রাবল্যবশতঃ সংসার-ভোগপ্রবৃত্তির নিকট হইতে শুদ্ধভক্তি গুপ্তা থাকেন।

১৮২। মায়াবাদম্ (ঈশ্বর-জীব-বিশ্ব-স্বরূপত্রয়ং মায়া-কল্পিত-মিথ্যা-বিকারমাত্রং ব্রহ্মণঃ ভিন্নমিতি বিচারপরম্) অসচ্ছাস্ত্রং (নিত্য-ভগবদ্বহির্ম্মুখকর্ম্মজ্ঞানপরম্ অনিত্যোপদেশময়ং গ্রন্থং) প্রচ্ছন্নং (কপট-বেদবিচার-পরং শ্রৌতপথবিরুদ্ধং) বৌদ্ধং (নাস্তিক-বৌদ্ধমতানুগতম্) উচ্যতে। হে দেবি, ময়া ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা (মালবরদেশোদ্ভূতেন শঙ্করাখ্যেন দেহেন) কলৌ (বিবাদ-যুগারম্ভে) [মায়াবাদমতম্ এব] বিহিতং (স্থাপিতম্)।

বিলাসহীন কেবল চিৎসাহিত্য-বাদ ও চিদ্রাহিত্য-বাদ, উভয়েই প্রাকৃতবিচারোত্থ মনোধর্ম্ম।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬। আত্মাতেই যাঁহাদিগের রতি, এরূপ বাসনা-গ্রন্থিশূন্য মুনিসকলও বৃহৎকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; কেন না, জগতের চিত্তহারী হরির এইরূপ একটী গুণ আছে।

অনুভাষ্য

১৮৬। স্বভাবতঃ ব্রহ্মানন্দমগ্ন পরমহংস শ্রীশুকদেব কেন

** অতএব হে বৃষধ্বজ! বেদবাহ্যগণের রক্ষণ-উদ্দেশ্যে এবং পাপিগণের মোহন-নিমিত্ত শাস্ত্রসকল প্রকাশ করিবে। এইপ্রকারে শ্রীরুদ্র অসুর-বিনাশক শ্রীমাধবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এবং শ্রীকেশবও শিব-বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া কাপাল, নাকুল, বাম, ভৈরব, পূর্ব্ব-পশ্চিম (অথবা পূর্ব্বভৈরব, পশ্চিমভৈরব?), পাশুপত-পঞ্চরাত্র তথা অন্য সহস্র শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিলেন।*

শুনি' ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥ ১৮৯ ॥

সার্ব্বভৌমের যথাশক্তি নয় প্রকার ব্যাখ্যা ঃ—

নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্রমত লঞা ।
শুনি' প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৯০ ॥

প্রভুর মানদ-ধর্ম্ম—সার্ব্বভৌমকে প্রশংসা ঃ—

"ভট্টাচার্য্য, জানি—তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি ॥ ১৯১ ॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায় ॥" ১৯২ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভুর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যান ঃ—

ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল ।
তাঁর নব অর্থ-মধ্যে এক না ছুঁইল ॥ ১৯৩ ॥

প্রভুর অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা ঃ—

আত্মারামাশ্চ-শ্লোকে 'একাদশ' পদ হয় ।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥ ১৯৪ ॥
তত্তৎপদ-প্রাধান্যে 'আত্মারাম' মিলাঞা ।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা ॥ ১৯৫ ॥

ভগবদ্গুণশক্তি অচিন্ত্যা ও আত্মারামাকর্ষিণী ঃ—

ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন ॥ ১৯৬ ॥
অন্য যত সাধ্য-সাধন করি' আচ্ছাদন ।
এই তিনে হরে সিদ্ধ-সাধকের মন ॥ ১৯৭ ॥
সনকাদি-শুকদেব তাহাতে প্রমাণ ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ॥ ১৯৮ ॥

সার্ব্বভৌমের আত্মগ্লানি ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার ।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি' করে আপনা ধিক্কার ॥ ১৯৯ ॥
'ইঁহো ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণ,—মুঞি না জানিয়া ।
মহা-অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হঞা ॥' ২০০ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুপদে শরণাগতি ও প্রভুর কৃপা ঃ—

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ২০১ ॥

প্রভুর পূর্ব্বে চতুর্ভুজ, পরে দ্বিভুজ-রূপ-প্রদর্শন ঃ—

নিজ-রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন ।
চতুর্ভুজ-রূপ প্রভু হইলা তখন ॥ ২০২ ॥
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ-রূপ ।
পাছে শ্যাম-বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ ২০৩ ॥

সার্ব্বভৌমের স্তব ঃ—

দেখি' সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি' ।
পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি' ॥ ২০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৪-১৯৫। শ্লোকের এগারটী শব্দের এগারটী অর্থ এবং শ্লোকমধ্যে 'মুনয়ঃ', 'নির্গ্রন্থাঃ', 'উরুক্রম', 'অহৈতুকী', 'ভক্তি', 'গুণ' ও 'হরি'—এই সাতটী প্রধানপদে 'আত্মারাম'-পদ যোগ করিয়া সাতটী অর্থ,—একত্রে অষ্টাদশ অর্থ।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অভ্যাস করিলেন, —শৌনকাদি ঋষির এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূতের উক্তি,—

আত্মারামাঃ (আত্মনি ভগবতি রমন্তে যে তে কৃষ্ণক্রীড়নশীলাঃ) মুনয়ঃ (ভোগপর-জড়-বিষয়রহিতাঃ) নির্গ্রন্থাঃ (হৃদয়জ-কামগ্রন্থিহীনাঃ ব্রহ্মভূতাঃ) অপি উরুক্রমে (অজিতে কৃষ্ণে) অহৈতুকীম্ (অন্যাভিলাষিতাশূন্যাং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতাং শুদ্ধাং কৃষ্ণানুশীলনময়ীং) ভক্তিং (সেবাং) কুর্ব্বন্তি। হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ (মুক্তামুক্ত-সর্ব্বাবস্থ-জীবাকর্ষণ-ধর্ম্মযুতঃ)। [অলৌকিক-গুণাধারঃ হরির্মায়াবাদনিরতানাং জনানাং তত্তন্মত-বাদাৎ মোচয়িত্বা কৃপয়া তেভ্যঃ স্বচরণং প্রযচ্ছতি]।

১৯৩-১৯৮। মধ্য, ২৪ পঃ ৩-৩০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৪। একাদশপদ,—১। আত্মারামাঃ, ২। চ, ৩। মুনয়ঃ, ৪। নির্গ্রন্থাঃ, ৫। অপি, ৬। উরুক্রমে, ৭। কুর্ব্বন্তি, ৮। অহৈতুকীং, ৯। ভক্তিং, ১০। ইত্থম্ভূতগুণঃ, ১১। হরিঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৭। তিনে—ভগবান্, ভগবচ্ছক্তি ও ভগবদ্গুণগণ।

অনুভাষ্য

১৯৭। জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষীর দলে যতপ্রকার সম্বন্ধ ও অভিধেয় কল্পিত হয়, তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া এই অচিন্ত্যপ্রভাববিশিষ্ট ভগবান, তৎশক্তি ও তদ্গুণগণ—এই তিনটী বস্তু সাধক-জীব ও সিদ্ধের মন হরণ করেন।

১৯৮। সনকাদি ও শুকদেব প্রভৃতি মুক্তমনীষিবৃন্দের কৃষ্ণাকৃষ্টিই ইহার উদাহরণ। মধ্য, ২৪ পঃ ১০৭-১১১ "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" "জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়।। সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন। গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন।। ব্যাস-কৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন।।" মধ্য, ১৭পঃ ১৩৯—"ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন।।" ভাঃ ৩।১৫।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রভু-কৃপায় তাঁহার চিত্তে তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি ঃ—

প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব ।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব ॥ ২০৫ ॥

দ্রুত রচনা-শক্তি ঃ—

শত শ্লোক কৈল দণ্ড এক না যাইতে ।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ॥ ২০৬ ॥

প্রভুর আলিঙ্গনে সার্ব্বভৌমের সাত্ত্বিকভাব ঃ—

শুনি' সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ২০৭ ॥
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি ।
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে প্রভু-পদ ধরি' ॥ ২০৮ ॥

গোপীনাথের হর্ষ ঃ—

দেখি' গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন ।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি' হাসে প্রভুর গণ ॥ ২০৯ ॥

সার্ব্বভৌমের দশা-দর্শনে গোপীনাথের প্রভু-মহিমা কীর্ত্তন ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি ।
"সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি ॥" ২১০ ॥

প্রভুর ভক্ত-সম্মান ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে ।
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥" ২১১ ॥

প্রকৃতিস্থ হইয়া ভট্টাচার্য্যের প্রভুস্তুতি ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল ।
স্থির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল ॥ ২১২ ॥
"জগৎ নিস্তারিলে তুমি,—সেহ অল্পকার্য্য ।
আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥ ২১৩ ॥
তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড ।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড ॥" ২১৪ ॥

প্রভুর স্বস্থানে আগমন ঃ—

স্তুতি শুনি' মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা ।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥ ২১৫ ॥

একদিন প্রত্যূষে প্রভুর প্রসাদান্ন-সংগ্রহ ঃ—

আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে ।
দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে ॥ ২১৬ ॥
পূজারী আনিয়া মালা-প্রসাদান্ন দিলা ।
প্রসাদান্ন-মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা ॥ ২১৭ ॥

ভট্টাচার্য্যগৃহে আগমন ঃ—

সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া ।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা ॥ ২১৮ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বেই প্রভুদত্ত-প্রসাদ-সম্মান ঃ—

অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন ।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥ ২১৯ ॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' স্ফুট কহি' ভট্টাচার্য্য জাগিলা ।
কৃষ্ণনাম শুনি' প্রভুর আনন্দ বাড়িলা ॥ ২২০ ॥
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন ।
আস্তে-ব্যস্তে আসি' কৈল চরণ-বন্দন ॥ ২২১ ॥
বসিতে আসন দিয়া দুঁহে ত' বসিলা ।
প্রসাদান্ন খুলি' প্রভু তাঁর হাতে দিলা ॥ ২২২ ॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হৈল ।
স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥ ২২৩ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যকৃপায় জাড্য-নাশ ঃ—

চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল ।
এই শ্লোক পড়ি' অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ ২২৪ ॥

অপ্রাকৃত-প্রসাদ-সম্মানে কালাকাল-বিচারাভাব ঃ—

পদ্মপুরাণ—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥ ২২৫ ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা ।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥ ২২৬ ॥

অনুভাষ্য

২০৬। শ্রীসার্ব্বভৌম-কৃত 'সুশ্লোক-শতক' গ্রন্থ।

২১৯। অরুণোদয়-কাল—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ড-কালকে 'অরুণোদয়-কাল' বলে।

২২৫। শুষ্কং (রসরহিতং) পর্য্যুষিতং (পূর্ব্বপূর্ব্বদিনপক্বং) দূরদেশতঃ (সুদূরবিদেশাৎ) নীতম্ (আনীতং) বা [কৃষ্ণপ্রসাদং] প্রাপ্তি-মাত্রেণ (লাভমাত্রেণ) ভোক্তব্যং (সাদরেণ গৃহীতব্যং সেব্যং) অত্র (প্রসাদগ্রহণবিষয়ে) কালবিচারণা ন (নাস্তি)।

২২৬। তত্র (প্রসাদগ্রহণবিষয়ে) দেশনিয়মঃ ন, তথা কাল-নিয়মঃ ন, প্রাপ্তমন্নং (কৃষ্ণপ্রসাদং) দ্রুতং (তৎক্ষণমেব) শিষ্টৈঃ (বৈষ্ণবৈঃ) ভোক্তব্যং (প্রসাদার্চ্চনে স্থানকাল-ব্যবধানাদিকং ন গ্রাহ্যম্) ইতি হরিঃ অব্রবীৎ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৫-২২৬। মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক্, পর্য্যুষিতই হউক্ বা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক্, প্রদত্ত হইবা মাত্র ভক্ষণ করাই বিধি ; ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ-প্রাপ্তিমাত্র শিষ্টলোক ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশ-কালের কোন নিয়ম নাই ;—ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

সার্ব্বভৌমের প্রসাদসম্মান-দর্শনে প্রভুর পরমানন্দ ও প্রেমভরে উভয়ের নৃত্য ঃ—

দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন ।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২২৭ ॥

দুইজনে ধরি' দুঁহে করেন নর্ত্তন ।
প্রভু-ভৃত্য দুঁহা স্পর্শে, দুঁহে ফুলে মন ॥ ২২৮ ॥

স্বেদ-কম্প-অশ্রু দুঁহে আনন্দে ভাসিলা ।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২২৯ ॥

সার্ব্বভৌমের উদ্ধারে প্রভুর আত্মগৌরব ঃ—

"আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন ।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ॥ ২৩০ ॥

আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ ২৩১ ॥

সার্ব্বভৌমকে প্রভুর আশীর্ব্বাদ ঃ—

আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয় ।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয় ॥ ২৩২ ॥

আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন ।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ ২৩৩ ॥

আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন ।
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥" ২৩৪ ॥

কৃষ্ণের প্রতি নিষ্কপট শরণাগত ভক্তেরই মায়ামুক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৭।৪২)—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্ ।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ২৩৫ ॥

ভট্টাচার্য্যের জড়াভিমান ত্যাগ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু আইলা নিজ-স্থানে ।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥ ২৩৬ ॥

সার্ব্বভৌমের সর্ব্বতোভাবে ভক্তিমার্গাশ্রয় ঃ—

চৈতন্য-চরণ বিনা নাহি জানে আন ।
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অন্য না করে ব্যাখ্যান ॥ ২৩৭ ॥

গোপীনাথের হর্ষভরে নৃত্য ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া ।
'হরি' 'হরি' বলি' নাচে হাতে তালি দিয়া ॥ ২৩৮ ॥

ভট্টাচার্য্যের জগন্নাথাপেক্ষা প্রভুপ্রতি প্রীত্যাধিক্য ঃ—

আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দর্শনে ।
জগন্নাথ না দেখি' আইলা প্রভু-স্থানে ॥ ২৩৯ ॥

সার্ব্বভৌমের দৈন্য ঃ—

দণ্ডবৎ করি' কৈল বহুবিধ স্তুতি ।
দৈন্য করি' কহে নিজ-পূর্ব্বদুর্ম্মতি ॥ ২৪০ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি, জিজ্ঞাসা করায় প্রভুর নামসঙ্কীর্ত্তনের মহিমা-জ্ঞাপন ঃ—

ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন ।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৪১ ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণ (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ২৪২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্লোক-ব্যাখ্যা-শ্রবণে ভট্টাচার্য্যের বিস্ময় ঃ—

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার ।
শুনি' ভট্টাচার্য্য-মনে হৈল চমৎকার ॥ ২৪৩ ॥

গোপীনাথের ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য বলে,—"আমি পূর্ব্বে যে কহিল ।
শুন, ভট্টাচার্য্য, তোমার সেই ত' হইল ॥" ২৪৪ ॥

অনুভাষ্য

২৩৫। শ্রীনারদের নিকট ভগবানের লীলাবতার-সমূহের কর্ম্ম, প্রয়োজন ও বিভূতি বর্ণন করিয়া ব্রহ্মা ভগবন্মায়া ও ভক্তমাহাত্ম্য বলিতেছেন,—

স এষ অনন্তঃ ভগবান্ যেষাং (একান্তপ্রপন্নানাং) দয়য়েৎ (অনুকম্পাং কুর্য্যাৎ) যদি নির্ব্যলীকং (নিষ্কপটং যথা স্যাৎ তথা) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবেন, ন তু অংশেন) আশ্রিতপদঃ (কৃষ্ণ-পাদৈকপ্রপন্নাঃ) ভবন্তি, তে দুস্তরাং (তর্ত্তুমশক্যামপি) দেবমায়াম্ অতিতরন্তি। এষাং (প্রপন্নানাং) শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে (পশুভোজন-যোগ্যে দেহে) অহং-মম-ইতি-ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ন (নাস্তি)।

২৪২। আদি, ৭ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৫। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্ত-স্বরূপ ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন, তাঁহারাই এই দুষ্পারা দেবমায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। শৃগাল-কুক্কুরভক্ষ্য এই প্রাকৃতশরীরে যাহাদের 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি আছে, তাহাদিগকে ভগবান্ দয়া করেন না।

২৪১। চতুঃষষ্টি-সাধনভক্তির মধ্যে কোন্ অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাপ্রভু কহিলেন,—নামসঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২৪২। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।"

গোপীনাথসহ সম্বন্ধহেতু সার্ব্বভৌমের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি' নমস্কারে ।
"তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥ ২৪৫ ॥
তুমি—মহাভাগবত, আমি—তর্ক-অন্ধে ।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥" ২৪৬ ॥

ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর জগন্নাথ-দর্শনে অনুমতি দান ঃ—

বিনয় শুনি' তুষ্ট্যে প্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
কহিল,—"করহ যাঞা ঈশ্বর দরশন ॥" ২৪৭ ॥

গৃহে আসিয়া প্রসাদ ও প্রভু-মহিমাসূচক শ্লোক-প্রেরণ ঃ—

জগদানন্দ, দামোদর,—দুই সঙ্গে লঞা ।
ঘরে আইল ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥ ২৪৮ ॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা ।
নিজবিপ্র-হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা ॥ ২৪৯ ॥
নিজ-কৃত দুই শ্লোক লিখিয়া তালপাতে ।
'প্রভুকে দিহ' বলি' দিল জগদানন্দ-হাতে ॥ ২৫০ ॥

প্রভুর প্রাপ্তির পূর্ব্বে মুকুন্দকর্ত্তৃক শ্লোকদ্বয়ের নকলরক্ষণ ঃ—

প্রভু-স্থানে আইলা দুঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা ।
মুকুন্দ দত্ত পত্র নিল তার হাতে পাঞা ॥ ২৫১ ॥

জগদানন্দের প্রভুকে ভট্টাচার্য্যের শ্লোকসহ পত্র প্রদান ঃ—

দুই শ্লোক বাহির-ভিতে লিখিয়া রাখিল ।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল ॥ ২৫২ ॥
প্রভু শ্লোক পড়ি' পত্র ছিণ্ডিয়া ফেলিল ।
ভিত্তে দেখি' ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥ ২৫৩ ॥

জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-বিতরণকারী গৌরকে প্রণাম ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (৬।৭৪)—

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ২৫৪ ॥

গুপ্তভক্তি-ব্যক্তকারী গৌরে নিষ্ঠা ঃ—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥২৫৫॥

শ্লোকদ্বয়েই সার্ব্বভৌমের মহিমা বিস্তার ঃ—

এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে মণিহার ।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥ ২৫৬ ॥

গৌরগতপ্রাণ সার্ব্বভৌম ঃ—

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন ।
মহাপ্রভুর সেবা-বিনা নাহি অন্য মন ॥ ২৫৭ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ।'
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥ ২৫৮ ॥

প্রভুর নিকট সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক পাঠান্তরপূর্ব্বক
ব্রহ্মাস্তুতি-শ্লোক পঠন ঃ—

একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু-আগে আইলা ।
নমস্কার করি' শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৫৯ ॥
ভাগবতের 'ব্রহ্মস্তবে'র শ্লোক পড়িলা ।
শ্লোক-শেষে দুই অক্ষর-পাঠ ফিরাইলা ॥ ২৬০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২৬১॥

অনুভাষ্য

২৫৪। বৈরাগ্যবিদ্যানিজ-ভক্তিযোগশিক্ষার্থং (কৃষ্ণেতরবস্তু-বিরক্তিপরেশানুভূতি-নিজনাম-রূপ-গুণ-লীলা-সেবনযোগ্যা-পদেশার্থম্) একঃ পুরাণঃ (সনাতনঃ) কৃপাম্বুধিঃ (জড়াসক্ত-জনেষ্বপি পরমোত্তম-মুক্ত-জনোচিত-ব্রজপ্রেমদানরূপ-দয়ার্ণবঃ) পুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব শরীরং ধর্ত্তুং শীলমস্য সঃ), অহং তং প্রপদ্যে (আশ্রয়ামি)।

২৫৫। কালাৎ (অন্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানজড়াসক্তিপ্রাবল্যাৎ কাল-ধর্ম্মবশেন) নষ্টং (লুপ্তং) নিজং (কৃষ্ণনামরূপগুণলীলাময়ং) ভক্তিযোগং প্রাদুষ্কর্ত্তুং (পুনঃ প্রকটয়িতুং) যঃ কৃষ্ণচৈতন্যনামা [সন্] আবির্ভূতঃ (প্রকাশিতঃ), তস্য পাদারবিন্দে (চরণ-কমলে) চিত্তভৃঙ্গঃ (চঞ্চলমনোভ্রমরঃ) গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং (নিমজ্জতু)।

২৬১। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা একান্ত শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫৪। বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী এক সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

২৫৫। কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক্।

অনুভাষ্য

তৎ (তস্মাৎ) তে অনুকম্পাং (কৃপাং) সুসমীক্ষ্যমাণঃ (সম্যক্ মন্যমানঃ) আত্মকৃতং (নিজানুষ্ঠিতং) বিপাকং (কর্ম্মফলং) ভুঞ্জানঃ এব হৃদ্বাগ্বপুভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) তে (তুভ্যং) নমঃ বিদধৎ (জড়ীয়াহঙ্কারং ত্যক্ত্বা আত্মসমর্পণং কুর্ব্বন্) যঃ জীবেত, সঃ মুক্তিপদে দায়ভাক্ (যোগ্যপাত্রঃ) ভবতি।

প্রভুকর্ত্তৃক ভাগবত-পাঠের সমর্থন ও সংরক্ষণ ঃ—

প্রভু কহে,—"'মুক্তিপদে'—ইহা পাঠ হয় ।
'ভক্তিপদে' কেনে পড়, কি তোমার আশয় ॥" ২৬২ ॥

ভট্টাচার্য্যের মুক্তির পরিবর্ত্তে ভক্তি-পাঠ-রক্ষার ইচ্ছা ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"'ভক্তি'-সম নহে মুক্তিফল ।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ ২৬৩ ॥

পাষণ্ড, মায়াবাদী ও বিষ্ণুবিদ্বেষী দৈত্যগণের সাযুজ্য-মুক্তি ঃ—

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে ।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥ ২৬৪ ॥
সেই দুইর দণ্ড হয়—'ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি' ।
তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥ ২৬৫ ॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ঃ—

যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ-প্রকার ।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর ॥ ২৬৬ ॥

সাযুজ্য ব্যতীত মুক্তি-চতুষ্টয় ভক্তির আনুষঙ্গিক ঃ—

'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার ।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ ২৬৭ ॥

নরক-সদৃশ সাযুজ্য 'ভক্তিবিনাশক' বলিয়া সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ঃ—

'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয় ।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২৬৮ ॥

দ্বিবিধ সাযুজ্য ঃ—

ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার ।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥ ২৬৯ ॥

সেব্যের নিষ্কাম-সেবা ব্যতীত সেবকের কোন
মুক্তিই কাম্য নহে ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" ২৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬১। যিনি তোমার অনুকম্পা লাভের আশয়ে স্বকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমাতে ভক্তিবিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন। এই শ্লোকটী পাঠ-কালে সার্ব্বভৌম "ভক্তিপদে স দায়ভাক্" এইরূপ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

২৬৩। ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—(প্রেম)-ভক্তিই ভক্তির সর্ব্বোত্তম ফল, মুক্তি ভক্তির ফল নয়। ভগবদ্ভক্তিবিমুখ পুরুষের পক্ষে সাযুজ্যমুক্তি কেবল একপ্রকার দণ্ড।

২৬৭-২৬৮। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য,—এই পঞ্চপ্রকার মুক্তির মধ্যে প্রথম সালোক্যাদি চারিটী তত নিন্দনীয় নয়, কেননা, তাহারা ভগবৎসেবার দ্বারস্বরূপ। তথাপি কৃষ্ণভক্ত উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিও অঙ্গীকার করেন না, কেননা, তাঁহারা জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তিরই বাসনা করিয়া থাকেন। 'সাযুজ্য'-শব্দ শুনিবামাত্র ভক্তের তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া ঘৃণা এবং 'ভক্তিবিরোধকারী অপরাধ' বলিয়া ভয় হয়।

২৬৯। সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদি-বৈদান্তিকের মতে, জীবের চরমফল—ব্রহ্মসাযুজ্য ; পাতঞ্জল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষগতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য-লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ।" এতদ্দ্বারা সবিশেষ-ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে "পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি" এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধা-বস্থায় অন্য পুরুষ-ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষতত্ত্বাশ্রয়ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য্য এই যে, (যোগপন্থায়) সবিশেষ তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ-ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কারযোগ্য ফল হইল।

অনুভাষ্য

২৬৩-২৬৫। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃতে ব্রহ্ম-লোক-বর্ণন-প্রসঙ্গে তৎকৃত কারিকা—"ভক্তেরব্যভিচারায়াঃ প্রেমসেবৈব যৎফলম্। কেবলং ব্রহ্মভাবস্তু বিদ্বেষেণাপি লভ্যতে॥" শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃতা টীকা—"ননু চিৎ-পরমাণোর্জীবস্য চিদ্রাশৌ তস্মিন্ ব্রহ্মণি লয়েনৈব ভাব্যং, ন পুনস্ততো নিঃসৃত্য তদাশ্রয়স্য কৃষ্ণস্য সেবনং সম্ভবেদিতি চেৎ? তত্রাহ—ভক্তেরিতি। তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিলীনতয়া স্থিতিস্তু ভগবতা কৃষ্ণেন নিহতানাং বিদ্বেষিণামপি ভবেৎ, 'সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ।।" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ইতি স্মরণাৎ। তস্মাৎ তল্লীনত্বমাত্রং ভক্তেঃ ফলং ন ভবতীতি। তমসঃ—অষ্টমাবরণাৎ প্রকৃতিমণ্ডলাৎ, পারে ব্রহ্মলোকঃ—'চয়স্ত্বিষাম্' ইতি ন্যায়েন নিরাকারচিৎপুঞ্জ-রূপং স্থানমিত্যর্থঃ। সিদ্ধাঃ—অনবজ্ঞাতভগবদঙ্ঘ্রয়স্তাদৃগ্ব্রহ্ম-চিন্তকাঃ তচ্চিন্তনাৎ বিধ্বস্ত-লিঙ্গাঃ, যত্র বসন্তি—লীয়ন্তে ; তচ্চরণাবজ্ঞাতৃণাস্তু জ্ঞানলব-দগ্ধানামধঃপাতো ভবতি, 'যেহন্যে-

প্রভুকর্ত্তৃক মুক্তিপদে'র ব্যাখ্যা ঃ—

প্রভু কহে,—"মুক্তিপদে'র আর অর্থ হয় ।
মুক্তিপদ-শব্দে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' কহয় ॥ ২৭১ ॥
মুক্তি পদে যাঁর, সেই 'মুক্তিপদ' হয় ।
কিম্বা নবম পদার্থ 'মুক্তির' সমাশ্রয় ॥ ২৭২ ॥
দুই-অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কেনে পাঠ ফিরি ।"
সার্ব্বভৌম কহে,—"ও-পাঠ কহিতে না পারি ॥২৭৩॥

তথাপি সার্ব্বভৌমের মুক্তি-শব্দের 'সাযুজ্যার্থে' অনাদর ও 'ভক্তি'-শব্দের আদর ঃ—

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয় ।
তথাপি 'আশ্লিষ্য-দোষে' কহন না যায় ॥ ২৭৪ ॥
যদ্যপি 'মুক্তি'-শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি ।
'রূঢ়িবৃত্ত্যে' কহে তবু 'সাযুজ্যে' প্রতীতি ॥ ২৭৫ ॥
মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস ।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস ॥" ২৭৬ ॥

সার্ব্বভৌমের নিষ্কাম ভক্তিদর্শনে প্রভুর হর্ষ ঃ—

শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে ।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৭৭ ॥

গ্রন্থকারের কৃষ্ণচৈতন্য-কৃপা-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে ।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্য-প্রসাদে ॥ ২৭৮ ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে ।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥ ২৭৯ ॥

প্রভুকে 'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া সকলের বিশ্বাস ঃ—

ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি' সর্ব্বজন ।
প্রভুকে জানিল,—'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥ ২৮০ ॥

কাশীমিশ্রের প্রভুপদে শরণাগতি ঃ—

কাশীমিশ্র-আদি যত নীলাচলবাসী ।
শরণ লইল সবে প্রভু-পদে আসি' ॥ ২৮১ ॥

অতঃপর প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ঃ—

সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন ।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-বিবরণ ॥ ২৮২ ॥
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন ।
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥ ২৮৩ ॥
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ।
এই মহাপ্রভুর লীলা—সার্ব্বভৌম-মিলন ॥ ২৮৪ ॥

সার্ব্বভৌম-চৈতন্য-সংবাদ-শ্রবণে নিষ্কাম-ভক্তি লাভ, উহা কর্ম্মকাণ্ডীয় ফলশ্রুতিমাত্র নহে ঃ—

ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ ।
জ্ঞান-কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন ॥ ২৮৫ ॥
শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা শুনে যেইজন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্য-চরণ ॥ ২৮৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭২। যাঁহার চরণে মুক্তি আছে, তিনি—'মুক্তিপদ' অর্থাৎ 'দশম' পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ ; অথবা নবমপদার্থ যে মুক্তি, তাহা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তিনি—শ্রীকৃষ্ণ।

২৭৪। আশ্লিষ্য-দোষ,—যাহার দুইপ্রকার অর্থ হইতে পারে; তাহাতে মুখ্য অর্থের কিছু হানি হয়, এই দোষ।

২৭৫। রূঢ়িবৃত্তি—মুখ্যবৃত্তি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

হরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।' (ভাঃ ১০।২।৩২) ইতি শ্রীভাগবতাৎ।"

(অর্থাৎ) যদি চিৎপরমাণু জীবের চিৎপুঞ্জ ব্রহ্মেই লয় হইল, তাহা হইলে ত' ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া জীবের পক্ষে পুনরায় তদাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্ভব হয় না? এই আশঙ্কার উত্তরে উল্লিখিত শ্লোক। ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান ত' অতিতুচ্ছ,—উহা কৃষ্ণ-নিহত বিদ্বেষিদৈত্যগণেরও ঘটে ; কেননা, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায় (আদি, ৫ম পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ;—সে-স্থলে, 'ব্রহ্ম বা সিদ্ধলোক'-শব্দে "চয়স্ত্বিষাম্" এই ন্যায়ানুসারে নিরাকার চিৎপুঞ্জরূপ স্থানবিশেষ বলিয়া বুঝিতে হইবে ; 'সিদ্ধাঃ'-শব্দে—যে-সকল জীব ভগবানের পাদপদ্ম অবজ্ঞা করে নাই, অথচ ঐরূপ ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা যাঁহাদের লিঙ্গদেহাবরণ দূরীভূত হইয়াছে—তাঁহারা 'বসন্তি' অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা ভগবানের শ্রীচরণের অবজ্ঞাকারী, তাহাদের (ভাঃ ১০।২।৩২)—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" শ্লোকানুসারে যে সামান্য জ্ঞানটুকু পূর্ব্বে সম্বল ছিল, তাহাও ভগবদবজ্ঞা-ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের অধঃপতনই (নরকলাভ) ঘটিয়া থাকে।

২৭০। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭২। আদি, ২য় পঃ ৯১-৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৪। মধ্য, ১৫শ পঃ দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মাঘমাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ফাল্গুন-মাসে নীলাচলে বাস করিলেন। ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন। বৈশাখ-মাসে দক্ষিণযাত্রা করিলেন। একক দক্ষিণ ভ্রমণ করিবেন—এই প্রস্তাব করায়, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার সহিত 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া একটী ব্রাহ্মণকে দিলেন। গমন-সময়ে সার্ব্বভৌম প্রভুর সহিত চারিখানা কৌপীন-বহির্ব্বাস দিয়া রামানন্দরায়ের সহিত গোদা-বরী-তীরে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। আলালনাথ পর্য্যন্ত নিত্যানন্দপ্রভু প্রভৃতি কয়েকটী ভক্ত প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে স্বীকার করত মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন। যে গ্রামে রাত্রিবাস করেন, তথায় শরণাগত ব্যক্তিকে শক্তি সঞ্চার করিয়া সর্ব্বদেশকেই 'বৈষ্ণব' করিতে আজ্ঞা দেন। তাঁহারা আবার অন্যান্য লোককে ভক্তি শিক্ষা দিয়া অন্যান্য গ্রামে ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় 'কূর্ম্ম'-নামক ব্রাহ্মণকে কৃপা করিলেন এবং 'বাসুদেব'-নামক বিপ্রকে গলিতকুষ্ঠ-রোগ হইতে উদ্ধার করিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' বলিয়া প্রভুর একটী নাম হইল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

'বাসুদেবামৃত'-প্রভুর প্রণাম ঃ—

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥

মাঘে সন্ন্যাস, ফাল্গুনে পুরীধামে বাস, চৈত্রে সার্ব্বভৌমোদ্ধার, বৈশাখে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণেচ্ছা ঃ—

এইমতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ-গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥ ৩॥

মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥ ৪॥

ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল॥ ৫॥

চৈত্রে রহি' কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন।
বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥ ৬॥

ভক্তগণের নিকট কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ও বিদায় যাচ্ঞা ঃ—

নিজগণ আনি' কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি' সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া॥ ৭॥

"তোমা-সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি'।
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমা-সবা ছাড়িতে না পারি॥ ৮॥

তুমি-সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইঁহা আনি' মোরে জগন্নাথ দেখাইলে॥ ৯॥

এবে সবা-স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে।
সবে মেলি' আজ্ঞা দেহ, যাইব দক্ষিণে॥ ১০॥

অগ্রজ-বিশ্বরূপের সন্ধানছলে দাক্ষিণাত্য-উদ্ধার জন্য একাকী যাইবার ইচ্ছা ঃ—

বিশ্বরূপ-উদ্দেশে অবশ্য আমি যাব।
একাকী যাইব, কেহো সঙ্গে না লইব॥ ১১॥

সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি-সব রহিবে তাবৎ॥" ১২॥

বিশ্বরূপ-সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ-দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল॥ ১৩॥

ভক্তগণের দুঃখ ঃ—

শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ।
নিঃশব্দ হইলা, সবার শুকাইল মুখ॥ ১৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি দয়ার্দ্রবুদ্ধি হইয়া 'বাসুদেব'-নামক ভক্তকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করিয়া সুন্দররূপে পুষ্ট করত ভক্তিতুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ধন্য চৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ দয়ার্দ্রধীঃ (দয়য়া আর্দ্রা ধীর্যস্য সঃ) [কুষ্ঠরোগা-ক্রান্তং] বাসুদেবং নষ্টকুষ্ঠং (বিগতকুষ্ঠরোগং) রূপপুষ্টং (সৌন্দর্য্যময়ং) ভক্তিতুষ্টং চকার, তং ধন্যং চৈতন্যং নৌমি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। মহাপ্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ; বিশ্বরূপের যে তৎপূর্ব্বে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা তিনি সমুদায় জানিতেন, পরন্তু দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করিবেন, এই ছল বাহির করিলেন।

অনুভাষ্য

১৩। মধ্য, ৯ম পঃ ২৯৯-৩০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে অনুগমনজন্য নিতাইর প্রার্থনা ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু কহে,—"ঐছে কৈছে হয়?
একাকী যাইবে তুমি, কে ইহা সহয়?? ১৫ ॥
দুই-এক সঙ্গে চলুক, না পড় হঠ-রঙ্গে।
যারে কহ, সেই দুই চলুক্ তোমার সঙ্গে ॥ ১৬ ॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে যাই, প্রভু, আজ্ঞা দেহ তুমি ॥" ১৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক নিত্যানন্দ-জগদানন্দ-দামোদর প্রভৃতির কৃত্রিম-নিন্দাচ্ছলে গুণগান ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি নর্ত্তক, তুমি—সূত্রধার।
তুমি যৈছে নাচাও, তৈছে নর্ত্তন আমার ॥ ১৮ ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৯ ॥
নীলাচল আসিতে, পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড।
তোমা-সবার গাঢ়-স্নেহে আমার কার্য্য-ভঙ্গ ॥ ২০ ॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ ২১ ॥
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিনদিন মোরে নাহি কহে কথা ॥ ২২ ॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি' সন্ন্যাস-ধর্ম্ম।
তিনবারে শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন ॥ ২৩ ॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ, নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি' মোর দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে ॥ ২৪ ॥

দামোদর-ব্রহ্মচারীর নিরপেক্ষতায় প্রভুর কটাক্ষ ঃ—

আমি ত'—সন্ন্যাসী, দামোদর—ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি' ॥ ২৫ ॥
ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥ ২৬ ॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে ॥ ২৭ ॥

সকলকে প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন-পর্য্যন্ত পুরীতে থাকিতে অনুরোধ ঃ—

অতএব তুমি-সব রহ নীলাচলে।
দিন-কত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে ॥" ২৮ ॥

স্বভক্তের দোষপ্রদর্শনছলে গুণবর্ণন ঃ—

ইঁহা-সবার বশ প্রভু হয়ে যে-যে-গুণে।
দোষরূপ-ছলে করে গুণ আস্বাদনে ॥ ২৯ ॥

প্রভুর অনুপম ভক্তবাৎসল্য ঃ—

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য—অকথ্য-কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন ॥ ৩০ ॥

ভক্তের জন্য প্রভুর কষ্ট-স্বীকার, ভক্তের তাহাতে দুঃখ ঃ—

সেই দুঃখ দেখি' যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায় ॥ ৩১ ॥
গুণ-দোষোদ্গার-ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥ ৩২ ॥

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রভু স্ব-সঙ্কল্পে অটল ঃ—

তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল ॥ ৩৩ ॥

নিতাইর সর্ব্বশেষ প্রার্থনা ঃ—

তবে নিত্যানন্দ কহে,—"যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ-সুখ যে হউক্, কর্ত্তব্য আমার ॥ ৩৪ ॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥ ৩৫ ॥

কৌপীন-বহির্ব্বাস ও জলপাত্র বহিবার জন্য সঙ্গে লোক লইতে প্রার্থনা ঃ—

কৌপীন, বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি যাবে, সবে এই মাত্র ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

১৬। হঠ-রঙ্গে—ঠগ বা জুয়াচোরের পাল্লায়।

২৪। সন্ন্যাসধর্ম্মপালনের জন্য আমি শীতকালেও তিনবার স্নান এবং শয্যারহিত হইয়া ভূমিতে শয়ন করি ; তাহা দেখিয়া মুকুন্দ দুঃখিত হন। আমার জন্য মুকুন্দের মনে দুঃখ হয় জানিয়া তজ্জন্য আমি দ্বিগুণ দুঃখিত হই।

২৫। সন্ন্যাসী—ব্রহ্মচারীর গুরু ; তজ্জন্য 'ব্রহ্মচারী' হইয়া সন্ন্যাসীকে উপদেশ দেওয়া অসঙ্গত।

২৬। না ভায়—মনে ধরে না, ভাল লাগে না।

২৯। পূর্ব্বকথিত ভক্তগণের যে যে গুণে প্রভু বাধ্য হইয়া-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫-২৬। দামোদর (ব্রহ্মচারী) আমাকে সর্ব্বদা এরূপ শিক্ষাদণ্ড দেন, যাহাতে এরূপ প্রতীতি হয় যে, আমি ইঁহার সম্মুখে যেন একজন ব্যবহার-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি।

২৭। দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতির প্রতি কৃষ্ণকৃপা অধিক বলিয়া, ইঁহারা লোকাপেক্ষা না করিয়া আমাকে অনেকপ্রকার বিষয় ভোগ করাইতে চাহেন। কিন্তু আমি দীন সন্ন্যাসী, লোকাপেক্ষা ছাড়িতে না পারিয়া, যথাধর্ম্ম ব্যবহার করিয়া থাকি।

অনুভাষ্য

ছিলেন, ঐগুলিকেই 'ছলপূর্ব্বক দোষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভক্তগণের মহিমা জ্ঞাপন করিলেন।

প্রভুর সংখ্যা-নাম-জপ ঃ—

তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে ।
জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥ ৩৭ ॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন ।
এ-সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে সঙ্গে লইতে অনুরোধ ঃ—

'কৃষ্ণদাস'-নামে এই সরল ব্রাহ্মণ ।
ইঁহো সঙ্গে করি' লহ, ধর নিবেদন ॥ ৩৯ ॥
জলপাত্র-বস্ত্র বহি' তোমা-সঙ্গে যাবে ।
যে তোমার ইচ্ছা কর, কিছু না বলিবে ॥" ৪০ ॥

প্রভুর স্বীকার ঃ—

তবে তাঁর বাক্য প্রভু করি' অঙ্গীকারে ।
তাহা-সবা লঞা গেলা সার্ব্বভৌম-ঘরে ॥ ৪১ ॥

সার্ব্বভৌম-গৃহে গমন ঃ—

নমস্করি' সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল ।
সবাকারে মিলি' তবে আসনে বসিল ॥ ৪২ ॥

ভট্টাচার্য্যের নিকট বিদায় যাজ্ঞা ঃ—

নানা কৃষ্ণবার্ত্তা প্রভু কহিল তাঁহারে ।
"তোমার ঠাঞি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বরূপ-অন্বেষণের ছল ঃ—

সন্ন্যাস করি' বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে ।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥ ৪৪ ॥
আজ্ঞা দেহ, অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব ।
তোমার আজ্ঞাতে শুভে লেউটি' আসিব ॥" ৪৫ ॥

ভট্টাচার্য্যের বিরহ-দুঃখোক্তি ঃ—

শুনি' সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর ।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর ॥ ৪৬ ॥
"বহুজন্মের পুণ্যফলে পাই তোমার সঙ্গ ।
হেন-সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ ৪৭ ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি' যায় ।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ ৪৮ ॥

কয়েকদিন অপেক্ষার জন্য প্রভুকে অনুরোধ ঃ—

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তুমি করিবে গমন ।
দিন-কথো রহ, দেখি তোমার চরণ ॥" ৪৯ ॥

প্রভুর সম্মতি ঃ—

তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন ।
রহিল দিবস-কথো, না কৈল গমন ॥ ৫০ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে নিমন্ত্রণ, তদ্গৃহিণীর রন্ধন ঃ—

ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি' করেন নিমন্ত্রণ ।
গৃহে পাক করি' প্রভুকে করা'ন ভোজন ॥ ৫১ ॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী, তাঁর নাম—'ষাঠীর মাতা' ।
রান্ধি' ভিক্ষা দেন তেঁহো, আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥ ৫২ ॥
আগে ত' কহিব তাহা করিয়া বিস্তার ।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-সমাচার ॥ ৫৩ ॥

পাঁচদিন পরে পুনরায় বিদায়-যাজ্ঞা ঃ—

দিন পাঁচ রহি' প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে ।
চলিবার লাগি' আজ্ঞা মাগিলা আপনে ॥ ৫৪ ॥

ভট্টাচার্য্যের সম্মতি ঃ—

প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা ।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা ॥ ৫৫ ॥

জগন্নাথমন্দিরে গিয়া প্রভুর তৎসমীপে আজ্ঞা-যাজ্ঞা ও মালা-প্রসাদ-প্রাপ্তির পর মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক যাত্রা ঃ—

দর্শন করি' ঠাকুর-পাশ আজ্ঞা মাগিলা ।
পূজারী মালা-প্রসাদ প্রভুরে আনি' দিলা ॥ ৫৬ ॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি' ।
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলে গৌরহরি ॥ ৫৭ ॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে আর যত নিজগণ ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি' করিলা গমন ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য

৩৭-৩৮। সংখ্যা-নাম গণনা করিবার জন্য প্রভুর দুই হস্ত আবদ্ধ থাকিত, সুতরাং অন্যে কমণ্ডলু ও বহির্ব্বাসাদি না বহিলে প্রয়োজনকালে প্রভু ব্যবহার্য্য দ্রব্য পাইবেন না। প্রেমাবেশে অচেতন হইলে তৎকালে দ্রব্যাদি রক্ষার্থ লোকের আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক সংখ্যা-নাম-গণনা-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—"বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কটীডোরকৈঃ সংখ্যাতুং নিজলোক-মঙ্গল-হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্" ইত্যাদি বাক্য, স্তবমালায়—"হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনাকৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ" ইত্যাদি চৈতন্যাষ্টক-শ্লোক আলোচ্য।

৩৯। এই কালাকৃষ্ণদাস বিপ্র ও নিত্যসিদ্ধ ব্রজসখা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম নিত্যানন্দৈকপ্রাণ কালাকৃষ্ণদাস (আদি ১১ পঃ ৩৭ সংখ্যা), উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত বিপ্র পরে গৌড়ে গিয়াছিলেন—মধ্য, ১০ম পঃ ৬২-৭৪।

৪৫। লেউটি—পশ্চিমদেশীয় (হিন্দী) শব্দ 'লৌট', ফিরিয়া।

প্রভুর আলালনাথ-পথে দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

সমুদ্র-তীরে-তীরে আলালনাথ-পথে ।
সার্ব্বভৌম কহিলেন আচার্য্য-গোপীনাথে ॥ ৫৯ ॥

গোপীনাথদ্বারা সার্ব্বভৌমের ৪ খানা কৌপীন-বহির্ব্বাস গৃহ হইতে আনাইয়া প্রভুকে দান ঃ—

"চারি কৌপীন-বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে ।
তাহা, প্রসাদান্ন, লঞা আইস বিপ্রদ্বারে ॥" ৬০ ॥

রায়রামানন্দসহ সাক্ষাৎকারের জন্য সার্ব্বভৌমের প্রভুকে অনুরোধ ঃ—

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে ।
"অবশ্য পালিবে, প্রভু, মোর নিবেদনে ॥ ৬১ ॥
'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী-তীরে ।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥ ৬২ ॥
শূদ্র বিষয়ি-জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে ।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥ ৬৩ ॥

রায় রামানন্দের প্রশংসা ঃ—

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন ।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥ ৬৪ ॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের তেঁহো সীমা ।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বে বৈষ্ণবকে স্মার্ত্ত অপেক্ষা লঘু-জ্ঞানে ভট্টের উপহাস ঃ—

অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া ।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে 'বৈষ্ণব' জানিয়া ॥ ৬৬ ॥

পরে চৈতন্য-কৃপায় চিন্ময়-বৈষ্ণব-মহিম-উপলব্ধি ঃ—

তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব ।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর তদ্বাক্যপালনে সম্মতি ঃ—

অঙ্গীকার করি' প্রভু তাঁহার বচন ।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৬৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণব-গৃহস্থকে সম্মান ঃ—

"ঘরে কৃষ্ণ ভজি' মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে ।
নীলাচলে আসি' যেন তোমার প্রসাদে ॥" ৬৯ ॥

প্রভুর যাত্রা ও সার্ব্বভৌমের মূর্চ্ছা ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু করিলা গমন ।
মূর্চ্ছিত হঞা তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥ ৭০ ॥

নিরপেক্ষ প্রভু ঃ—

তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন ।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন ॥ ৭১ ॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয় ।
পুষ্প-সম কোমল, কঠিন বজ্রময় ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৯। সমুদ্রতীর দিয়া দক্ষিণ যাইতে পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে 'আলালনাথ' গ্রাম। তথায় 'আলালনাথ'—চতুর্ভুজ-বাসুদেব-বিগ্রহ। বনমধ্যে একটী ক্ষুদ্রগ্রামে তাঁহার মন্দির ; তথায় অতি উৎকৃষ্ট পরমান্ন-ভোগ হয়। পাণ্ডারা এখনও উষ্ণপরমান্নের দাগ শ্রীবিগ্রহে দেখাইয়া থাকে।

৬২। অধিকারী—রাজার প্রধান কর্ম্মচারী। বিদ্যানগরকে আজকাল 'পোরবন্দর' বলে।

অনুভাষ্য

৬৩। শূদ্র—উৎকলদেশীয় সমাজে করণ-জাতি—'শৌক্র-শূদ্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানন্দ করণ-জাতিতে উদ্ভূত হন ; তজ্জন্য লৌকিক-দৃষ্টিতে তিনি শৌক্রশূদ্র হইয়াও বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণব-পরমহংস ছিলেন।

বিষয়ী—স্ত্রী-পুত্রাদি-কথারত অথবা বাহ্য-রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি প্রযুক্ত করিয়া তাহাতে প্রমত্ত। শ্রীরামানন্দ বহির্দৃষ্টিতে কৌপীনবিশিষ্ট সন্ন্যাসী নহেন, তজ্জন্য লৌকিক-দৃষ্টিতে রাজভৃত্য বিষয়ী, বস্তুতঃ তিনি বিদ্বৎ বা নরোত্তম-সন্ন্যাসী ছিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে বৈষ্ণব না থাকিলেও রামানন্দ-রায়ের নৈসর্গিক-বৈষ্ণবতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আবার, শ্রীপ্রভুর কৃপায় ভক্ত হইবার পর রামানন্দের কথা আলোচনা করিয়া তাঁহাকে 'অধিকারী রসিকভক্ত' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

৬৬। চৈতন্যবিমুখ প্রকৃতি-বাদী জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণ চৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণবকে এইরূপই বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত দল—প্রত্যক্ষানুমান-সর্ব্বস্ব অক্ষজ-জ্ঞানমত্ত তর্কপন্থী ; শেষোক্ত ব্যক্তি শব্দপ্রমাণসম্বল অধোক্ষজ-সেবক ও শ্রৌতপন্থী।

৬৯। কৃষ্ণসেবক বহির্দৃষ্টিতে গার্হস্থ্যাশ্রম অলঙ্কৃত করিলেও, বাস্তবিকপক্ষে, সাধারণ গোদাস গৃহব্রত বা গৃহমেধিগণের সহিত সমান নহেন। "যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 'শরণাগতি')—এই কথা কায়-মনোবাক্যে কীর্ত্তন করিতে বৈষ্ণব-গৃহস্থই একমাত্র অধিকারী ; এইজন্য শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিত যথার্থ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগৃহস্থ যে সন্ন্যাসীরও প্রণম্য ও গুরু, তাহা প্রভু কৃষ্ণভজন-মহিমানভিজ্ঞ জীবের শিক্ষার জন্য সার্ব্বভৌমের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া দেখাইলেন।

৭১-৭২। প্রভুর নিরপেক্ষতা—মধ্য, ৩য় পঃ ২১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাশ্রয় ভগবানের ন্যায় ভগবদ্ভক্তও কোমল ও কঠোর ঃ—

ভবভূতিকৃত 'উত্তর-রামচরিতে' তৃতীয়াঙ্কে ২।৭—২৩শ শ্লোক

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি ।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥

নিতাইর সার্ব্বভৌমকে গৃহে প্রেরণ ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল ।
তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল ॥ ৭৪ ॥

ভক্তগণসঙ্গে আলালনাথ-আগমন ঃ—

ভক্তগণ শীঘ্র আসি' লৈল প্রভুর সাথ ।
বস্ত্র-প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ ॥ ৭৫ ॥
সবা-সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা ।
নমস্কার করি' তারে বহুস্তুতি কৈলা ॥ ৭৬ ॥

আলালনাথ নারায়ণ-দর্শনে প্রভুর স্তব-নৃত্য-গীত ঃ—

প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যত জন ॥ ৭৭ ॥

প্রভুদর্শনার্থে বহুলোকের আগমন ও হরিসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

চৌদিকেতে সব লোক বলে 'হরি' 'হরি' ।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥ ৭৮ ॥
কাঞ্চন-সদৃশ দেহ, অরুণ বসন ।
পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥ ৭৯ ॥
দেখিতে লোকের মনে হৈল চমৎকার ।
যত লোক আইসে, কেহ নাহি যায় ঘর ॥ ৮০ ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোপাল' ।
প্রেমেতে ভাসিল লোক, স্ত্রী-বৃদ্ধ-আবাল ॥ ৮১ ॥
দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে ।
"এইরূপে নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে ॥" ৮২ ॥

প্রভুকে ছাড়িতে লোকের অনিচ্ছা-দর্শনে প্রসাদ-পাওয়াইবার ছলে প্রভুকে অপসরণ ঃ—

অতিকাল হৈল, লোক ছাড়িয়া না যায় ।
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি সৃজিল উপায় ॥ ৮৩ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লঞা ।
তাহা দেখি' লোক আইসে চৌদিকে ধাঞা ॥ ৮৪ ॥

ভক্তগণের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ ঃ—

মধ্যাহ্ন করিতে আইলা দেবতা-মন্দিরে ।
নিজগণ প্রবেশি' কপাট দিল বহির্দ্বারে ॥ ৮৫ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক প্রভুকে ভিক্ষা দান ; ভক্তগণের প্রভুর অবশেষ প্রাপ্তি ঃ—

তবে দুই প্রভুরে গোপীনাথ ভিক্ষা করাইল ।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি' খাইল ॥ ৮৬ ॥

মন্দিরের বাহিরে প্রভুদর্শনার্থ বহুলোক-সমাগম ঃ—

শুনি' শুনি' লোক-সব আসি' বহির্দ্বারে ।
'হরি' 'হরি' বলি' লোক কলরব করে ॥ ৮৭ ॥

মন্দিরদ্বার-মোচন ও সকলের প্রভুকে দর্শন ঃ—

তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন ।
আনন্দে আসিয়া লোক পাইল দরশন ॥ ৮৮ ॥

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া লোকের প্রভুদর্শনফলে বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে, যায় ।
'বৈষ্ণব' হইল লোক, সবে নাচে, গায় ॥ ৮৯ ॥

আলালনাথে ভক্তগণসঙ্গে রাত্রিবাস ঃ—

এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ-সঙ্গে ।
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৯০ ॥

প্রাতে পুনরায় যাত্রা ঃ—

প্রাতঃকালে স্নান করি' করিলা গমন ।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি' আলিঙ্গন ॥ ৯১ ॥

প্রভুর নিরপেক্ষতা ঃ—

মূর্চ্ছিত হঞা সবে ভূমিতে পড়িলা ।
তাঁহা-সবা পানে প্রভু ফিরি' না চাহিলা ॥ ৯২ ॥

প্রভুর পশ্চাতে জলপাত্রাদি-বাহক কৃষ্ণদাস ঃ—

বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা ।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা ॥ ৯৩ ॥

সেইদিন ভক্তগণের উপবাসানন্তর পুরী-গমন ঃ—

ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাই রহিলা ।
আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা ॥ ৯৪ ॥
মত্তসিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন ।
প্রেমাবেশে যায় করি' নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৩। অলৌকিক পুরুষদিগের চিত্ত বজ্র অপেক্ষা কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষা মৃদু ; অন্যে তাহা বুঝিবার যোগ্য হয় না।

অনুভাষ্য

৭৩। বজ্রাৎ অপি কঠোরাণি, কুসুমাৎ (পুষ্পাৎ) অপি মৃদূনি (কোমলানি) ; লোকোত্তরাণাং (অসাধারণালৌকিকানাং) চেতাংসি (অন্তঃকরণানি) বিজ্ঞাতুং (বোদ্ধুং) কঃ হি ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ)?

৭৫। সাথ—সঙ্গ।

৮১। আদি, ৭ম পঃ ২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৩। অতিকাল—সময় অতিক্রান্ত হওয়ায়।

শ্রীমুখকীর্ত্তিত-শ্লোক—

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে ॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্ ॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্ ॥ ৯৬ ॥

লোককে হরিনাম দান ঃ—

এই শ্লোক পথে পড়ি' চলিলা গৌরহরি।
লোক দেখি' পথে কহে,—বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর মুখে নাম-শ্রবণে লোকের হরিনাম-গ্রহণ ঃ—

সেই লোক প্রেমমত্ত হঞা বলে 'হরি' 'কৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ ॥ ৯৮ ॥

প্রভুর শক্তিসঞ্চারে সেই বৈষ্ণবকর্ত্তৃক তদ্গ্রামস্থ সকলের বৈষ্ণবতা ঃ—

কতক্ষণে রহি' প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৯৯ ॥
সেইজন নিজ-গ্রামে করিয়া গমন।
'কৃষ্ণ' বলি' হাসে, কান্দে, নাচে অনুক্ষণ ॥ ১০০ ॥
যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈল সব নিজ-গ্রাম ॥ ১০১ ॥

অন্যগ্রামবাসীরও সেই বৈষ্ণবদর্শন-কৃপাফলে বৈষ্ণবত্ব-প্রাপ্তি ঃ—

গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।
তাঁর দর্শন-কৃপায় হয় তাঁর সম ॥ ১০২ ॥

এইরূপে সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসীর উদ্ধার ও বৈষ্ণবত্ব লাভ ঃ—

সেই যাই' গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি' তাঁরে দেখি' বৈষ্ণব হয় ॥ ১০৩ ॥
সেই যাই' অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত 'বৈষ্ণব' হৈল সব দক্ষিণ-দেশ ॥ ১০৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বহু ভাগ্যবান্ জীবের উদ্ধার ঃ—

এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
'বৈষ্ণব' করেন তাঁরে করি' আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥

প্রভুর ভিক্ষাদাতার দর্শনকারিগণেরও বৈষ্ণবত্ব-লাভের পর আচার্য্যরূপে বহুলোকোদ্ধার ঃ—

যেই গ্রামে রহি' ভিক্ষা করেন যাঁর ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥ ১০৬ ॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সেইসব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ ॥ ১০৭ ॥

এইরূপে সমগ্র দক্ষিণদেশের উদ্ধার ঃ—

এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ 'বৈষ্ণব' হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর কৃপা-মহিমা নবদ্বীপ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিকতর প্রকাশিত ঃ—

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি' নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥ ১০৯ ॥

চৈতন্যভক্তেরই ভগবৎকৃপাশক্তিতে বিশ্বাস ঃ—

প্রভুকে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ-সব লীলা সত্য করি' লয় ॥ ১১০ ॥

অপ্রাকৃত-লীলায় বিশ্বাস-ফলেই নিত্যকল্যাণ-লাভ, নতুবা অক্ষজ-জ্ঞানে সর্ব্বনাশ ঃ—

অলৌকিক-লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক, পরলোক তার হয় নাশ ॥ ১১১ ॥
প্রথমেই কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ-ভ্রমণ ॥ ১১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। রক্ষ মাং—আমাকে রক্ষা করুন ; পাহি মাং—আমাকে পালন করুন।

৯৯। শক্তি সঞ্চারিয়া—হ্লাদিনী-শক্তির সারভাগ ও সম্বিৎ-শক্তির সারভাগ,—দুই একত্রে 'ভক্তি-শক্তি' হয়। কৃষ্ণ বা ভক্ত কৃপা করিয়া সেই শক্তি যাঁহাকে সঞ্চার করেন, তিনি 'পরমভক্ত' হন। মহাপ্রভু যাঁহাকে কৃপা করিতেন, তাঁহাতে সেইরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারভার অর্পণ করিতেন।

১০৮। সেতুবন্ধ—সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, সমুদ্রতীরে, রাম-নদের অপর-পার ; ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে।

১০৯। নবদ্বীপধাম হইলেও তথায় তৎকালে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ প্রবলতা থাকায়, সেই সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকদিগের মধ্যে অনেকগুলি বহির্ম্মুখ লোক ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রভু কোন বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেন নাই ; এইজন্য গ্রন্থকার এইরূপ বলিয়াছেন।

অনুভাষ্য

৯২। মধ্য, ৩য় পঃ ২১২ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১১১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অলৌকিক লীলা—প্রোজ্ঝিতকৈতব, নিরস্তকুহক, অপ্রাকৃত চিদৈশ্বর্য্যময়ী—জীবের নিত্য চরম-কল্যাণপ্রদ, সুতরাং বাস্তববস্তু ; উহা মায়াবদ্ধ বঞ্চক ও বঞ্চিত জীবের গুণময়-ধারণাজাত হিংসামূলক বুজ্‌রুকী নহে। বুজ্‌রুকী বা কুহকের দ্বারা, বঞ্চক ও বঞ্চিত উভয়েরই কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষেপ-ফলে সর্ব্বনাশ ঘটে।

শ্রীকূর্ম্মে গমন ও বিগ্রহ-দর্শনে নৃত্যগীত ঃ—

এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে ।
কূর্ম্ম দেখি' কৈল তাঁরে স্তবন-প্রণামে ॥ ১১৩ ॥

প্রভুর নৃত্যগীতদর্শনে লোকের চমৎকার ঃ—

প্রেমাবেশে হাসি' কান্দি' নৃত্য-গীত কৈল ।
দেখি' সর্ব্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৪ ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে ।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হৈলা চমৎকারে ॥ ১১৫ ॥

প্রভুদর্শনে লোকের বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল, বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি' ॥ ১১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। কূর্ম্মস্থান—তীর্থ ; তথায় কূর্ম্মদেবের মন্দির আছে। 'প্রপন্নামৃতে' কথিত আছে যে, শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীপুরুষোত্তম হইতে শ্রীরামানুজ-স্বামীকে কূর্ম্মতীর্থে রাত্রে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১১৩। কূর্ম্মস্থান—বি, এন, আর, লাইনে গঞ্জাম-জেলায় 'চিকা কোলরোড়' ষ্টেশন হইতে আটমাইল পূর্ব্বে 'কূর্ম্মাচল' বা 'শ্রীকূর্ম্মম্' ; ইহা তেলেগুভাষিগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ ('গঞ্জাম ম্যানুয়েল্')। তথায় কূর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমান ; শ্রীরামানুজ যেকালে একাদশ-শক-শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে তিনি শিবমূর্ত্তিজ্ঞান করায় উপবাস করেন, পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন। যথা, প্রপন্নামৃতে ৩৬ অধ্যায়ে,—"তদ্‌-রাত্রাবেব যোগীন্দ্রং প্রাপয়ামাস সত্বরম্। শ্রীকূর্ম্মে লক্ষ্মণাচার্য্যং শ্রীহরির্যোগমায়য়া।। প্রভাতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং তস্যাং লক্ষ্মণ-দেশিকঃ। উত্থায় সহসা ধীমান্ হরির্হরিরিতীরয়ন্।। দৃষ্ট্বা দশদিশঃ সম্যক্ চিন্তা-ব্যাকুলমানসঃ। শ্রীকূর্ম্মমিতি তৎক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা বিস্ময়-মাগতঃ।। শ্রীকূর্ম্মনায়কং মত্বা শিবলিঙ্গমিতীরিতম্। উপবাসেন তত্রৈকং বাসরং স্থিতবান্ গুরুঃ।। ** স্বপ্নে প্রসন্নো ভগবান্ তস্য শ্রীকূর্ম্মনাথকঃ। ব্যাজহার শুভং বাক্যং কৃপয়া যতি-ভূপতিম্।। যতীন্দ্রাজ্ঞান-দোষেণ শিবলিঙ্গং জনা ইতি। মাং বদন্তি মৃষা সর্ব্বে মায়ান্ধীকৃতলোচনাঃ।। বৎস্যাম্যত্র স্বরূপেণ শঙ্খচক্র-গদাধরঃ। লক্ষ্মণার্য্যাধুনা শীঘ্রং ত্বং মাং সম্যগ্ বিলোকয়।। ** অত্রৈব পূজয়ন্ মাং ত্বং দিনানি কতিচিদ্ বস।। ততঃ স্বপ্নাৎ সমুত্থায় সন্তুষ্টো বিস্ময়ান্বিতঃ। তথা বিধায় যোগীন্দ্রস্তেনোক্তেনৈব বর্ত্মনা। কূর্ম্মনাথং সমারাধ্য তন্নিবেদিত-ভোজনম্। বিধায় তস্য পাদাগ্রে সুখং তত্রাবসত্তদা।। তদা প্রভৃতি সর্ব্বত্র যতীন্দ্রাগম-বৈভবাৎ। বিষ্ণুস্থলমিতি হ্যাসীৎ শ্রীকূর্ম্মং বিদিতং মহৎ।।"*

পরে এই মন্দির শ্রীমাধ্ব-মঠের তত্ত্বাবধানে বিজয়নগর-রাজের অধিকারে ছিল। ১২০৩ শকীয় শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়-গুরু শ্রীনরহরি তীর্থের কথোল্লেখে যে নবশ্লোক-প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার বঙ্গানুবাদ এই,—

১ম শ্লোক—পুণ্যশ্লোক যতি পুরুষোত্তম বিজ্ঞের উপদেষ্টৃ-স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর অতি প্রিয় ছিলেন।

২য় শ্লোক—তাঁহার বাক্যাবলী জগতে সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হইয়াছিল। কুঞ্জর-বিধ্বংসনের ন্যায় বিবাদিগণের যুক্তিসমূহ পরাভূত হইয়াছিল।

৩য় শ্লোক—আনন্দতীর্থ তাঁহার নিকট সংস্কার লাভ করেন। তিনি ব্যাসের বিপথগামী গবাদিকে নিজ-গৃহীত সন্ন্যাস-দণ্ডদ্বারা সুপথে আনয়ন করেন।

৪র্থ শ্লোক—তাঁহার কথামালা বিষ্ণুর বিশেষ প্রিয় এবং বৈকুণ্ঠসিদ্ধি-প্রদানে সমর্থ।

৫ম শ্লোক—তাঁহার ভক্তিশিক্ষাসমূহ মানবকে হরিপাদ-পদ্মদানে সমর্থ।

৬ষ্ঠ শ্লোক—নরহরিতীর্থ তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হন এবং কলিঙ্গ-প্রদেশে রাজ্য করেন।

৭ম শ্লোক— নরহরিতীর্থ শবরগণের সহ যুদ্ধ করিয়া শ্রীকূর্ম্মমন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন।

** সেই রাত্রেই শ্রীহরি যোগমায়াদ্বারা যোগীন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্যকে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে স্থানান্তর করাইলেন। সে-রাত্রি প্রভাত হইলে পর শ্রীমান্ লক্ষ্মণদেশিক 'হরি হরি' বলিতে বলিতে সহসা জাগ্রত হইয়া দশ দিক্ দর্শন করত বিশেষ চিন্তিত ও ব্যাকুলিত হইলেন। সেই স্থান 'কূর্ম্মক্ষেত্র' জানিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকূর্ম্মকে (শ্রীমূর্ত্তিকে) তথাকার প্রবাদ-অনুসারে 'শিবলিঙ্গ' মনে করিয়া গুরু লক্ষ্মণদেশিক সেস্থানে একদিবস উপবাস করিলেন। ক্ষেত্রনাথ ভগবান্ শ্রীকূর্ম্ম তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপাপূর্ব্বক যতিরাজকে মধুর-বাক্যে বলিলেন,—"যতীন্দ্র! স্থানীয় লোকসকল মায়াদ্বারা অন্ধীকৃত-চক্ষু হওয়ায় আমাকে মিথ্যাই 'শিবলিঙ্গ'-রূপে বলিয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে আমি নিজ 'শঙ্খ-চক্র-গদাধর'রূপেই বাস করি। আর্য্য লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র আমাকে সন্দর্শন কর এবং এস্থলে আমাকে পূজা করিয়া কিছুদিন বাস কর। ইহাতে বিস্মিত ও সন্তুষ্ট যোগিরাজ তদনন্তর স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া স্বপ্নে কথিত উপায়েই শ্রীকূর্ম্মনাথকে সম্যক্ আরাধনা করিয়া তন্নিবেদিত-দ্রব্য ভোজন করিলেন এবং সেইস্থানে তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে সুখে কিছুদিন বাস করিলেন। সেই হইতে উক্ত ক্ষেত্র যতীন্দ্রের আগমন-মহিমা-প্রভাবে 'শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র'-নামক বিষ্ণুস্থল-রূপে সর্ব্বত্র বিশেষ বিদিত হইলেন।*

সেই লোকের দ্বারা সেই দেশের উদ্ধার ঃ—

কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি' অবিরাম ।
সেই লোক 'বৈষ্ণব' কৈল অন্য সব গ্রাম ॥ ১১৭ ॥

এইরূপে সকলদেশের উদ্ধার ঃ—

এইমত পরম্পরায় দেশ 'বৈষ্ণব' হৈল ।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥ ১১৮ ॥

বিগ্রহ-সেবকের প্রভুকে সম্মান ঃ—

কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা ।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥ ১১৯ ॥

সর্ব্বগ্রামে গিয়া প্রভুর লোকোদ্ধার ঃ—

যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার ।
এক ঠাঞি কহিল, না কহিব আর বার ॥ ১২০ ॥

'কূর্ম্ম'-নামক ব্রাহ্মণের প্রভু-পূজা ঃ—

'কূর্ম্ম'-নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১২১ ॥
ঘরে আনি' প্রভুর কৈল পাদ-প্রক্ষালন ।
সেই জল বংশ-সহিত করিল ভক্ষণ ॥ ১২২ ॥
অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল ।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল ॥ ১২৩ ॥
"যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে ।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥ ১২৪ ॥
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কহন ।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন ॥ ১২৫ ॥

প্রভুর অনুগমন-জন্য কূর্ম্মবিপ্রের প্রার্থনা ঃ—

কৃপা কর, প্রভু, মোরে, যাঙ তোমা-সঙ্গে ।
সহিতে নারিমু তোমার বিরহ-তরঙ্গে ॥" ১২৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সকলকেই আচার্য্যরূপে কৃষ্ণনাম-ভক্তি প্রচার করিতে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"ঐছে বাত্ কভু না কহিবা ।
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥ ১২৭ ॥
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥ ১২৮ ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥" ১২৯ ॥
এই মত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা ।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা ॥ ১৩০ ॥

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত প্রভুকর্ত্তৃক সকলকেই আচার্য্যরূপে ভক্তি-প্রচারে আদেশ ঃ—

পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে ।
যাঁর ঘরে ভিক্ষা করে, সেই মহাজনে ॥ ১৩১ ॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি, তৈছে কৈল সর্ব্বঠাঞি ।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥ ১৩২ ॥
অতএব ইঁহা কহিলাঙ করিয়া বিস্তার ।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥ ১৩৩ ॥

কূর্ম্মগৃহে সেই রাত্রিবাস ঃ—

এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা ।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥ ১৩৪ ॥

প্রাতে পুনরায় যাত্রা ঃ—

প্রভুর অনুব্রজি' কূর্ম্ম বহু দূর আইলা ।
প্রভু তাঁরে যত্ন করি' ঘরে পাঠাইলা ॥ ১৩৫ ॥

কুষ্ঠরোগী বাসুদেব-বিপ্রের প্রভুদর্শনার্থ কূর্ম্মগৃহে আগমন ঃ—

'বাসুদেব'-নাম এক দ্বিজ মহাশয় ।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাতে কীড়াময় ॥ ১৩৬ ॥

অনুভাষ্য

৮ম শ্লোক—নরহরিতীর্থের অসীম সাহস ছিল।

৯ম শ্লোক—শুভ ১২০৩ শকাব্দে বৈশাখমাসে শুক্লপক্ষে একাদশী-তিথিতে বুধবারে কামতদেবের সম্মুখে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক অশেষ কল্যাণদাতা যোগানন্দ নৃসিংহদেবের উদ্দেশে সানন্দে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি (অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ বলেন) ১২৮১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ শনিবার।

১৩০। শ্রীমহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্ত-ভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিতে সঙ্কল্প করেন, ভগবান্ গৌর-সুন্দর তাঁহাদিগের ভজন স্বীকার করিয়া এই শিক্ষা দেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ 'উৎকট ভজনপরায়ণ' অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণনাম-ভজন প্রচার কর। 'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট ভক্তাভিমান পরিত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনাম-গ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম-প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড়-প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়-তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথদাস প্রভৃতি পার্ষদ-মহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ-প্রদান এবং শ্রীনরোত্তম, শ্রীল মধ্ব-রামানুজাদির বহুশিষ্যকরণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধলোক প্রকৃত অকিঞ্চন-ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না

অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য় ।
উঠাঞা সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঞ ॥ ১৩৭ ॥
রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো গোসাঞির আগমন ।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মের ভবন ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুর কূর্ম্মত্যাগ-শ্রবণে বাসুদেবের দুঃখ ও বিলাপহেতু প্রভুর তথায় আবির্ভাব ঃ—

প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিঞা ।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ১৩৯ ॥
অনেকপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা ।
সেইক্ষণে আসি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ॥ ১৪০ ॥

প্রভুর তাঁহাকে আলিঙ্গনদান, তৎফলে বিপ্রের কুষ্ঠরোগ-মুক্তি ও সৌন্দর্য্য-লাভ ঃ—

প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল ।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ ১৪১ ॥

প্রভুর দয়া-দর্শনে বাসুদেবের স্তব ঃ—

প্রভুর কৃপা দেখি' তাঁর বিস্ময় হৈল মন ।
শ্লোক পড়ি' পায়ে ধরি', করেন স্তবন ॥ ১৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮১।১৬)—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ১৪৩ ॥

বহু স্তুতি করি' কহে,—"শুন দয়াময় ।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয় ॥ ১৪৪ ॥
মোরে দেখি' মোর গন্ধে পলায় পামর ।
হেন-মোরে স্পর্শ' তুমি,—স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৪৫ ॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা ।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥" ১৪৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে আচার্য্য হইয়া কৃষ্ণনাম উপদেশ-পূর্ব্বক জীবোদ্ধারে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"কভু তোমার না হবে অভিমান ।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম ॥ ১৪৭ ॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥" ১৪৮ ॥

প্রভুর কৃপা-স্মরণে কূর্ম্ম ও বাসুদেবের ক্রন্দন ঃ—

এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে ।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥ ১৪৯ ॥

এই আখ্যানের নাম—বাসুদেবোদ্ধার, প্রভুর নাম—'বাসুদেবামৃতপ্রদ' ঃ—

'বাসুদেবোদ্ধার' এই কহিল আখ্যান ।
'বাসুদেবামৃতপ্রদ' হৈল প্রভুর নাম ॥ ১৫০ ॥
এই ত' কহিল প্রভুর প্রথম আগমন ।
কূর্ম্ম-দরশন, বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১৫১ ॥

চৈতন্যলীলা-শ্রবণেই অচৈতন্য-সেবকের চৈতন্য-প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যে করে শ্রবণ ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৫২ ॥

গুরুমুখে শ্রবণফলেই বা শ্রৌতপন্থাতেই চৈতন্য-সেবা ঃ—

চৈতন্যলীলার আদি-অন্ত নাহি জানি ।
সেই লিখি, যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥ ১৫৩ ॥

শুদ্ধভক্তপদে শরণাগতিই চৈতন্য-লাভের উপায় ঃ—

ইথে অপরাধ মোর না লইও, ভক্তগণ ।
তোমা-সবার চরণ—মোর একান্ত শরণ ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণযাত্রায়াং 'বাসুদেবোদ্ধারো' নাম সপ্তম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্যপূর্ব্বক যাহাতে নিজ-ভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষাপ্রদান।

১৪৩। আদি, ১৭শ পঃ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। এইলীলা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকর্ত্তৃক অচৈতন্য-জীবের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে পর সেইসকল লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীব পুনরায় আচার্য্যরূপে অপর অচৈতন্য-জীবের চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিতে থাকেন। এইরূপে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। শ্রীসার্ব্বভৌম-কৃত শ্রীচৈতন্যের শতনামে এই নামটী আছে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

অচ্যুতগোত্রবৃদ্ধি বা শ্রৌত-পন্থা-প্রসারদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারবাদ-মাহাত্ম্যপ্রদর্শন-লীলা।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

※※※